বৈষ্ণব মঞ্জুষা-সমাহৃতি।

(দ্বিতীয় সংখ্যা)

অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী-সম্পাদিত।

—————:*:—————

প্রাচীন নবদ্বীপ

শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণাদি দ্বারা প্রকাশিত।

—————o—————

কলিকাতা কার্য্যালয় :—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্।

ত্রিবিক্রম, ৪৩৬ গৌরাব্দ।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

মঞ্জুষা-সমাহৃতি।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

অখিলরস ঃ—দ্বাদশ প্রকার রস অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চ ও সপ্ত গৌণরস। মুখ্যরস শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এবং বীর করুণ বীভৎস ভয়ানক রৌদ্র হাস্য ও অদ্ভুত এই সাতটী গৌণরস। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ পঞ্চম লহরী।

ভবেদ্ভক্তিরসোপ্যেষ মুখ্যগৌণতয়া দ্বিধা।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথা পূর্ব্বমনুত্তমাঃ॥
মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি॥
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে॥

প্রয়োগ ঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ প্রথম লহরী প্রথম শ্লোক।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

অখণ্ডরস। দুর্গম সঙ্গমনী টীকা। অখিলঃ অখণ্ডঃ রসঃ আস্বাদো যত্র। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ পঞ্চম লহরী। পরমানন্দতাদাত্ম্যাৎ রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ। রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিদ্ধ্যতি। টীকা অখণ্ডত্ব মনন্যস্ফূর্ত্তিময়ত্বং সিদ্ধ্যতি।

অঙ্গদ ঃ—যাহার মধ্যভাগ লতার সূত্রে গ্রথিত পুষ্প দ্বারা রচিত। যাহার উপরি উপরি তিন বর্ণের পুষ্প বিন্যস্ত ; যাহাতে তিনটী পুষ্প মুখ-যুক্ত আছে এবং গোলাকার। এই ভূষণকে অঙ্গদ বা তাড় কহে।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫০ শ্লোক—

ক্লিপ্তপুষ্পলতাতন্তু-প্রোতৈর্মণ্ডলতাং গতৈঃ।
ত্রিবর্ণোপর্য্যুপর্য্যুপ্তত্রিপুষ্পাননমঙ্গদং॥

উজ্জ্বলনীলমণি রাধাপ্রকরণে আনন্দচন্দ্রিকা টীকা ভুজকটকো অঙ্গদে।

প্রয়োগঃ—মহাভারত দানধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

চরিতামৃত আদি তৃতীয় ৪৬ সংখ্যা।

চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥

অঙ্গদা ঃ—কৃষ্ণের মাতৃসমা গোপিকা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক—

তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা।

অর্থভেদে দক্ষিণ দিক্ হস্তীভার্য্যা (মেদিনী ও হেমচন্দ্র)

অতুল্যা ঃ—নন্দনের পত্নী। তাঁহার অঙ্গকান্তি বিদ্যুতের ন্যায়। বসন মেঘের তুল্য। ইঁহার নামান্তর পীবরী। তাঁহার পতি নন্দন বা পাণ্ডব—নন্দের পঞ্চ ভ্রাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ।

অন্তকেল ঃ—ইঁনি কৃষ্ণের মাতামহ সদৃশ বৃদ্ধ গোপ এবং 'সুমুখ' গোপের সহিত ইঁহার বন্ধুতা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫২ শ্লোক।

"কিলান্তকেল তীলাট কৃপীট পুরটাদয়ঃ।"

অন্ধতামিস্র ঃ—ভোগেচ্ছা বিনষ্ট হইলে ভোগী স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন এরূপ বুদ্ধিকে অন্ধতামিস্র বলে।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১২।২

সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥

তাহার টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ অন্ধতামিস্রঃ তন্নাশেঽহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ।

বিষ্ণুপুরাণে   মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকায় ক্রোধতন্ময়ী ভাবরূপা মূর্চ্ছেব মরণম্। মুক্ত জীবের মধ্যে এই অবিদ্যাসৃষ্ট ভাব নাই। অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধ জীবই অন্ধতামিস্র ভাবাপন্ন হন। ইহা পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার অন্যতম।

ভা ৩।২০।১৮।

সসর্জ্জ ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ ॥

নরক বিশেষ যথা ভা ৫।২৬।৭-৯

তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্র মসিপত্রবনং শূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তশূর্ম্মির্বজ্রকণ্টক শাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃ পানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ।

* * এবমেবান্ধতামিস্রে যস্তু বঞ্চয়িত্বা পুরুষং দারাদীনুপযুঙ্‌ক্তে। যত্র শরীরী নিপাত্যমানো যাতনাস্থো বেদনয়া নষ্টমতির্নষ্টদৃষ্টিশ্চ ভবতি যথা হি বনস্পতির্বৃশ্চ্যমানমূলস্তস্মাদন্ধতামিস্রং তমুপদিশন্তি।

প্রয়োগ ঃ—ইত্যাদ্যেতে কার্য্যমালোচ্য কালে চক্রুর্ন্ক্রাশ্চক্রিভক্ত প্রতীপং। যোগ্যামভ্‌ক্তুং তেঽন্যথাস্যুঃ কথম্বা দুঃখোগ্রাস্তস্ত্বন্ধতামিস্রসিন্ধৌ। মধ্ব বিজয়ে ১২ স ২৫ শ্লোক।

অবরমুখ্যা ঃ—মুখ্যা গোপীগণের ভেদ তিন প্রকার। মুখ্য-মুখ্যা, মধ্যম মুখ্যা ও অবর মুখ্যা। শ্রীমতী রাধিকা মুখ্য মুখ্যা গোপী, ললিতা ও শ্যামলা মধ্যম মুখ্যা এবং তারকা ও পালী অবরমুখ্যা। ভক্তি রসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথম লহরী দুর্গমসঙ্গমনী টীকা। মুখ্য মুখ্যাভি-রুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তারকাপালী তাবন্নিষ্কৃষ্য তাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমাহ। মধ্যম মুখ্যাভ্যাং আহ শ্যামা ললিতা চ। পরমমুখ্যায়া আহ রাধায়াঃ প্রেয়ান্‌। মুখ্য গোপী দশজন। স্কন্দ প্রহ্লাদ সংহিতা এবং দ্বারকা মাহাত্ম্য মতে আট জন মুখ্যা গোপী। উজ্জ্বল নীলমণিতে তের জন মুখ্যা গোপীর নাম লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত ইত্যাদি আরোও আছে জানিতে হইবে।

উজ্জ্বল নীলমণি কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ ৩৫ শ্লোক।

তত্র শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাস্তু রাধা চন্দ্রাবলী তথা।
বিশাখা ললিতা শ্যামা পদ্মা শৈব্যা চ ভদ্রিকা।
তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা-পালিকাদয়ঃ॥

অষ্টাদশবিদ্যা ঃ—১। ঋগ্বেদ, ২। সামবেদ, ৩। যজুর্ব্বেদ, ৪। অথর্ব্ববেদ, ৫। শিক্ষা, ৬। কল্প, ৭। ব্যাকরণ, ৮। নিরুক্ত, ৯। জ্যোতিষ, ১০। ছন্দ, ১১। পূর্ব্বমীমাংসা, ১২। উত্তরমীমাংসা

বা বেদান্ত দর্শন, ১৩। বৈশেষিক, ১৪। ন্যায়, ১৫। সাঙ্খ্য, ১৬। পাতঞ্জল, ১৭। পুরাণ, ১৮। ধর্ম্মশাস্ত্র।

সষড়ঙ্গা চতুর্ব্বেদী মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশ স্মৃতঃ॥

মতান্তরে প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টী বেদাঙ্গ। ঋক্‌সামযজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ। মীমাংসা ও ন্যায় বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্র এবং অষ্টাদশপুরাণ এই চারিটী বিদ্যা লইয়া চতুর্দ্দশ বিদ্যা। এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গীতাদি কলাকুশলা গান্ধর্ব্ব বিদ্যা এবং অর্থ শাস্ত্র এই চারি যোগে বিদ্যা অষ্টাদশ।

অষ্টোত্তরশতবিষ্ণুমুখ্যস্থানঃ—শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের দ্রষ্টব্য ১০৮ তীর্থ এবং তাহাদের অবস্থিতি। এস্. পার্থসারথী যোগীর এবং অন্যান্য সংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত।

১। শ্রীরঙ্গম—তিরুবরঙ্গম্ ত্রিচিনপল্লী দুর্গ রেল পথ হইতে উত্তর পশ্চিমে ২ ক্রোশ। ভূতযোগীর স্থান।

২। নিচুলাপুরী উরায়ুর ত্রিচিন পল্লী দুর্গ ষ্টেশন হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমে। প্রাণনাথের জন্মস্থান।

৩। তাঞ্জই মামণিকৈল তোণ্ডীর বা টাঞ্জোর রেল হইতে উত্তরে দেড়ক্রোশ।

৪। অন্বিল বুদালুর রেল হইতে চারি ক্রোশ উত্তরে। কোল্লাড়মের উত্তরে।

৫। করমবান্নুর উত্তমার্কেল ত্রিচিনপল্লী দুর্গ রেল ষ্টেশন হইতে কোলেরুন্ নদীর উত্তরে আড়াই ক্রোশ।

৬। তিরুভেল্লারাই ত্রিচিনপল্লী ফোর্ট ষ্টেশন হইতে সাত ক্রোশ উত্তরে।

৭। পুল্লম্ পুড়ঙ্গুড়ী কুম্ভকোণম্ রেল হইতে তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

৮। তিরুপ্পার নগর অপ্পাক্কুদত্তন বুদালুব রেল হইতে তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

৯। আডান্নুর কুম্ভকোণ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে।

১০। তিরুভঢ়ুন্দুর তারাঢ়ুন্দুর, কুটলম্ ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে।

১১। শিরুপুলিউর মায়াবরম রেল হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দক্ষিণে।

১২। তিরুচ্ছেরাই কুম্ভকোণ হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে।

১৩। তালাইচ্ছঙ্গ নান্মদীয়ম্, শিয়ালী বেল ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে।

১৪। তিরুকুড়ণ্ডাই, কুম্ভঘোণ হইতে এক ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

১৫। কাণ্ডিয়ূর ট্যাঞ্জোব হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর কোণে।

১৬। তিরুবিন্নগরম্ কুম্ভকোণ হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে।

১৭। তিরুক্কণ্ণপুরম্ নন্নিল্লাম ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বে।

১৮। তিরুবালী, শিয়ালী হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে।

১৯। তিরুনাগাই নিগাপটাম রেলেব নিকট।

২০। তিরুনারায়ুর ন্যাছিনার কৈল কুম্ভকোণ হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে।

২১। নন্দীপুরবিন্নগরম্. কুম্ভকোণ রেল হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম।

২২। ইন্দালুর, মায়াভরম্ রেল হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে।

২৩। শিওিরাকুড়ম্ চিদম্বরম্ রেল হইতে অৰ্দ্ধ ক্রোশ।

২৪। কাঢ়িচ্ছিরামবিন্নগরম্ শিয়ালীতে।

২৫। কুড়ালুর, পাপনাশম্ রেল হইতে দুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

২৬। তিরুক্কাখঙ্গুড়ি, কিভালুর রেল ষ্টেশনের নিকট।

২৭। তিরুক্কাগ্নমঙ্গই ত্রিভালুর হইতে দুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

২৮। কপিস্থলম্ সুন্দরপেরুমালকৈল, ট্যাঞ্জোর হইতে সাড়ে ছয় ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

২৯। তিরুভেল্লিয়াঙ্গুড়ি, তিরুবিড়াইমরুডুর হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে।

৩০। মণিমাড়কৈল, শিয়ালী হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে।

৩১। বৈগুণ্ডবিন্নগরম্, বৈকুণ্ঠেশ্বর শিয়ালী হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে।

৩২। অরিমেয় বিন্নগরম্ কঞ্জিভিরাম হইতে অৰ্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে।

৩৩। তিরুত্তেবনার টোগাই মাধব, শিয়ালী রেল হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে।

৩৪। বণপুরুড়োত্তমম্. শিয়ালী হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে।

৩৫। সেম্পঞ্জই কৈল মহাকারুণ্য শিয়ালী হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে।

৩৬। তিরুত্তেত্তিয়ম্বলম্ রক্তাম্বক, শিয়ালী হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে।

৩৭। তিরুমণিক্কুড়ম্ রত্নকূটাধিপ, শিয়ালী হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে।

৩৮। কাবলম্বাড়ি গোপীপতি; শিয়ালী হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে।

৩৯। তিরুবেল্লাক্কুলম্ নারায়ণ, শিয়ালী হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে।

৪০। পার্ত্তন্‌পল্লী কমলানাথ, শিয়ালী হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে।

৪১। তিরুমালিরুঞ্জোলাই ; মাতুরা রেল হইতে ছয় ক্রোশ পূর্ব্বে।

৪২। তিরুক্কোট্টিয়ুর, মাদুরা রেল হইতে ষোল ক্রোশ পূর্ব্বে।

৪৩। তিরুমেয়্যম্ মাতুরা হইতে বিশ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে।

৪৪। তিরুপ্পুল্লানি মাদুরা হইতে ত্রিশ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে।

৪৫। তিরুত্তঙ্কাল, সাতুর রেল হইতে সাড়ে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে।

৪৬। তিরুমণ্ডব মাদুরা হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে।

৪৭। তিরুক্কূড়াল ; মাদুরায়।

৪৮। শ্রীবিল্লিপুত্তুর, সাতুর হইতে এগার ক্রোশ পশ্চিমে। শ্রীগোদা-দেবীর এবং ভট্টনাথের জন্মস্থান।

৪৯। তিরুক্কুরুগুর আলবর্ তিরুনগরী তিনিভেল্লি হইতে সাড়ে নয় ক্রোশ পূর্ব্বে। পরাঙ্কুশ দাসের জন্ম স্থান।

৫০। তোলাইবিল্লিমঙ্গলম্, তিনিভেল্লি হইতে সাড়ে দশ ক্রোশ পূর্ব্বে।

৫১। শ্রীবরমঙ্গই বনমালি, তিনিভেল্লি ষ্টেশনের দক্ষিণে নয় ক্রোশ।

৫২। তিরুপ্পুলিঙ্গুড়ি তিনিভেল্লি হইতে সাড়ে আট ক্রোশ পূর্ব্বে।

৫৩। তিরুপ্পেরাই বা তেন্তিরুপ্পেরাই ; তিনিভেল্লি হইতে বার ক্রোশ পূর্ব্বে।

৫৪। শ্রীবৈকুণ্ঠম্, তিনিভেল্লি হইতে পূর্ব্বে আট ক্রোশ।

৫৫। বরগুণমঙ্গই তিনিভেল্লি হইতে নয় ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব কোণে।

৫৬। তিরুক্কুলগুই তিনিভেল্লি হইতে উত্তর পূর্ব্বে তের ক্রোশ।

৫৭। তিরুক্কুরুঙ্গুড়ি তিনিভেল্লি হইতে দক্ষিণে তের ক্রোশ।

৫৮। তিরুক্কোলুর তিনিভেল্লি হইতে দশ ক্রোশ পূর্ব্বে।

৫৯। তিরুবনন্দপুরম্ তিনিভেল্লি হইতে ৪৫ ক্রোশ পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ত্রিভেণ্ড্রাম নিকটে।

৬০। তিরুবণপরিসারম্, তিনিভেল্লি হইতে বিশ ক্রোশ দক্ষিণে।

৬১। তিরুক্কাট্করাই, তিনিভেল্লি হইতে বিশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে।

৬২। তিরুমূঢ়িক্কলম্ ক্র্যাঙ্গানোর আঞ্জাল ডাকঘর কোচিন রাজ্যমধ্যে।

৬৩। তিরুপ্প্লিয়ূর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কুট্টানাড়ুর নিকট।

৬৪। তিরুচ্ছেঙ্গুন্নূর তিনিভেল্লি হইতে দুই ক্রোশ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তিরুবরণ বিলইর পশ্চিমে।

৬৫। তিরুনাভই, পট্টাম্বি ডাকঘর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তিনিভেল্লি রেল হইতে যাইতে হয়।

৬৬। তিরুবল্লভড় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তিনিভেল্লি হইতে যাইতে হয়।

৬৭। তিরুবন্বন্ধুর তিনিভেল্লি হইতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যমধ্যে।

৬৮। তিরুবত্তারু তিনিভেল্লি হইতে ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যমধ্যে।

৬৯। বিত্তুভক্কোড়ু, মালেবর প্রদেশের পট্টম্বি ডাকঘরের নিকট।

৭০। তিরুক্কড়িত্তনম্ তিনিভেল্লিতে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে।

৭১। তিরুবারণবিলই তিনিভেল্লী হইতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যমধ্যে তিরুচ্ছেঙ্গুন্নূরের পূর্ব্বে।

৭২। তিরুবৈন্দিরাপুরম্ তিরুপাপুলিউর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে।

৭৩। তিরুক্কোবলুর তিরুক্কোবলুব রেল হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দেড় ক্রোশ দূরে নদীর অপরপারে।

৭৪। তিরুকচ্ছি হস্তীগিবি বরদবাজ, কশ্বিভিরাম রেল হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে।

৭৫। অট্টপূয়করম কঞ্জিভিরাম হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ।

৭৬। তিরুত্তঙ্গ কঞ্জিভিরাম ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ মধ্যে পূর্ব্বদিকে।

৭৭। বেলুক্কাই কঞ্জিভিরামে।

৭৮। পারগম্ কাঞ্চীপুরীর পশ্চিমে।

৭৯। নীরগম্ কাঞ্চীপুরীর দক্ষিণে।

৮০। নীলত্তিঙ্গলতুণ্ডম্ কঞ্জিভিরামের একাম্রেশ্বর মন্দিরের অভ্যন্তরে।

৮১। উরগম্ কঞ্জিভিরামের দক্ষিণে ষ্টেশনের নিকট।

৮২। তিরুভেকা যথোক্তকারী কঞ্জিভিরামের পূর্ব্বে। সরোযোগীর জন্মস্থান।

৮৩। কারগম্ কঞ্জিভিরামের নিকট দক্ষিণে।

৮৪। কার্বাণম্ ঐ

৮৫। তিরুক্কালবন্নূর কাঞ্চীর কামাক্ষি মন্দিরের অভ্যন্তরে। কঞ্জিভিরাম।

৮৬। পবলবণ্ণম্ কঞ্জিভিরামে।

৮৭। পরমেচ্ছুরবিন্নগরম্ কঞ্জিভিরামে।

৮৮। তিরুপ্পুটকুটি কঞ্জিভিরাম হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে।

৮৯। তিরুনিল্‌রবুর টিন্নাভুর ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে।

৯০। তিরুবেব্বুল ত্রিভালুর হইতে উত্তরে এক ক্রোশ।

৯১। তিরুনির্‌মালই পল্লবরম্ রেল হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে।

৯২। তিরুবিড়বেণ্ডাই সিংহ্যপ্পেরুমালকভিল। ট্রিপ্লিকেন মান্দ্রাজ সহর হইতে ২৫ মাইল নদীপথে।

৯৩। তিরুক্কাড়ালমল্লই মহাবলীপুরম্ চিঙ্গলপত্তন রেল হইতে নয় ক্রোশ পূর্ব্বে কোভলম্ হইতে পাঁচ ক্রোশ। ভূতযোগীর জন্মস্থান।

৯৪। তিরুবল্লীক্কেণী টি্‌ ্াকেন মান্দ্রাজ।

৯৫। তিরুক্কুড়িগই সলিঙ্গিপুর হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে।

৯৬। বেঙ্কটেশ্বর বালাজী তিরুভেঙ্গডম্ তিরুপতি হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ গিরিশৃঙ্গে। ভ্রান্তযোগীর জন্মস্থান।

৯৭। সি .বঢ়কুন্দ্রম্ (অহোবলম্) কমলাপুর হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তরে অথবা এরাঙ্গুণ্ডালার ২০ ক্রোশ উত্তর।

৯৮। অযোধ্যা তিরুবায়োট্টি ফয়জাবাদ রেল হইতে তিন ক্রোশ।

৯৯। নৈমিষারণ্যম্ সীতাপুর জেলার মিশ্রিখ রেল ষ্টেশন হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে।

১০০। শালগ্রামম্ (জনকপুর আর্য্যাবর্ত্ত)

১০১। বদরিনাথ বদরী আশ্রমম্ হরিদ্বার ঘড়ওয়াল জেলা হইতে ৮৭ ক্রোশ উত্তরে।

১০২। তিরুক্কণ্ডম্ কড়িনগর দেবপ্রয়াগ আল্‌মোরা রেল হইতে উত্তরে ৭৫ ক্রোশ।

১০৩। তিরুপ্পিরিড়ি মানস সরোবরের নিকটে। ৬৭ ক্রোশ হরিদ্বারের উত্তরে।

১০৪। দ্বারকা পোরবন্দর হইতে ৩৭ ক্রোশ উত্তরে বোম্বাই হইতে ষ্টিমারে অহর্নিশ লাগে।

১০৫। মথুরা বড়মাদুরাই কৃষ্ণজন্মস্থলী মথুরা।

১০৬। গোকুল তিরুবায়প্পড়ি নন্দগ্রাম মথুরা হইতে তিন ক্রোশ।

১০৭। তিরুপ্পালকড়ল ধ্রুবনক্ষত্রের উত্তরে। ছায়াপথে।

১০৮। পরমপদম্ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে।

শ্রীপ্রপন্নামৃত ৭৭ অধ্যায়ের ৭০ শ্লোক ঃ—অষ্টোত্তরশতং বিষ্ণোর্মুখ্য-স্থানানি ভূতলে।

উৎপল ঃ—নন্দের জ্ঞাতি, কৃষ্ণের পিতৃতুল্য।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক—

"ধুরীণ ধুর্ব্বচক্রাঙ্গা মস্করোৎপলকম্বলাঃ"

অর্থভেদে মাংসশূন্য (বিশ্ব ও হেমচন্দ্র)

উল্লোচ ঃ—অল্প সময়ে পতিত নির্ম্মল জলের ন্যায় স্বচ্ছ অথচ বিচিত্র পুষ্প বিন্যাসে নির্ম্মিত এবং খণ্ড খণ্ড কেতকী পত্রের দ্বারা পত্রযুক্ত কিন্তু মলিন, ভূষণ বিশেষ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫০ শ্লোক।

সুচিরাপঃ সদৃক্ চিত্র পুষ্পবিন্যাসনির্ম্মিতাঃ।
খণ্ডিতৈঃ কেতকীপত্রৈঃ পর্ণবান্ মলিনং তথা॥

অর্থভেদে চন্দ্রাতপ, বিতান (অমর)

কঞ্চুলী ঃ—ছয় বর্ণের পুষ্প বিন্যাসে যাহার সৌষ্ঠব পরিব্যাপ্ত, কস্তূরী গন্ধে সুবাসিত এবং কণ্ঠে যাহার গুচ্ছ লম্বমান, তাদৃশ ভূষণকে কঞ্চুলী কহে।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৫ শ্লোক।

ষড়বর্ণপুষ্পবিন্যাসসৌষ্ঠবেনাভিচক্রিতা।
কস্তূরীবাসিতা কণ্ঠলম্বিগুচ্ছাত্র কঞ্চুলী॥

অর্থভেদে স্ত্রীলোকের ঊর্দ্ধবসন বা অঙ্গরক্ষিকা।

কটক ঃ—ফুলের কলি ও বোঁটা গুলিকে লতার সূত্রে এক একটী করিয়া গাঁথিয়া কটক নির্ম্মিত হয়। বিবিধ পুষ্পে শোভিত ও বহুবিধ। ইহা পাদালঙ্কার বা মলনামেও কথিত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫২ শ্লোক।

কুড়িবৃন্তৈর্লতাতন্তৌ গ্রথিতৈকৈকশস্তু যঃ।
কল্পিতো বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ কটকো বহুধোদিতঃ॥

অর্থভেদে পর্ব্বতমধ্যভাগ, নিতম্ব (অমর) মেখলা (ভরত) বলয় চক্র (অমর) হস্তীদন্তমণ্ডন, সামুদ্রলবণ, রাজধানী (মেদিনী) নগরী (শব্দরত্নাবলী) সেনা (হেমচন্দ্র) সানু (বিশ্ব)

প্রয়োগ ঃ—হারাস্তারানুকারা ভুজকটকতুলাকোটয়ো রত্নক্লিপ্তাস্তঙ্গা পাদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভির্ভূষণৈর্ভাতিরাধা। (উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাপ্রকরণে) (আনন্দচন্দ্রিকাটীকা) ভুজকটকৌ অঙ্গদে।

কমলপত্রশতবেধন্যায় ঃ—শতপত্রভেদ ন্যায়। প্রত্যক্ষ খণ্ড মথুরানাথ টীকা ২৭। এককালীন পদ্মপত্রের সূচীদ্বারা বিদ্ধ যুগপৎ প্রতীত হয় তথাপি কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব ঘটে স্বীকার করিতে হইবে। পদ্মপত্র একই কালে উত্থিত হয় বলিলেও স্বল্প সময় স্বীকার করিতে হইবে।

প্রয়োগ ঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথম লহরী। ১৫ শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনীটীকায়।

পূর্ব্বোক্তং সবনায়েতি কমলপত্রশতবেধন্যায়েন কিঞ্চিৎকালবিলম্বো জ্ঞেয়ঃ।

কম্বল ঃ—নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক।

"ধুরীণ ধুর্ব্বচক্রাঙ্গা মস্করোৎপলকম্বলাঃ।"

অর্থভেদে লোমবস্ত্র। রল্লক (অমর)

বেশক রোমযোনি রেণুকা (শব্দরত্নাবলী) নৃপবিশেষ, প্রা[illegible]র (জটাধর) নাগরাজ, সাস্না, কৃমি, উত্তরাসঙ্গ (মেদিনী)

করবালিকা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী 'পাটলা' তুল্যা বয়োজ্যেষ্ঠা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক—

"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।"

অর্থভেদে করপালিকা (অমর টীকায় ভরত)

করালা ঃ—কৃষ্ণের মাতামহী যশোদা-মাতা 'পাটলার' ন্যায় প্রাচীনা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক—

"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।

অর্থভেদে সারিবা বা অনন্তমূল (রত্নমালা)

কলাঙ্কুর ঃ—[illegible]রাজ নন্দের জ্ঞাতি, কৃ[illegible]র পি[illegible]।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক—

"পাটরদণ্ডিকেদারাঃ সৌরভেয়কলাঙ্কুরাঃ॥"

অর্থভেদে সারসপক্ষী, কংসাসুর (ত্রিকাণ্ডশেষ)

কাঞ্চী ঃ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝালর দ্বারা বেষ্টিত, বিচিত্র গুম্ফ[illegible] অথচ পঞ্চবর্ণ পুষ্পে বিরচিত ভূষণ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা [illegible]১ শ্লোক।

ক্ষুদ্রঝল্লরিসংবীতা চিত্রগুম্ফকরম্বিতা।

পঞ্চবর্ণৈর্বিরচিতা কুসুমৈঃ কাঞ্চিরুচ্যতে॥

অর্থভেদে স্ত্রীকটীর আভরণ বিশেষ, চন্দ্রহার বা গোট্। মেখলা, সপ্তকী, রসনা, সারসন (অমর) কাঞ্চি, রশনা, কক্ষা, কক্ষ্যা, সপ্তকা, রসন, সারশন, বন্ধন, (শব্দরত্নাবলী) কলাপ।

একযষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলাত্বষ্টযষ্টিকা।

রসনা ষোড়শ জ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥

প্রয়োগ ঃ—দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতা কুণ্ডলদ্বন্দ্ব কাঞ্চী নিষ্কাশ্চক্রী শলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণ্ঠভূযোর্ম্মিকাশ্চ। (উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাপ্রকরণে)

অর্থভেদে সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতম। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী ভেদে দুইটী পুরী। মান্দ্রাজ হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বর্ত্তমান নাম কঞ্জিভিবম্।

অর্থভেদে গুঞ্জ। (বিশ্ব)

কারুণ্ড ঃ—ইনি কৃষ্ণমাতামহ সুমুখের ন্যায় বর্ষীয়ান্ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫২ শ্লোক।

"গোণ্ডকল্লোণ্ট-কারুণ্ড-সনবীর-সনাদয়ঃ।"

কিল ঃ—কৃষ্ণের মাতামহ তুল্য গোপ। ইনি সুমুখের বন্ধু। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫২ শ্লোক।

কিলান্তকেল-তীলাট-কৃপীটপুরটাদয়ঃ।

অর্থভেদে বার্ত্তা, সম্ভাব্য (অমর) নিশ্চয় (অমরটীকা সারসুন্দরী) অরুচি (মেদিনী)

কুণ্ডল ঃ—কৃষ্ণের পিতৃব্য পুত্র এবং সুহৃদ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা পরিশিষ্ট ২২ শ্লোক।

"সুভদ্রঃ কুণ্ডলো দণ্ডী মণ্ডলোহমী পিতৃব্যজাঃ"

উপনন্দের পুত্র কণ্ডবকেই কেহ কেহ কুণ্ডল বলিয়া থাকেন।

অর্থভেদে, পাশ বলয় (মেদিনী) কর্ণবেষ্টন। (অমর)

কুণ্ডলাকৃতি পুষ্প দ্বারা বহু প্রকার কুণ্ডল নির্ম্মিত হয়।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৬ শ্লোক।

স্বানুরূপৈঃ কৃতং পুষ্পৈঃ কুণ্ডলং বহুধোদিতং ;

কুরঙ্গাক্ষী ঃ—যে সকল সখী ও দাসীগণ উৎকৃষ্ট গব্যঘৃতে পাক করিতে নিপুণা, কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতি সখীগণ তাঁহাদিগের অধ্যক্ষ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৭৩ শ্লোক।

পুয়োগব্যস্থ পচনে যাঃ সখ্যোদাসিকাশ্চ যাঃ।

কুরঙ্গাক্ষী প্রভৃতয়ঃ সংপ্রাপ্তাধ্যক্ষতামসৌ ॥

অর্থভেদে নারী।

কুশলা ঃ—কৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক।

"বৎসলা কুশলা তালী মাহবা মসৃণা কৃপী।"

কৃপী ঃ—কৃষ্ণ মাতৃতুল্যা গোপী বিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক।

বৎসলা কুশলা তালী মাহবা মসৃণা কৃপী।"

অর্থভেদে দ্রোণাচার্য্যপত্নী (মেদিনী)

কৃপীট ঃ—কৃষ্ণমাতামহ 'সুমুখ' সদৃশ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৫২ শ্লোক।

"কিলান্তকেল-তীলাট-কৃপীটপুরটাদয়ঃ।"

অর্থভেদে জল উদর (মেদিনী) বিপিন ও জ্বালানিকাষ্ঠ (শব্দরত্নাবলী)

কেদার ঃ—ব্রজরাজ নন্দের জ্ঞাতি। কৃষ্ণের পিতৃতুল্য।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক।

'পাটরদণ্ডি-কেদারাঃ সৌরভেয়কলাঙ্কুরাঃ"

অর্থভেদ। ক্ষেত্র (অমর) পর্ব্বত বিশেষ, শিব ভূমিভেদ, আলবাল (মেদিনী)

কেশব ভারতী ঃ—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন খাটুন্দি গ্রামে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। তথায় উষাপতি ও নিশাপতি নামক ব্রাহ্মণদ্বয়ের বংশ অদ্যাপিও বর্ত্তমান। সেই খাটুন্দি পাটবাটীর অধিকারিসূত্রে কেশবের স্থলাভিষিক্তগণ এখনও দেবসেবা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহারাই কেশব ভারতীর বংশ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। অপর পক্ষ বলেন কেশব আকুমার ব্রহ্মচারী থাকিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে উষাপতি বা নিশাপতি উদ্ভূত হন নাই। তাঁহারা তাঁহার শিষ্যদ্বয় অর্থাৎ শাখা।

আউরিয়ার ভারতী উপাধিধারী শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মনকুল এবং দেনুড়ের ব্রহ্মচারী উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ উভয়েই বলভদ্রের সন্তান বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় দেন। তাঁহারা আরোও বলেন যে বলভদ্র, কেশব ভারতীর সহোদর ভ্রাতা। কাহারও মতে মাধব ভারতী কেশব ভারতীর শিষ্য। তাঁহা হইতেই বলভদ্র শিষ্য হইয়াছিলেন। বলভদ্রের পূর্ব্বাশ্রমের দুইটী সন্তান মদন এবং গোপাল। মদন আউরিয়ায় বাস করেন এবং গোপাল দেনুড়ে বা দেনড়ুড়া গ্রামে বাস করিতেন। দেনুড়ের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তস্থিত ভারতী গড় নামক পুষ্করণী অসংস্কৃত অবস্থায় আজ'ও বর্ত্তমান আছে। মদনের বংশে ভারতী উপাধি এবং গোপালের বংশে ব্রহ্মচারী উপাধি শৌক্র বংশ পারম্পর্য্যক্রমে চলিতেছে। উভয় বংশই বলেন যে তাঁহারা কেশব ভারতীর ভ্রাতৃ-শৌক্রপারম্পর্য্যক্রমে অধস্তন। সন্ন্যাসের উপাধি ভারতী। ইহা গৃহস্থের উপাধি নহে। আবার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর চারিটী উপাধি শঙ্কর সম্প্রদায়ে আনন্দ, স্বরূপ, চৈতন্য ও প্রকাশের মধ্যে ভারতী নামধারী সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচারিগণের চৈতন্য উপাধি হয়। এই ভারতী বা ব্রহ্মচারী উপাধি শৌক্রবংশগত হওয়ায়

ইহাই অনুমিত হয় যে কেশবের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতা বলভদ্র হইতেও পারেন ; অথবা তিনি কেশবের গুরু ভ্রাতা বা শিষ্যানুশিষ্য ভ্রাতা । কেশব ভারতীর তিরোধানের পর সন্ন্যাসীর অভাবে তাঁহাদের শৌক্র বংশেই ভারতী উপাধি চলিতেছে। শঙ্কর শিষ্য প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্ম্মঠে সন্ন্যাসীর অভাবে শৌক্রবংশে সন্ন্যাসের উপাধি চলিতেছিল পরে সম্প্রতি পুনরায় সন্ন্যাসী, মঠপতি বলিয়া স্থাপিত হইয়াছেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক শৌক্রপারম্পর্য্যে ঐরূপ ব্রহ্মচারী উপাধি চলিতেও পারে। নতুবা সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী শৌক্রবংশ সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। যাহা হউক কেশব ভারতীর সম্পর্কিত বংশ তালিকা, দেনুড়ের পরলোকগত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের যাহা সংগৃহীত ছিল তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল। উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মতে কেশব ভারতীর পূর্ব্ব-নিবাস দেনুড় এবং পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার ভ্রাতৃবংশে মাধব বা বলভদ্র হইতে ভারতী ও ব্রহ্মচারী উপাধিধারিগণের বংশ পরম্পরা চলিতেছে। ব্রহ্মচারিগণের দেনুড়ের বাড়িতে, প্রাচীন শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। তৎসহ শ্রীরাধিকা, বালগোপাল, জগন্নাথ ও কতিপয় শালগ্রাম শিলা ও পূজিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মচারী বাড়িতে শিব দুর্গা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিয়াছেন যে কেশব ভারতী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষিত। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে শিবদুর্গা মূর্ত্তি দেনুড়ে প্রতিষ্ঠিত থাকার সামঞ্জস্য নাই। ইহা পরে পঞ্চোপাসকীগণের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে মাত্র। দেনুড়ের ব্রহ্মচারী বংশ কেহ কেহ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রধান চারি শিষ্যের অন্যতম গোপীনাথের বংশ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া

থাকেন। আবার দেনুড়ের নিকটবর্ত্তী বিঘা গ্রামে গোপীনাথের বংশ ও গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন।

কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস দাতা। ১৪৩২ শকাব্দায় মাঘমাসের শেষভাগে শ্রীকেশব ভারতী স্বামী কাটোয়ায় শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে সন্ন্যাস প্রদান করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলার সান্দীপনি বলিয়া পরিচিত। গৌরগণোদ্দেশ ৫২ শ্লোক ঃ—

মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ।
দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশবভারতী।

ইহাঁর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কয়েক স্থানে কিছু কিছু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য। আদি ৭।৬৬
পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী। আদি ৯।১৩
এই নয় মূল নিষ্কসিল বৃক্ষ মূলে। আদি ৯।১৫
চৈতন্য গোঁসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥ আদি ১২।১৪
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞী।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই॥ আদি ১২।১৬
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী। আদি ১৩।৫৪
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে।
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী।
যে কহ সে করিব স্বতন্ত্র নহে আমি॥
এতবলি ভারতী গোসাঞী কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥ ২আদি ১৭।২৭

গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম। মধ্য ৬।৭১

কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক। মধ্য ১৭।১১৬

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২৬ অধ্যায়

ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধনাম॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী।
"কর যোড় করি প্রভু স্তুতি করেন আপনে॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ॥
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাতে॥
কৃষ্ণদাস্য বই যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী।
আনন্দ সাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি॥
যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগৎগুরু জানিল নিশ্চয়।
বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি॥
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধি-যোগ্য কার্য্য॥

সর্ব্ব শিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র বেদে বলে।
কেশব ভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু বলে স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি॥
পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল॥
যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
প্রকাশিলা আত্মনাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥

অন্ত্য ১ম অধ্যায় ঃ—

কেশব ভারতী পায়ে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ শিষ্যরূপে যাঁর॥

অন্ত্য দশম অধ্যায় ঃ—

প্রভু বলে জ্ঞান ভক্তি দুয়েতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহ ত করি দঢ়॥
ভারতী বলেন মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা হইতে বড় দেখি ভক্তির মহত্ত্ব॥
মহাজন হেন নাম যত আছে সব।
ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর চরণে।
জ্ঞান বড় হইলে ভক্তি মাগে কি কারণে॥

এই মত যত মহাজন সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি ভক্তিমাত্র চায়॥
ভক্তি বড় শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি গর্জ্জিতে লাগিল প্রেমসুখে॥
যদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্রভিতরে॥
প্রভু বলে যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ শিখা সূত্রত্যাগ তার সব বৃথা॥
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তি রসময় শ্রীচৈতন্য অবতার॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলায় অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় শ্রীকেশব ভারতীর কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত নাই। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অপ্রকট কাল। পরমানন্দপুরী ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরহরির সমীপে অনেক সময় থাকিতেন। কেশবের কথা তৎকালে উল্লিখিত নাই।

শঙ্করপ্রবর্ত্তিত দশনামী একদণ্ডী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে শৃঙ্গেরী মঠান্তর্গত সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই ত্রিবিধ যতিগণ উদ্ভূত হন। ভারতী সে জন্য মধ্যম সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সরস্বতী উত্তম এবং পুরী সাধারণ সম্প্রদায়। সন্ন্যাস অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হইবার পরে বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ-সাক্ষীকে সন্ন্যাস-গুরু প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়। বাস্তবিক সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস নিজের গ্রহণের বিষয়মাত্র; অপরের প্রদেয় বিষয় নহে।

শান্তিপুরের মৃত লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড়পত্রে লিখিত আছে যে নদীয়া জিলার কলাবাড়ী গোপালপুর ও মুর্শিদাবাদ

জেলার বাগপুরের শিম্‌লাই, মেদিনীপুর জিলার শ্রীবরার ভট্টাচার্য্য, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্য, মাম্‌জোয়ানীর ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠী, কেশব ভারতীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ কেহ বলেন সাহড়ী গ্রামে শূলপাণির বংশে, আবার অন্য কেহ উমাপতিধরের বংশে কেশবের জন্মের কথা বলেন। সাদি খাঁ, দেয়াড়, ইছলামপুর ও সৈদাবাদের গোস্বামিগণ শিমলায়ী কাশ্যপ গোত্র। ব্যবস্থাদর্পণ লেখক শ্যামাচরণ সরকারের প্রাপ্ত কুলগ্রন্থে কেশবের সন্তান বলিয়া তিনি উল্লেখ পাইয়াছেন।

১। কেশব ভারতী

২। নিশাপতি (থাটুন্দি)

২। উষাপতি (বৈঁচির নিকট রাখালদাসপুর)

২। নিশাপতি ৩। রঘুনন্দন ৪। মনোহর ৫। পদ্মনাভ ৬। ধরণীধর ৭। যদুনন্দন ৮। পুরুষোত্তম ৯। রামচন্দ্র ১০। রামসুন্দর ১১। কৃষ্ণহরি ১২। নকড়িচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কেশব ভারতীর ভ্রাতা বা গুরুভ্রাতা বলভদ্র।

১। বলভদ্র (ভরদ্বাজ শুদ্ধশ্রোত্রিয় রাঢ়ী)

২ ক। মদন (আউরিয়া বা আউড়ে কলসা।) (ভারতী) (ডিংসাই সতের সন্তান)

২ খ। গোপাল (দেন্থড় বা দেনহুড়া) (ব্রহ্মচারী) (ডিংসাই সতের সন্তান)

২ ক। মদন (ভারতী উপাধি) ৩। রূপরাম। ৩। রামদেব।

৩। রূপরাম ৪। হরেকৃষ্ণ। ৪। শ্যামসুন্দর

৪। হরেকৃষ্ণ ৫। কেবলরাম ৫। বাবুরাম ৫। ভোলানাথ।

৫। কেবল রাম ৬। সৃষ্টিধর ৭। তারাশঙ্কর

৫। বাবুরাম ৬। ভগবতীচরণ ৭। যজ্ঞেশ্বর।

৭। যজ্ঞেশ্বর ৮। শ্যাম ৮। তারিণী ৮। প্রসন্ন।

৮। তারিণী ৯। দুর্গাদাস ১০। প্রভাসচন্দ্র।

৮। প্রসন্ন ৯। হরি ৯। অঘোর।

৫। ভোলানাথ, ৬ক। রামচন্দ্র, ৬খ। জয়চন্দ্র, ৬গ। বদনচন্দ্র, ৬ঘ। ব্রহ্মানন্দ, ৬ঙ। চণ্ডীচরণ।

৬ক। রামচন্দ্র ৭। শ্রীনাথ ৭। যাদব।

৭। শ্রীনাথ ৮। সূর্য্যনারায়ণ।

৭। যাদব ৮। সদানন্দ।

৬খ। জয়চন্দ্র ৭। নবকিশোর ৭। রাজবল্লভ ৭। ষষ্ঠীরাম।

৭। নবকিশোর ৮। মহানন্দ।

৭। রাজবল্লভ ৮। মহেন্দ্র।

৬গ। বদনচন্দ্র ৭। রাজীবলোচন ৮। ভুবনচন্দ্র ৯। ক্ষেত্রনাথ

৬ঘ। ব্রহ্মানন্দ ৭। হরিনারায়ণ ৮। সত্যকিঙ্কর ৯। সত্যচরণ

৬ঙ। চণ্ডীচরণ ৭। রাজকুমার ৮। হরি।

৪। শ্যামসুন্দর ৫। শম্ভুরাম ৬। কৃষ্ণানন্দ ৭। পরমানন্দ ৮। গঙ্গানন্দ ৯। রামচন্দ্র ১০। মহিমারঞ্জন।

৩। রামদেব ৪। দুর্গাচরণ ৫ক। কাশীনাথ, ৫খ। কার্ত্তিকচরণ।

৫ক। কাশীনাথ ৬। বিশ্বেশ্বর ৬। রামকৃষ্ণ ৭ক। রামগোবিন্দ ৭খ। রামতারণ ৭গ। রামেশ্বর ৭ঘ। রামবিষ্ণু ৭ঙ। রামকমল।

৭ক। রামগোবিন্দ ৮। উপেন্দ্র ৮। যোগেন্দ্র ৮। সুরেন্দ্র ৮। হৃষীকেশ।

৭ খ। রামতারণ　৮। ক্ষেত্রনাথ　৮। ভৈরব।

৮।　ক্ষেত্রনাথ ৯।　রামরাম।

৭ গ। রামেশ্বর　৮। রামপ্রসন্ন　৮। শ্যামাপ্রসন্ন　৮। মুনীন্দ্র।

৭ ঙ। রামকমল　৮। গুরুপদ　৮। গৌরীপ্রসাদ।

৫ খ। কার্ত্তিকচরণ　৬ ক। কালীকিশোর　৬ খ। শিবচন্দ্র　৬ গ। রামধন।

৬ ক। কালীকিশোর　৭। রামদাস　৮। শক্তিপদ।

৬ খ। শিবচন্দ্র　৭। বামনদাস।

৬ গ। রামধন　৭। সারদাপ্রসাদ ৮।　নিরঞ্জন (ভারতী উপাধি)

২ খ। গোপাল (ব্রহ্মচারী উপাধি) (দেনুড়)　৩। গোপীনাথ—ইনি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের চারিজন প্রধান শিষ্যের অন্যতম।　৪। চণ্ডীচরণ　৫। গোবিন্দরাম, সরডাঙ্গায় ব্রহ্মচারী বংশ আছে।　ডাক্তার ইউ এন্ ব্রহ্মচারী M. A., M. D., Ph. D. এবং চুঁচুড়ার অক্ষয়কুমারের পুত্র P. R. S. ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী ইহাঁর বংশ জাত　৬। নারায়ণ　৭। কমলাকান্ত ৮। কৃষ্ণকিঙ্কর।

৮। কৃষ্ণকিঙ্কর　৯ ক। সদাশিব　৯ খ। কৃষ্ণদেব　৯ গ। প্রাণকৃষ্ণ

৯ ক। সদাশিব　১০। রামকুমার　১১। রামজীবন　১১। রামতারণ　১১। রামেশ্বর　১১। রামচরণ　১১। রামধন।

৯ গ। প্রাণকৃষ্ণ　১০ ক। শ্যামসুন্দর　১০ খ। জয়হরি　১০ গ। রামসুন্দর　১০ ঘ। রামহরি　১০ ঙ। আনন্দচন্দ্র　১০ চ। নন্দলাল।

১০ ঙ। আনন্দচন্দ্র　১১ ক। গিরিশচন্দ্র　১১ খ। মহেশচন্দ্র　১১ গ। ভুবনেশ্বর　১১ ঘ। দীননাথ　১১ ঙ। শ্রীনাথ　১১ চ। শ্রীরাম　১১ ছ। যজ্ঞেশ্বর।

১১ ক। গিরিশচন্দ্র ১২। কান্তিচন্দ্র।

১১ খ। মহেশচন্দ্র ১২। যোগেন্দ্র ১৩। আশুতোষ ১৩। বনওয়ারী

১১ চ। শ্রীরাম ১২। অম্বিকাচরণ ১৩। ভোলানাথ ১৩। নলিনাক্ষ ১৩। সরোজাক্ষ ১৩। কমলাক্ষ ১৩। যতীন্দ্রমোহন ১৩। সৌরেন্দ্রমোহন।

১০ চ। নন্দলাল ১১। নীলমণি ১২। ভোলানাথ ১৩। রাধাশ্যাম।

কোপনা ঃ—কৃষ্ণের জননীসমা গোপিকা বিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৬১ শ্লোক—

"শাবরা হিঙ্গুলী নীতি কোপনা ধমনীধরা।"

অর্থভেদে কোপবতী, ভামিনী (অমর), চণ্ডী (জটাধর), ভীমা (শব্দ-রত্নাবলী)।

গীতাতাৎপর্য্য ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিঠ্ঠলনাথ রচিত। ইহাতে গীতার সংক্ষেপতঃ তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানি দুই পৃষ্ঠা মাত্র। গ্রন্থের আদিম শ্লোক—

পিতৃপাদাব্জযুগলং প্রণমামি কৃপামধু।
যৎকুলং গোকুলেশেন স্বীকৃতং কৃপয়া স্বতঃ॥

শেষ শ্লোক ঃ— ইতি শ্রীপিতৃপাদাব্জদাসেন নিজ হৃদ্গতা।
ভক্তিমার্গস্থ মর্য্যাদা নিরুক্তা বিঠ্ঠলেন বৈ॥

গীতার্থ বিবরণ ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিঠ্ঠলেশ্বর বিরচিত। ইহাতে ১৪টী শ্লোকের পর গীতার কিয়দংশের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। গ্রন্থ খানি ক্ষুদ্র তিন চারি পৃষ্ঠা মাত্র। শ্রীমগ্নলাল শর্ম্মা ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের আদি শ্লোক যথা—

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাত্রে বলরিপুকৃতত্রাসহন্ত্রে মুরারে
তুভ্যং গোপীসমাজপ্রকটিততনবে কামকামায় তাসাং।
উত্যদ্দর্হয়ে তস্মাদভিনববিভবৈর্ভূষণৈর্ভূষিতায়
স্বস্মৈ কুর্ম্মো নমস্যাং মম মনসি সদা পাদপদ্মং তদীয়ম্॥

গোণ্ডকল্লোণ্ট ঃ—কৃষ্ণমাতামহ 'সুমুখে'র ন্যায় বৃদ্ধ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫২ শ্লোক, যথা ঃ—

"গোণ্ডকল্লোণ্ট কারুণ্ড সনবীরসনাদয়ঃ।"

ঘণ্টা ঃ—কৃষ্ণের মাতামহী 'পাটলা'র ন্যায় বৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক—

"ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা।"

অর্থভেদে কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্য বিশেষ। পাটলী বৃক্ষ (শব্দ রত্নাবলী) অতিবলা, নাগবলা (রাজ নির্ঘণ্ট।)

ঘর্ঘরা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী বৃদ্ধা 'পাটলা'র সমবয়স্কা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক—

"ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা।"

অর্থভেদে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বীণাভেদ (মেদিনী।)

ঘোরা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী 'পাটলা' তুল্যা বৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশপদীপিকা ৫৪ শ্লোক—

ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা।"

অর্থভেদে রাত্রি (ত্রিকাণ্ডশেষ), দেবদালী লতা (রাজনির্ঘণ্ট), ভয়ানকা।

ঘোণী ঃ—কৃষ্ণমাতামহী 'পাটলা' তুল্যা প্রবীণা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক—

"ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা।"

অর্থভেদে শূকর (অমর)।

চক্রাঙ্গঃ—নন্দের জ্ঞাতি, কৃষ্ণের পিতৃসম গোপবিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক—

ধুরীণধুর্ব্বচক্রাঙ্গা মস্করোৎপলকম্বলাঃ।

অর্থভেদে হংস (অমর)।

চন্দ্রাতপঃ—পার্শ্বে মুক্তাতুলা সিন্ধুবার পুষ্পসমূহ শোভিত হইয়া মধ্যভাগে পদ্মফল লম্বমান হইলে তাহাকে চন্দ্রাতপ কহে। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৯ শ্লোক—

পার্শ্বে চ সুফলমুক্তাসিন্ধুবার কলাপকম্।
মধ্যলম্বিন বাম্ভোজশ্চন্দ্রাতপ ইতীর্য্যতে॥

অর্থভেদে আচ্ছাদন বিশেষ, উল্লোচ, বিতান, চন্দ্রা (শব্দ রত্নাবলী), জ্যোৎস্না (হেমচন্দ্র)।

চৈতন্য-মঙ্গলঃ—শ্রীলোচন দাস ঠাকুর রচিত বাঙ্গালা পদ্য পাঁচালি গ্রন্থ। শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গ্রন্থ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোগ্রামে গৌরগুণ ও চরিত্র বর্ণন উদ্দেশে রচিত হয়। ইহাতে চারি খণ্ড আছে সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড।

সূত্রখণ্ড মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর সংস্কৃত শ্লোকে বন্দনা এবং গণেশ, হরগৌরী, সরস্বতী, দেবগণ, গুরুবর্গ এবং বৈষ্ণব বন্দনা। স্বদৈন্য প্রকাশ, বৈষ্ণব মহিমা এবং শ্রীনরহরি ঠাকুরের মহিমা প্রভাবে গৌরগুণগানে গ্রন্থকারের সামর্থ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পার্ষদবর্গের বন্দনা। নিজ দৈন্য ও মুরারি গুপ্তের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া তাঁহার রচিত গৌরাঙ্গ-চরিত শুনিয়া

পাঁচালি প্রবন্ধে এই গ্রন্থ লিখিবার বাসনা করেন। আদি খণ্ড ও মধ্য খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ের তালিকা। গৌরাঙ্গের অবতারে জীবের সৌভাগ্য-নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমা। গৌরাঙ্গ অবতারের কারণ। শ্রীদামোদর পণ্ডিত মুরারি গুপ্তের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করায় মুরারি তদুত্তরে বলিলেন; একদা নারদ মুনি কলিজীবের বর্ণ ও আশ্রমে অযোগ্যতা দেখিয়া ধর্ম্ম সং-স্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে কলিজীবের নিকট আনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার গৃহে বাস করতঃ শ্রীরুক্মিণীর গৃহে উপনীত হই-লেন। শ্রীরুক্মিণী দেবী কৃষ্ণপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, কারণ জিজ্ঞাসা করায় রুক্মিণী রাধার প্রীতি ও সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া পাদপদ্মের বিরহভয়ে কাঁদিতেছেন, জানাইলেন। এই কালে শ্রীনারদ ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণনামহীন জগতের দুর্গতি জ্ঞাপন করায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন পূর্ব্বের কথা তুমি বিস্মৃত হইতেছ কেন? কাত্যায়নীর প্রতিজ্ঞা এবং রুক্মিণীর অপরূপ কথায় আমি স্বয়ং প্রেমসুখ ভোগের জন্য এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত কলিযুগে দীনভাব প্রকাশ করিয়া নিজ প্রেমবিলাস করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীনারদ তদ্দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন এবং শিবব্রহ্মাদি লোকে গৌরাবতারের কথা প্রচার করিতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌররূপ চিন্তা করিতে করিতে নৈমিষা-রণ্যে শ্রীনারদ, উদ্ধবের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। শ্রীনারদ-উদ্ধব সংবাদ জৈমিনী ভারত নামক গ্রন্থ বিচার করিলে জানা যায়।

কলিযুগের মহিমা সম্বন্ধে তাঁহাদের কথোপকথন ও গৌরাবতারের কথা শেষ হইলে নারদ কৈলাসে হরপার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। জগতের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিলেন, আপনারা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল

বিস্মৃত হইয়াছেন এজন্য আমূল বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উদ্ধব বলিয়াছিলেন যে ভগবানের উচ্ছিষ্ট লাভ করিয়া আমরা মায়া জয় করিব। ইহা শুনিয়া আমি উচ্ছিষ্ট লাভে যত্নবান্ হইয়া বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। শ্রীলক্ষ্মীর নিকট ভগবানের অবশেষ লাভের প্রার্থনা জানাইলে তিনি সশঙ্কিত হইয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। লক্ষ্মী-দেবী ভগবানের নিকট আমার প্রসাদলাভের কথা জ্ঞাপন করায় ভগবান্ গোপনে আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হন। সেই প্রসাদলাভ করিয়া আমি পরম সৌভাগ্যান্বিত হইয়া আপনার নিকট আগমন করি এবং আপনি আগ্রহক্রমে আমার নখগহ্বরস্থিত প্রসাদ-কণিকা প্রাপ্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য পূর্ব্বক ধরিত্রীর আশঙ্কা উৎপন্ন করেন। বসুমতী, কাত্যায়নীর যোগে আপনার আবেশ নিবারণে সমর্থা হন। কাত্যায়নী আপনার অভূতপূর্ব্ব আনন্দের কারণ জানিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাকে প্রসাদ না দিবার জন্য লজ্জা দেন। আপনার বাক্যে রুষ্ট হইয়া সেই কালে দেবী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এই মহাপ্রসাদ আমি জগতে শৃগাল কুক্কুর সকলকেই দিব। এই প্রতিজ্ঞা করিলে বৈকুণ্ঠনাথ কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সন্তোষজনক কতিপয় বাক্যের সহিত কাত্যায়নীকে পূর্ব্ব রহস্য নিভৃতে বলিলেন। সমুদ্রমন্থনকালে এক দিব্য তেজোময় তরুবর চৈতন্যা-ধিষ্ঠিত দেহে ত্রিজগন্নাথ স্বামী রূপে করুণা প্রচার করিব। বিশেষ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশকালে আমি মানব মূর্ত্তিতে তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব। নারদ এই সকল কথা সস্মিতবদনে বলিয়া হরপার্ব্বতীকে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিবার আদেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সদনে উপনীত হইলেন। সেখানেও গৌরাবতারের কথা এবং পৃথিবীতে ব্রহ্মার জন্ম গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ব্রহ্মা শ্রীভাগবতের কতিপয়

শ্লোক দ্বারা নারদকে গৌরাবতারের প্রমাণ ও অর্থসমূহ এবং শ্রীগোপিকা ভাবের পারতম্য বুঝাইয়া দিলেন। নারদ গৌরকথা সর্ব্বত্র গান করিতে লাগিলেন এবং লোকের ব্যবহার দেখিয়া কলিযুগের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিলেন। সহসা নীলাচল যাইবার আদেশসূচক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নারদ শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া জগতের দুঃখ প্রভুকে জানাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেব গোলোকের গৌরপ্রকোষ্ঠ বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে তথায় যাইতে বলিলেন। নারদ আদেশানুসারে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠ-নাথের নিকট গৌরগুণ শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছামত গোলোকে গৌররাজ দর্শন করিতে চলিলেন। দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অপ্রাকৃত পরম মনোহর গোলোক-রাজ্যে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট, তথায় রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে; শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণে রাধিকা এবং বামে রুক্মিণী অনুগতা সঙ্গিনীগণ সহ স্নপনযোগ্য সেবা কার্য্যে নিযুক্তা। স্নান সমাপন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নারদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপে স্বগণ সহ অবতারবিষয় বলিলেন। নারদ আনন্দিত মনে বিদায় গ্রহণ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতরণ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা মত নারদ বলরামের নিকট আসিয়া পৃথিবীতে নিত্যানন্দরূপে অবতরণ করিবার কথা জ্ঞাপন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে মহেশ ব্রাহ্মণবংশে কমলাক্ষ নামে অবতীর্ণ হইয়া পাঠফলে অদ্বৈত আচার্য্য পদবী লাভ করিলেন। তাঁহার অন্তরে সত্ত্বগুণ এবং বাহ্যে তমোগুণে প্রাকৃত ভক্ত। পরমানন্দ উপাধ্যার বা হাড়ো ওঝার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে বলরাম মাঘ শুক্লাত্রয়োদশী দিনে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কুবের পণ্ডিত নাম ধারণ করিলেন পরে তীর্থাটন কালে নিত্যানন্দ নামে অভিহিত হন। কাত্যায়নী দেবী সীতা নামে অদ্বৈতপত্নী হইলেন। অন্যান্য পার্ষদ ভক্তগণ যথাক্রমে অবতীর্ণ হইলেন। মধুমতী শ্রীনরহরিদাস

এবং মদন শ্রীরঘুনন্দন রূপে গৌরাবতারে প্রকাশিত হইলেন। ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস, গ্রন্থকার ঠাকুর লোচন দাসের গুরু। শ্রীগৌরাবতারের মহিমা এবং নিজ দৈন্য বর্ণন করিয়া সূত্রখণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

আদিখণ্ডে অদ্বৈত প্রভু জগন্নাথ মিশ্রালয়ে আগমন এবং শচীদেবীর গর্ভ বন্দনা করেন। দেবগণও গর্ভ বন্দনা করেন। দশমাস পূর্ণ হইলে ফাল্গুন পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণকালে মহাপ্রভু নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। দর্শকবৃন্দ দেবমনুষ্য সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের রূপে বিমোহিত হইলেন। জন্মমহোৎসব এবং বিশ্বম্ভর নাম করণ অন্নপ্রাশন প্রভৃতি এবং মাতার স্নেহসূচক বাক্যাবলী। শচীমাতার শূন্যগৃহে দেবতাগণের দর্শন, দেবতাবৃন্দ নিমাইকে নানাবিধ ভাবে পূজা করেন। শচীমাতা বালক নিমাইর শূন্যচরণে নূপুর শব্দ শুনিতে পান এবং জগন্নাথ মিশ্র সমীপে সমস্ত কথা কীর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে শচীমাতার সাতটী কন্যা জন্মিয়া মরিয়া যায়। নিমাইকে শচীমাতা আঁখির তারা ও অন্ধের লড়ির ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কিছু দিবস গত হইলে নিমাই বয়স্যদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া বেড়ান। বালক নিমাইর অত্যন্ত চাপল্য দর্শনে শচীমাতা তাহা নিবৃত্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করেন। চাপল্যের অধিকতর বৃদ্ধি, বালকের অশুচি প্রদেশে গমন, শুচি অশুচি সব মনোধর্ম্ম মাতাকে এই উপদেশ প্রদান করেন। জননীকে ইষ্টক প্রহার ও মাতার জন্য ক্রন্দন এবং যুগল নারিকেল আনয়ন করিয়া মাতাকে সচেতন করেন। নিমাইর কুক্কুরশাবক লইয়া ক্রীড়া; কুক্কুর দেহ ত্যাগ করিয়া গোলোকে প্রবেশ করে। নিমাইর মঙ্গল কামনায় শচীমাতা ষষ্ঠী ব্রত করিতে উদ্যত হইলে নিমাই ষষ্ঠীঠাকুরাণীর জন্য প্রস্তুত নৈবেদ্য মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেই ভোজন করেন এবং মাতাকে বলেন যে আমিই ত্রিলোকের অধীশ্বর।

যেমন তরুমূলে জলসিঞ্চন করিলে শাখা-পল্লবাদির ও সজীবতা সম্পাদিত হয় তদ্রূপ আমার পূজাতেই দেবতাবৃন্দের পূজা সম্পন্ন হয়। নিমাইর মুরারি গুপ্তের গৃহে গমন ও গুপ্তের ভোজন পাত্রে মূত্রত্যাগ পূর্ব্বক তিরস্কার। জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদি ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণভজনে উপদেশ। নিমাইকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া মুরারী গুপ্তের অনুমান, নিমাই পদে প্রণতি এবং তথা হইতে অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে গমন। মুরারি গুপ্তের আগমনে অদ্বৈত-প্রভুর হুঙ্কার ও মুরারির সমীপে শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব কথন। বয়স্যগণ সঙ্গে নিমাইর শ্রীহরিকীর্ত্তন ক্রীড়া। পণ্ডিতগণের কীর্ত্তনাকৃষ্ট হইয়া 'আপনা পাসরিয়া' কীর্ত্তনে যোগদান। বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের বিবাহ প্রস্তাবে বিশ্বরূপের সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ। শচীমাতার খেদ ও বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক সান্ত্বনা প্রদান। বিশ্বম্ভরের হাতে খড়ি, চূড়াকরণ ও কর্ণবেধ। শিশু নিমাইকে জগন্নাথ মিশ্র বালকদের সহিত খেলিতে দেখিয়া 'এই পুত্র মূর্খ হইয়া থাকিবে' বলিয়া তিরস্কার। রাত্রে স্বপ্নে দর্শন করিলেন যে শিশু নিমাই 'স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বদেব গুরু।' বিশ্বম্ভরের উপনয়ন, সুদর্শন আদি প্রধান পণ্ডিতগণের বিশ্বম্ভরকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ বলিয়া অবধারণ। নৈমিত্তিক অবতার, যুগ অবতার ও অংশ অবতার তত্ত্ব বর্ণন। দ্বাপরে যে কৃষ্ণ অবতার কলিযুগে সেই গৌরাঙ্গ অবতার। অন্যান্য যুগে অংশ অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন কিন্তু দ্বাপরে এবং এই কলিযুগে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনি রাধার কান্তি ও ভাব অঙ্গীকার করিয়া কলির জীবে হরিনাম ও প্রেম দান করিতেছেন। অতএব শ্রীচৈতন্য পূর্ণতম অবতার। বিশ্বম্ভর একাদশী তিথিতে জননীকে অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। জনৈক ব্রাহ্মণ প্রদত্ত গুবাক ভক্ষণে শ্রীচৈতন্যের অচেতন-ভাব এবং মাতার প্রতি আমি যাই দেহ প্রভৃতি কথন। মুরারি গুপ্ত কর্ত্তৃক ঐ কথার তত্ত্ব বর্ণন। বৈষ্ণব কৃষ্ণময়তত্ত্ব।

বৈষ্ণব-রেণু ত্রিভুবন পবিত্র করে ও গঙ্গা আদি তীর্থেরও পাবকস্বরূপ। জগন্নাথ মিশ্রের গঙ্গা-যাত্রা ও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি। শচী মাতা, বিশ্বম্ভর ও বন্ধুবর্গের বিলাপ, ক্রন্দন। শ্রীবিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক পিতৃযজ্ঞ সমাপন। বিষ্ণু, সুদর্শন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতবর্গের সমীপে জগদ্গুরু শ্রীবিশ্বম্ভরের বিদ্যা অধ্যয়ন। মায়ামানুষবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের লোক আচারের জন্য পঠন পাঠন। বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীবিশ্বম্ভরের শুভ বিবাহ উৎসব। লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া শ্রীবিশ্বম্ভরের সস্ত্রীক গৃহে আগমন ও কুলললনাগণের আনন্দ। লক্ষ্মীদেবীর ভাগ্যসীমা অবর্ণনীয়। একদিন শ্রীবিশ্বম্ভরের বয়স্যগণ সহ গঙ্গাতীরে গমন। শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে গঙ্গাদেবীর আনন্দোচ্ছ্বাস। গঙ্গাদেবী উচ্ছলিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের পাদস্পর্শ করেন। জনৈক গঙ্গাভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রীগৌরাঙ্গকে 'ভগবান্' বলিয়া অবধারণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশে গমন ও হরিনাম বিতরণপূর্ব্বক পদ্মাবতী তীরবাসিগণকে বৈষ্ণবকরণ। এদিকে গৃহে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি।

শচীমাতার শোক, পূর্ব্বদেশ হইতে প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীশচীমাতার শোকাপনোদনের জন্য মাতৃসমীপে লক্ষ্মীদেবীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন। শ্রীশচীমাতা প্রভুর দ্বিতীয় বার বিবাহের উদ্যোগ করেন। সনাতন পণ্ডিতের পরম রূপবতী ও গুণবতী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইল। সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বগৃহে আগমন করিলেন। নবদ্বীপে প্রভু জগতের গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীগয়াক্ষেত্রে পিতৃপিণ্ড দান করিবার জন্য শুভযাত্রা করিলেন। তথা হইতে মন্দার পর্ব্বতে গমন করেন ও বিপ্র-পাদোদক

গ্রহণ করিয়া জগৎকে দ্বিজভক্তি শিক্ষা দেন। কৃষ্ণভক্তিহীন দ্বিজপদ-বাচ্য নহে, হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল্ও মুনি-শ্রেষ্ঠ।

পুনঃপুনানদীতীরে, রাজগিরি ও ব্রহ্মকুণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন। তথা হইতে বিষ্ণুপদ-দর্শন করিতে যাইবার পথে বিশ্বম্ভরের শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নামে এক মহাভাগবত ন্যাসিবরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বম্ভর গোপীনাথ মন্ত্র গ্রহণ করেন। মন্ত্রপ্রাপ্তিমাত্র প্রভুর ব্রজের ভাবোদয়ে অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার। গয়াকৃত্য সমাধান করিয়া মধুপুরী অভি-মুখে যাত্রা। দৈববাণী শ্রবণে মধুপুরী যাত্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণন করিয়া আদিখণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার, জগাই মাধাই উদ্ধার, অবিচারে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দান, হরিনাম সংকীর্ত্তন-প্রকাশ ও সন্ন্যাস এই কয়টি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। একদিন গৌরহরি সব শিষ্যগণকে 'কৃষ্ণচরণই একমাত্র সত্য বস্তু,' হরিভক্তিই বিদ্যা, পাণ্ডিত্যে কৌলীন্যে বা ধনে কৃষ্ণ লভ্য নহেন, ভক্তিতেহ অনায়াসে লভ্য এই উপদেশ শিক্ষা দেন। প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ক্রন্দন, প্রভুর নিকট শচীমাতার কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক মাতাকে 'বৈষ্ণব প্রসাদে প্রেম পাইবে' এইরূপ কথন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবারাত্র প্রেমে বিভোর। বিভিন্ন দেশে যত নিত্য পার্ষদ গৌরাঙ্গ অনুচরগণ ছিলেন, সব আসিয়া মিলিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দেববাণী শ্রবণ ; বিশ্বম্ভর তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর, প্রেমপ্রকাশার্থে তোমার অব-তার। মুরারি গুপ্তের গৃহে মহাপ্রভুর বরাহ আবেশ। মুরারিকে মহাপ্রভুর ভগবত্তত্ত্ব কথন ; বৃষভানুসুতাসহ দ্বিভুজমুরলীধরই সেব্য ; নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গছটা মাত্র। শ্রীবাসভবনে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহরিনামতত্ত্ব কথন। সেই রাধাকৃষ্ণ পাইবার কলিতে একমাত্র উপায় হরিনাম। নামী হইতে

অভিন্ন নাম ব্যতীত অন্য দেবপূজকের গতি নাই। শ্রীমহাপ্রভুর নিজ ভবনে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। মহাপ্রভুর প্রসাদে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রেমপ্রাপ্তি। শ্রীগদাধরের গলে আপন অঙ্গমালা প্রদান। গদাধরের প্রেমলাভ ও তৎকর্ত্তৃক মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা। একদিন মহাপ্রভু আম্রবীজ রোপণ করেন; অল্প সময়ের মধ্যেই অঙ্কুর, বৃক্ষ ও ফল পরে বৃক্ষের অন্তর্দ্ধান হইল। ইহা দ্বারা মহাপ্রভু নিজ মায়া দেখাইলেন। সংসারের মায়া ঠিক এইরূপ। মায়া জয় করিবার উপায় সমস্ত কার্য্য ভগবদুদ্দেশে করা। মুকুন্দ দত্তকে গৌরসুন্দরের চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ তত্ত্ব— 'কৃষ্ণের প্রকাশই নারায়ণ,' নারায়ণ হইতে কৃষ্ণ এই কথা বলে না। মুরারি গুপ্তকে অধ্যাত্মচর্চ্চা ছাড়িয়া হরিগুণ-সংকীর্ত্তন করিবার জন্য মহাপ্রভুর আদেশ। শ্রীবাস পণ্ডিত ও তদনুজ শ্রীরাম উভয়েই মহাপ্রভুর পরম প্রীতি ভাজন। 'শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি মায়িক' এই কথা শ্রবণে শিষ্যবর্গ সহিত মহাপ্রভুর সচেল গঙ্গাস্নান। শ্রীগৌরসুন্দরের সপরিবারে অদ্বৈত প্রভু দর্শনে গমন। শ্রীমহাপ্রভুর ও অদ্বৈত প্রভুর পরস্পর দণ্ড পরণাম। অদ্বৈত প্রভুর পাষণ্ডী-গণের প্রতি রোষ। পাষণ্ডীগণ বলে যে কলিতে ভক্তি নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরই মূর্ত্তিমন্ত ভক্তি। মহাপ্রভুর অদ্বৈত গৃহে ভোজন ও অদ্বৈতের গণ দিগকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য। অদ্বৈত আচার্য্যের নবদ্বীপে আগমন। অদ্বৈতের জন্যই গৌরসুন্দরের ধরায় আগমন। অদ্বৈত, মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। অদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অবতার। জ্ঞানকর্ম্ম উপেক্ষা না করিলে কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য নহে। শ্রীবাসকে প্রভু তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলেন। শ্রীভক্তির আবাস বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীবাস। প্রভুর নিদেশে মুরারি গুপ্তের স্ব রচিত রঘুবীরাষ্টক পঠন এবং মুরারির রামনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ললাটে প্রভু কর্ত্তৃক রামদাস নাম লিখন ও সীতারাম মূর্ত্তি প্রদর্শন। যদ্যপি তোমার

ইষ্ট রঘুনাথ তথাপি সংকীর্ত্তনে রাধাকৃষ্ণ নাম গান কর মুরারিকে এই উপদেশ। 'অগ্রজ শ্রীনিবাসের সেবায় ভগবৎপ্রীতি হইবে' শ্রীবাসের অনুজ রামদাসকে এই উপদেশ। নন্দন আচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ দর্শনে গমন। ভক্তগণে নিত্যানন্দ মহিমা কথন। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া যান এবং শচীকে নিজপুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতে বলেন। শ্রীবাসভবনে মহাপ্রভুর আগমন ও নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ মূর্ত্তিপ্রদর্শন। একদিন রাত্রিতে মহাপ্রভুর বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্ন দর্শন করিয়া ক্রন্দন। নিত্যানন্দের আগমন, মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ দ্বিভুজমূর্ত্তি দর্শন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে শ্রীবাসাদি ভক্ত চতুষ্টয়ের নিত্যানন্দকে লইয়া অদ্বৈত গৃহে আগমন। অদ্বৈত আচার্য্যের শ্রীমহাপ্রভুর পূজা। হরিদাসের আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলন। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক হরিদাসের অঙ্গে চন্দন লেপন ও প্রসাদি মালা ও মহাপ্রসাদ দান। মহাপ্রভুর নিকট হইতে নিত্যানন্দের বিদায় গ্রহণ। নিত্যানন্দের কৌপীন ভিক্ষা করিয়া লইয়া শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ভক্তগণকে দেন। ভক্তগণ সেই কৌপীন প্রসাদ মস্তকে বন্ধন করিলেন। ভক্তমণ্ডলী মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীবাসের হস্ত ধরিয়া গৌরসুন্দরের অন্তর্ধান; নবদ্বীপবাসীর বিলাপ এবং পুনর্ব্বার আবির্ভাবে আনন্দ। একদিন সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভু সকল ভক্তগণের অঙ্গের বস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। অবধূত নিত্যানন্দের আগমনে ভক্তগণের সহিত গৌরসুন্দরের আনন্দ নৃত্য। মহাপ্রভুর নির্দেশে ভক্তগণের অবধূতের চরণজল মস্তকে ধারণ। অদ্বৈত আচার্য্য, হরিদাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গের নিকট মহাপ্রভু নিভৃতে দেশে দেশে ঘরে ঘরে নাম সংকীর্ত্তন প্রচার, কৃষ্ণপ্রেম দান, ব্রজের রস আস্বাদন করিবার ও করাইবার জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা ব্যক্ত করিয়া বলেন। নিজ ভক্তগণকে

ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারের আদেশ দিলে ভক্তগণ জগাই মাধাই দুরন্ত, মহাপাপী, হরিবৈষ্ণববিদ্বেষী ব্রাহ্মণদ্বয়ের নাম উল্লেখ করেন। মহাপ্রভু বলিলেন তাহাদিগকে আমি সংকীর্ত্তন দ্বারা উদ্ধার করিব। মহাপ্রভু ভক্ত-গণসহ নগরকীর্ত্তনে বহির্গত হইলে জগাই মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে কলসীর কাণা নিক্ষেপ করিলেন। দর দর ধারায় রক্ত বহিতে লাগিল। গৌরহরি ক্রোধে সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করিলেন কিন্তু নিত্যানন্দ পতিত-পাবন অবতারে অস্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ বলিয়া জানাইলেন, জগাই মাধাইর মন দ্রব হইয়া গেল। তাহারা মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া নিজ নিজ পাপকার্য্যের কথা ব্যক্ত করিলে গৌরসুন্দর 'আমি তোমাদের পাপ পরিগ্রহ করিব' এরূপ করুণাবাণী বলিলেন ও তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী সপুত্র বনমালী ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুর নিকট আগমন, গৌরাঙ্গ প্রসাদে প্রেম লাভ এবং মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে দর্শন। শ্রীবাস ভবনে সহস্র নাম শ্রবণে মহাপ্রভুর নৃসিংহ আবেশ। শিবের গায়কের স্কন্ধে গৌরহরির আরোহণ ও শিবের আবেশে নৃত্য। জনৈক ব্রাহ্মণী পদধূলি গ্রহণ করায় মহাপ্রভুর বিষাদ ও গঙ্গায় ঝম্প দান। নিত্যানন্দ প্রভু জল হইতে উত্তো-লন করেন। শ্রীবাস ভবনে ভক্তগণ সম্মুখে প্রভু অন্তরের কথা বলেন— 'কৃষ্ণভজন' বিনা দেহ, গেহ, মাতা, পিতা, কলত্রাদি সবই মিথ্যা, আমি কৃষ্ণভজন জন্য দেশান্তর যাইব। লোকশিক্ষা দিবার জন্য সপার্ষদে প্রভুর দেবালয় মার্জ্জনা। জনৈক কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তি মহাপ্রভুকে তাহার ব্যাধিবিমোচন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু 'তোমার বৈষ্ণব-নিন্দাহেতু এ রোগ হইয়াছে। তুমি শ্রীবাসের চরণে অপরাধী ; আমি বৈষ্ণব-নিন্দককে কখনই ক্ষমা করিব না এরূপ বলেন। পরে শ্রীবাসের অনুরোধে তাহার কুষ্ঠব্যাধি বিমোচন ও হরিনাম-প্রেমদান করেন। মহা-

প্রভুর প্রতি জনৈক ব্রাহ্মণের 'তুমি সংসারের বাহির হইবে' বলিয়া অভিশাপ প্রদান। মহাপ্রভুর সেই অভিশাপ বর বলিয়া গ্রহণ। পরে অনুতপ্ত ব্রাহ্মণকে প্রেমদান। মহাপ্রভুর বলরাম আবেশ। ভক্তগণের নিকট গৌরসুন্দরের কীর্ত্তনযজ্ঞের প্রাধান্য কথন। চন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীগৌর-সুন্দরের গোপিকাবেশে নৃত্য। শ্রীবাসের নারদ আবেশ। কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তন 'মুক্তিপ্রদ'—গৌরসুন্দর সন্নিধানে শ্রীনিবাসের প্রশ্ন। শ্রীগৌরসুন্দরের উত্তর 'কলিতে দুর্ব্বল জীবের নিকট নামা নামরূপে অবতার'। শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ ভাব—কোথায় গেলে নন্দনন্দনকে পাইব! মুরারি প্রভুকে সান্ত্বনা দেন। গৌরসুন্দর নিজ ভক্তসন্নিধানে স্বপ্নবৃত্তান্ত ও স্বপ্নে সন্ন্যাস মন্ত্র প্রাপ্তির কথা বলেন। নবদ্বীপে ন্যাসিবর কেশব ভারতীর আগমন। তাঁহার সহিত গৌরাঙ্গের মিলন ও তৎসমীপে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা। শ্রীবাসভবনে ভারতীর ভিক্ষা ও প্রস্থান। শ্রীগৌরসুন্দরের ব্যাকুলতা ও সন্ন্যাস করণে দৃঢ়সংকল্প। ভক্তগণের চিন্তা, মুকুন্দ প্রভুকে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণভজনই মনুষ্য জীবনের সাফল্য যাহারা কৃষ্ণভজনের সাহায্য করেন তাহারাই প্রকৃত পিতা, মাতা গুরু, বন্ধু; গৌরসুন্দর ভক্তগণকে এই উপদেশ দিলেন। জগতের হিতের জন্য গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের চেষ্টা। সন্ন্যাস গ্রহণ কথা শুনিয়া শচীমাতার বিলাপ। ধ্রুবচরিত্র' শচীমাতাকে প্রবোধ দানচ্ছলে গৌরসুন্দরের উপদেশ—দুর্ল্লভ ও অনিত্য ও জনমের উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবা। পুত্র-স্নেহত্যাগ করিয়া হরিভজনই কর্ত্তব্য। জড়ীয় অর্থাদি নশ্বর, কৃষ্ণপ্রেমই অবিনাশী। শচীমাতার গৌরসুন্দরের প্রতি কৃষ্ণবুদ্ধি ও সন্ন্যাসকরণে অনুমতি দান। অনুরাগসহ আমাকে দেখিতে চাহিলেই দেখিতে পাইবে, জননীর প্রতি গৌরাঙ্গের এই সান্ত্বনা বাক্য।

সন্ন্যাসের কথা শ্রবণে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ গৌরসুন্দরের বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা—জগতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতিত সব মিথ্যা, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পতি আর সব প্রকৃতি, দেহধারণের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ ভজন; বিষ্ণুপ্রিয়া নামের সার্থকতা কর, প্রভৃতি উপদেশ প্রদান। বিষ্ণুপ্রিয়াকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন, আমি যেথাই যাই না কেন "তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ নাই" এই সান্ত্বনা বাক্য। নদীয়া নগরে শোকপ্রবাহ। আমি নিরন্তর তোমার ঘরে থাকিব, বলিয়া শ্রীনিবাসকে সান্ত্বনা দান। মুরারিকে অদ্বৈতপ্রভুর নিয়ত সেবা করিবার আদেশ। গদাধর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ। বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের রজনী বিলাস, নানাবিধ উপায়ে ভুলাইবার চেষ্টা। প্রভাতে গঙ্গাসন্তরণে পার হইয়া কাঞ্চননগরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যাত্রা। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ও সমগ্র নদীয়াবাসীর শোক। কেশব ভারতী নিকট গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস প্রার্থনা, "এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস দিতে আমার দুঃখ হয়" ভারতীর এই উক্তি। নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখরাদি ভক্তগণের কাঞ্চননগরে উপস্থিতি। এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসে অধিকার নাই বলিয়া ভারতীর প্রত্যাখ্যান। গৌর-সুন্দরের আকুল প্রার্থনা মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ ও অনিত্য। মহাপ্রভুর প্রার্থনা শ্রবণে ভারতীর চিন্তা, নবদ্বীপে যাইয়া জননী ও সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ কিন্তু পরে সন্ন্যাস দিতে সম্মতি। তুমি জগতের গুরু তোমার গুরু আমি কি প্রকারে হইব, মহাপ্রভুর প্রতি ভারতীর এই বাক্য। ভারতীর কর্ণে মহাপ্রভুর স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র কথন, প্রভুর আনন্দ, কাঞ্চন নগরে স্ত্রীপুরুষের সন্ন্যাস দর্শনে ক্রন্দন। প্রভুর মস্তক মুণ্ডনে নাপিতের ভীতি ও শোক। নাপিতের প্রতি প্রভুর আশীর্ব্বাদ। শুভ মকর সংক্রান্তি দিনে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ। কৃষ্ণচৈতন্য এই নাম রাখা হউক,

বলিয়া দৈববাণী। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া সকলকে কৃষ্ণনামে চৈতন্য করিলেন—এই জন্য কৃষ্ণচৈতন্য নাম। প্রভুর দণ্ড গ্রহণ। নীলাচলগমনের জন্য ভারতীর নিকট হইতে অনুমতি-গ্রহণ। মহাপ্রভুর রাঢ়দেশে গমন। কাহারও মুখে কৃষ্ণনাম না শুনিয়া খেদ। হঠাৎ কোনও রাখালের মুখে হরিধ্বনি শুনিয়া আনন্দ। চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে মহাপ্রভুর বিদায় দান। আচার্য্যের নবদ্বীপে আগমন। তাঁহাকে দেখিয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ। গৌরসুন্দরের আদেশে নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন এবং শোকসন্তপ্তা শচীদেবী প্রভৃতিকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে আগমন। প্রভুর সহিত পুনর্ম্মিলনে সকলের মহানন্দ। অদ্বৈত প্রভু গৌরসুন্দরের পদ প্রক্ষালন করেন এবং সকলে সেই পাদোদক পান করেন। অদ্বৈতগৃহে প্রভুর ভিক্ষা এবং রাত্রিদিন সংকীর্ত্তন। মহাপ্রভুর সকলকে বিদায় দান। সকলকেই নির্ম্মৎসর হইয়া অহর্নিশ হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দিলেন। হরিদাস, শ্রীনিবাস, মুরারি ও মুকুন্দ প্রভৃতি গৌরসুন্দরের নিকট তাঁহাদের মর্ম্মবেদনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন, 'আমি কখনই কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর হইব না, আমি নীলাচলে থাকিব, তোমরা তথায় সর্ব্বদা আসিবে যাইবে ও আমার দেখা পাইবে, হরিসংকীর্ত্তনে সমস্ত দেশ ভাসিবে, কাহারও হৃদয়ে শোক থাকিবে না, কি বিষ্ণুপ্রিয়া কি শচীমাতা যিনি কৃষ্ণভজন করিবেন, আমি তাঁহার নিকটই আছি।' জননীকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহাকে বাক্যকৌশলে প্রবোধ দান করিয়া গৌরসুন্দরের তথা হইতে প্রস্থান। মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অদ্বৈতের গমন ও তাঁহাকে আত্মদুঃখ নিবেদন। গৌরের নীলাচল অভিমুখে ও ভক্তবৃন্দের নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন। গদাধর, নিত্যানন্দ এবং নরহরি আদি ভক্তবৃন্দের মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান। প্রেমোন্মত্ত গৌরসুন্দরের সারানিশা জাগরণপূর্ব্বক হরিনাম ও 'রামরাঘব' শ্লোক পাঠ। অত্যাচারী

দানীর হস্ত হইতে জগন্নাথ যাত্রীদের উদ্ধার, দানীর শরণাগতি ও তাহার প্রতি গৌরের কৃপা। নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ড ভঞ্জন। মহাপ্রভুর তমোলুকে (তাম্রলিপ্তে) গমন। পরে রেমুণায় যাইয়া গোপাল দর্শন, গোপালের ইতিবৃত্ত। বৈতরণী নদীতীরে যাইয়া স্নানাদি করিলেন, তৎপর যাজপুরে গমন। বিরজা দেবীর নিকট কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা। নাভিগয়ায় পিতৃপিণ্ডদান ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান। জনৈক দানীর দ্বারা লাঞ্ছিত করাইয়া মুকুন্দের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষাদণ্ড ; উক্ত দানী রাত্রে স্বপ্নে গৌরসুন্দরের মাহাত্ম্য অবগত হইলে তাঁহার শরণাগত হন। ভুবনেশ্বর বা একাম্রক গ্রামে আগমন তথায় শিবদর্শন, শিবস্তোত্র পাঠ, ও শিবমহাপ্রসাদ ভোজন। বিন্দুসরোবরে স্নান সমাপন ; অন্যত্র গমন। পণ্ডিত দামোদর মুরারিকে মহাপ্রভুর শিব-নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুরারি বলিলেন যে শিবকে যিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া পূজা করেন, শিব তাহার হস্তে ভোজন করেন। সেই প্রসাদ খাইলে বন্ধন বিমোচন হয়। বিশেষতঃ এস্থানে শিব তদীয় ইষ্ট শ্রীভগবানের আতিথ্য করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কপোতেশ্বর দর্শন ভার্গবী নদীতে স্নান। জগন্নাথমন্দির দর্শন। মন্দিরের উপরে শ্যামবর্ণ বালক দেখিতে পাইয়া প্রভুর প্রেমাবেশ। মহাপ্রভুর মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান, যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শনে গমন এবং ঘন ঘন জগন্নাথের দর্শন ও উদ্ভট প্রেম প্রকাশ। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে মহাপ্রভুর আগমন। মহাপ্রভুর যাবতীয় লক্ষণ দর্শনে সার্ব্বভৌম গৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্থির করিলেন। মহাপ্রভুর জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনে প্রেমোচ্ছ্বাস। ভক্তগণের প্রেমোন্মত্ত গৌরসুন্দকে লইয়া সার্ব্বভৌম-গৃহে আগমন ও নর্ত্তনকীর্ত্তন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করিতে নিমন্ত্রণ করেন ও ভক্তগণ সহ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ-সম্মান ও

মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। গৌরসুন্দরের প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন ও প্রেমোচ্ছ্বাস। তরুণ বয়সে সন্ন্যাস কর্ত্তব্য নহে, সন্ন্যাসীর কীর্ত্তন নর্ত্তন অনুচিত, কেবল বেদান্ত-পাঠই সন্ন্যাসীর কৃত্য,—গৌরসুন্দরের প্রতি সার্ব্বভৌমের উপদেশ। প্রভু, কৃষ্ণপাদাশ্রয়ই বেদান্তের নিগূঢ় রহস্য, সার্ব্বভৌমকে বলিলেন। সার্ব্বভৌমের নিকট ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি-প্রকাশ, সার্ব্বভৌমের ভগবদ্ বুদ্ধি ও গৌরসুন্দরের প্রতি সহস্রস্তবপাঠ। এই স্তবই চৈতন্যসহস্র নাম নামে বিদিত। এই গ্রন্থরচনায় মুরারিগুপ্ত-রচিত সংস্কৃতশ্লোকনিবদ্ধ চৈতন্যচরিতই অবলম্বন। মধ্যখণ্ড সমাপ্ত।

শেষ খণ্ডে মহাপ্রভুর সেতুবন্ধ দর্শনে যাত্রা। কূর্ম্মনামক গ্রামে কূর্ম্ম ও বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ। তাহাদিগকে নামকীর্ত্তনের উপদেশ। কলিকালে সংকীর্ত্তনই এক মাত্র ধর্ম্ম। জীয়ড় নৃসিংহ দর্শন ও নৃসিংহের ইতিবৃত্ত। অতঃপর গোদাবরীতীরে কাঞ্চীনগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কাঞ্চীনগরের রাজবাটিতে প্রবেশ। রামানন্দ রায়ের ধ্যানযোগে গৌরমূর্ত্তি দর্শন। রামানন্দ রায়ের সহিত গৌরসুন্দরের মিলন। গোদাবরী হইয়া পঞ্চবটীতে প্রবেশ। কাবেরীর কূলে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন। তথায় ত্রিমল্ল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ ভট্টের মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া ধারণা। ভট্টভবনে চাতুর্ম্মাস্য পালন। অতঃ পর পথে যাইতে পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ। কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রকাশার্থে কৃষ্ণরূপেতে অবতীর্ণ হইবেন, মাধবেন্দ্রপুরীর এই ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করিয়া পরমানন্দপুরীর মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া অবধারণ। মহাপ্রভুর সপ্ততাল বিমোচন। সেতুবন্ধে আগমন ও রামেশ্বর দর্শন এবং গোদাবরীতীর্থে চাতুর্ম্মাস্য-পালন। ওড্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন। আলালনাথে আসিয়া বিষ্ণুদাস উড়িয়াকে কৃপা বিতরণ। পুরুষোত্তমে ভক্তগণ সহ কীর্ত্তনবিলাস

ও তথায় অবস্থান। হঠাৎ প্রভুর মথুরায় যাইতে ইচ্ছা হইল। প্রভু ঝারিখণ্ডপথে পশুপক্ষীবৃক্ষাদিকে প্রেমে মাতাইয়া অনুরাগভরে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বারাণসী আসিয়া পৌছিলেন। তথায় বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত মিলন হইল। তাহাদিগকে প্রভু শক্তি সঞ্চার করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু আগ্রার নিকট যমুনা পার হইয়া পরশুরামের আবির্ভাবভূমি রেণুক গ্রাম দর্শন করিলেন। রাজগ্রামে যাইয়া গোকুল দর্শনে মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস। মধুপুর দর্শনে মহাপ্রভুর মাথুর-বিরহভাবে মূর্চ্ছা। কৃষ্ণদাস নামে জনৈক দ্বিজের সহিত সাক্ষাৎ। তাহাকে শক্তিসঞ্চার এবং উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত মথুরামণ্ডল পরিভ্রমণ। ব্রাহ্মণের মুখে মথুরামণ্ডলের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত শ্রবণ। মথুরামণ্ডলবাসী যত লোক মহাপ্রভুকে দেখিয়া এই সেই কৃষ্ণ, এরূপ অবধারণ। গৌরচন্দ্রের নীলাচলাভিমুখে পুনর্যাত্রা। সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া গৌরসুন্দরের একাকী অরণ্যে প্রবেশ এবং ঘোলবিক্রেতা গোপবালকের এককলসি ঘোল পান। গোপবালকের শূন্য কলসী রত্নে পরিপূর্ণ ও গোপবালকের প্রতি গৌরচন্দ্রের প্রসাদ। প্রভুর গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন। গঙ্গাস্নান করিয়া রাঢ়দেশে গিয়া গৌরাঙ্গের কুলিয়ায় আগমন। প্রভুর আগমনে নদীয়াবাসীর আনন্দ। শচীমাতার আর্ত্তি, শচীমাতার অনুরোধ প্রভুর নবদ্বীপে গমন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভিক্ষা। জননার প্রতি সংসার না ভজিয়া কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ। তথা হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে গমন। পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন। রাজা প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর প্রথমে সন্ন্যাসী রাজদর্শন নিষেধ, এই বলিয়া দর্শন দিতে আপত্তি কিন্তু পরে রাজার ব্যাকুলতার অতিশয্য ও ভক্তগণের অনুরোধে রাজার প্রতি প্রভুর প্রসন্নতা, প্রতাপরুদ্রের নিকট ষড়ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ। তদ্দর্শনে রাজার

বিহ্বলতা, রাজার প্রতি উপদেশ। রাম নামক দরিদ্র দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের চরিত্র। দারিদ্র্যনাশের জন্য জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা। সপ্তদিন উপবাস। জলে প্রাণ ত্যাগ করিবার জন্য সমুদ্রতীরে গমন ও বিভীষণের সাক্ষাৎলাভ। বিভীষণের সহিত মহাপ্রভুর নিকট গমন। বিভীষণকে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা-মোচন করিতে আদেশ করেন। পথে যাইতে যাইতে বিভীষণের মুখে শ্রীচৈতন্যের মহিমা-শ্রবণে ব্রাহ্মণের প্রত্যাবর্ত্তন এবং মহাপ্রভুর নিকট, 'আমি বড় হতভাগ্য, নিজকর্ম্মদোষে দরিদ্র হইয়াছি, বিকারী রোগী হইয়া পুনরায় কুপথ্য গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছি, তুমি ধন্বন্তরি, আমাকে বুঝিয়া ঔষধ ব্যবস্থা কর' এই বলিয়া কাতরোক্তি, মহাপ্রভুর বিপ্রকে বর দান। প্রার্থিত হইয়া পুরী গোস্বামী ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট শ্রীচৈতন্যের বিপ্রের বৃত্তান্ত বর্ণন। গ্রন্থকারের বৈদ্যকুলে জন্ম, নিবাস কোগ্রাম, পিতা কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী, মাতৃকুল-পিতৃকুলের পরিচয়, নরহরি দাসই গ্রন্থকারের প্রেমভক্তিদাতা, তাঁহার প্রসাদে গ্রন্থের প্রকাশ বর্ণন করিয়া শেষ খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

বটতলার মুদ্রিত সংস্করণসমূহ ব্যতীত বঙ্গবাসী প্রেস হইতে এই গ্রন্থের একটী সংস্করণ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহরম্পুর শ্রীরাধারমণ যন্ত্র হইতে ইহার অপর একটী সংস্করণ বঙ্গাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত জ্ঞানে ফুটনোটে মুদ্রিত হইয়াছে। আবার অনেক প্রক্ষিপ্তাংশকে গ্রন্থভ্রমে মূল-স্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। লোকের পারদর্শিতা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং উপযুক্ত সংস্করণের অভাবে সম্প্রতি এই গ্রন্থগুলিই ভক্তের কার্য্যে লাগিতেছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে

সূত্রখণ্ডে ১৫২৬, আদি খণ্ডে ২৯৬২, মধ্য খণ্ডে ৪৭২৬, এবং শেষ খণ্ডে ১৫১৬ ছত্র মূল বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক বিচারে গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হৃদয়দেশে অত্যুচ্চস্থান না পাইলেও অন্যান্য প্রকারে দেখিতে গেলে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের স্থান নিতান্ত ন্যূন নহে। গৌরনাগরী নামক উপসম্প্রদায়ের আধস্তনিক অনেকেই এই গ্রন্থখানিকে গৌরনাগরী উপাসনার মূল আকর গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ উপসম্প্রদায়ের পোষকতায় কোন কথা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর মহাশয় লিপিবদ্ধ করেন নাই। পরবর্ত্তী প্রাকৃত গৌরভজা সম্প্রদায়ই প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া বিষয়টীকে প্রাকৃত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

ছত্র ঃ—সূক্ষ্ম শলাকাসমূহ নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে পুষ্প গাঁথিয়া স্বর্ণযূথী পুষ্পে বিচিত্র দণ্ড নির্ম্মাণ করিলে ছত্র রচিত হয়।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৬ শ্লোক

ক্লিপ্তসূক্ষ্মশলাকালিপর্য্যাপ্তৈঃ কুসুমৈঃ কৃতং।
স্বর্ণযূথীচিত্রছত্রদণ্ডং ছত্রমিতীর্য্যতে॥

অর্থভেদে—আতপত্র (অমর) ছায়ামিত্র, পটোটজ (শব্দরত্নাবলী) আতপবারণ (জটাধর)।

ডঙ্কা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী যশোদামাতা 'পাটলার' ন্যায় বৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক—

"ডামণী ডামরী ডুম্বী ডঙ্কা মাতামহীসমাঃ।"

ডামণী ঃ—কৃষ্ণমাতামহী 'পাটলা'র সমবয়সী বৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক—

"ডামণী ডামরী ডুম্বী ডঙ্কা মাতামহী সমাঃ।"

ডামরী ঃ—কৃষ্ণের মাতামহীতুল্যা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক—

"ডামণী ডামরী ডুম্বী ডঙ্কা মাতামহীসমাঃ।"

ডিণ্ডিমা ঃ—কৃষ্ণের মাতামহী 'পাটলা'র ন্যায় বৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক—

ধ্বাঙ্করুণ্টা হাণ্ডী তৃণ্ডী ডিণ্ডিমা মঞ্জুবাণিকা।"

ডুম্বী ঃ—কৃষ্ণের মতামহী পাটালা-সদৃশী গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৫৫ শ্লোক—

"ডামণী ডামরী ডুম্বী ডঙ্কা মাতামহীসমাঃ।"

তত্ত্বদীপ ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্য-বিরচিত নিবন্ধ গ্রন্থ। এই নিবন্ধে তিনটী প্রকরণ আছে। প্রথম প্রকরণটী গীতাশাস্ত্রার্থ-কথন, দ্বিতীয়টি সর্ব্ব-নির্ণয়-কথন এবং তৃতীয়টী ভাগবতার্থ-প্রকরণ। প্রথম প্রকরণের মধ্যে কোন বিভাগ দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় প্রকরণে প্রমাণ-প্রকরণ, প্রমেয় প্রকরণ, ফল-প্রকরণ, সাররূপ ভক্তি-প্রকরণ, এবং সাধন-প্রকরণ আছে। এই এই গ্রন্থের দুইটী প্রকরণ, ভৃগুকচ্ছনিবাসী গণপতিরাম শাস্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র মগনলাল শর্ম্মা এম্ এ মহাশয় ১৮২৫ শকাব্দে সটীক গীতার সহিত বোম্বাই গুজরাতী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

তত্ত্ব-দীপিকা ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্যবংশীয় দেবকানন্দননন্দন-পুত্র শ্রীবল্লভ নামক অধস্তন-লিখিত গীতার সমগ্র টীকা। ইহাই বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রাচীন গীতাভাষ্য। বল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিঠ্ঠল। বিঠ্ঠলের পঞ্চম পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পৌত্র এই শ্রীবল্লভ মহারাজ। তিনি ১৫৩৮ শকাব্দায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত আরো অনেক-

গুলি গ্রন্থ আছে। বোম্বাই গুজরাতী মুদ্রাযন্ত্রে এই গীতার টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। টীকাকারের আদিম শ্লোক :—

যদঙ্ঘ্রিপোতশরণস্তীর্ত্বা মোহাম্বুধিং নরঃ।
স্বাত্মধর্ম্মমুপৈত্যাশু তং বন্দে পুরুষোত্তমম্॥

টীকার শেষ শ্লোক :—

শ্রীবল্লভবিভুচরণাম্বুজযুগবিরসদ্রজঃ সনাথেন।
কৃতয়া তুষ্যতু রময়া সহ হরিরনয়া সতত্ত্বদীপিকয়া॥

তত্ত্ব-প্রদীপিকা :—বেদান্তের মাধ্বভাষ্য বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের একটী বিষদা টীকা। আঙ্গিরস-গোত্রীয় লিকুচা-বংশোদ্ভূত সুব্রহ্মণ্য অপর নাম পণ্ডিত গুরুর পুত্র কবিকুলতিলক ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্য-বিরচিত। তিনি পয়ঃস্বিনী নদীর উত্তরাংশে কাষারগড় তালুকের বিষ্ণুমঙ্গল গ্রামের অল্প উত্তরে কব্বু মঠে বাস করিতেন। গুরু পূর্ণপ্রজ্ঞের আদেশানুসারে তাঁহার রচিত সংক্ষিপ্ত গম্ভীর ভাষ্যের এই টীকা রচনা করেন। এই টীকার বহুল আদর শ্রীজয়তীর্থ মুনির তত্ত্বপ্রকাশিকা-প্রচারের পূর্ব্বে ছিল। এখনও টীকাটী পণ্ডিতগণের বহু মাননীয়। ত্রিবিক্রমের অনুরোধক্রমেই মধ্বমুনি পদ্যে স্বীয় পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন-ভাষ্যের চতুরধ্যায়ী অনুব্যাখ্যান নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রদীপিকা টীকা দ্বারা ভাষ্যের ব্যাখ্যা হইলেও মধ্বের স্বলিখিত অনুব্যাখ্যানের আবশ্যকতা হইয়াছিল।

তমঃ :—বদ্ধজীবের অপ্রকাশকে তমঃ বলে।

ভাগবত ৩।১২।২ শ্লোক :—

মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ।

টীকায় শ্রীধর :—তমো নাম স্বরূপাপ্রকাশঃ॥

চক্রবর্ত্তী :—জীবস্য স্বরূপাপ্রকাশঃ।

বিষ্ণুপুরাণে ঃ—তমোঽবিবেকে মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ।

অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।

ইহা পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার অন্যতম। মুক্তজীবের মধ্যে এই অজ্ঞানবৃত্তির স্থান নাই। অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধজীবই নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে না।

ভা ৩।২০।১৮ শ্লোক ঃ—

সসর্জ্জচ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমোমোহো মহাতমঃ॥

তরঙ্গাক্ষী ঃ—শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপললনা। কৃষ্ণগণো-দ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক ঃ—

"তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা।"

তরলিকা ঃ—শ্রীকৃষ্ণের মাতৃসদৃশী গোপাঙ্গনা। কৃষ্ণগণো-দ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক ঃ—

"তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা।"

তহুরী ঃ—কৃষ্ণপিতামহী 'বরীয়সী'র ন্যায় প্রাচীনা গোপী। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৫৩ শ্লোক ঃ—

"বৃদ্ধাঃ পিতামহীতুল্যাঃ শিলাভেরী শিখাম্বরা।

ভারুণী তহুরী ভঙ্গী ভারশাখা শিখাদয়ঃ।"

তামিস্র ঃ—ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত হইলেই অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধজীবের যে ক্রোধ হয়, তাহাই তামিস্র।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১২।২ শ্লোক ঃ—

সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।

মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ।

টীকায় শ্রীধর লিখিতেছেন—তামিস্রঃ প্রতিঘাতে ক্রোধঃ। টীকায় বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—ভোগপ্রতিঘাতে সত্যান্তঃকরণধর্ম্মস্য ক্রোধস্য স্বীকারঃ।

বিষ্ণুপুরাণে ঃ—

মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

ইহা পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার অন্যতম। মুক্তজীবের মধ্যে এই অবিদ্যার স্থান নাই। অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধজীবই ক্রুদ্ধ হন।

ভা ৩।২০।১৮ শ্লোক ঃ—

সসর্জ্জচ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ॥

নরক-বিশেষার্থে ভা ৫।২৬।৭-৮ শ্লোক ঃ—

তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবেত্যাদি। * * কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমেত্যাদি সূচীমুখমিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ।

তত্র যস্তু পরবিত্তাপত্যকলত্রাণ্যপহরতি স হি কালপাশবদ্ধো যমপুরুষৈরতিভয়ানকৈস্তামিস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে। অনশনানিপানদণ্ডতাড়নসন্তর্জ্জনাদিভির্যাতনাভির্যাত্যমানো জন্তুর্যত্র কশ্মলমাসাদিত একদৈব মূর্চ্ছামুপযাতি তামিস্রপ্রায়ে।

তালী ঃ—কৃষ্ণের মাতৃসদৃশী গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক ঃ—

"বৎসলা কুশলা তালী মেদুরা মসৃণা কৃপী।"

তীলাট ঃ—কৃষ্ণের মাতামহ 'সুমুখ'তুল্য বৃদ্ধ ও তাঁহার বন্ধু গোপবিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫২ শ্লোক ঃ—

"কিলান্তকেল তীলাট কৃপীট পুরটাদয়ঃ।"

তুষ্টি ঃ—কৃষ্ণমাতা যশোদার তুল্যা গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬২ শ্লোক ঃ—

"পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী সুতুণ্ডা তুষ্টিরঞ্জনা।"

অর্থভেদে—মাতৃকাবিশেষ, প্রাপ্তিফল ব্যতীত অন্যত্র তুচ্ছত্ববুদ্ধি (চণ্ডীটীকায় নাগোজি ভট্ট), তোষ ভা ১১।২।৪২ শ্লোক ঃ—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃক্ষুদপায়োঽনুঘাসং॥

তুণ্ডী ঃ—কৃষ্ণের মাতামহী 'পাটলা'তুল্যা বয়োবৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক ঃ—

"ধ্বাঙ্করুণ্টী হাণ্ডী তুণ্ডী ডিণ্ডিমা মঞ্জুবাণিকা।"

দণ্ডী ঃ—গোপরাজ নন্দের সমবয়স্ক ও কৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক ঃ—

"পাটরদণ্ডিকেদারাঃ সৌরভেয় কলাঙ্কুরাঃ।"

কেহ কেহ কৃষ্ণপিতৃব্য-উপনন্দ-তনয় দণ্ডবের অপর নাম দণ্ডী বলেন।

অর্থভেদে—জিনবিশেষ (ত্রিকাণ্ডশেষ), দমনক বৃক্ষ (রাজনির্ঘণ্ট), যম, দ্বাঃস্থ, দণ্ডযুক্ত (হেমচন্দ্র), একদণ্ডী বা চতুর্থাশ্রমী।

ধমনী ঃ—কৃষ্ণমাতৃতুল্যা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক ঃ—

"শাবরা হিঙ্গুলী নীতি কোপনা ধমনী ধরা।"

অর্থভেদে—নাড়ী, হট্টবিলাসিনী (অমর), হরিদ্রা, গ্রীবা (হেমচন্দ্র), পৃশ্নিপর্ণী (রাজনির্ঘণ্ট), নলিকা (ভাবপ্রকাশ)

ধরা ঃ—কৃষ্ণজননীসদৃশী গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক ঃ—

"শাবরা হিঙ্গুলী নীতি কোপনা ধমনী ধরা।"

অর্থভেদে—পৃথিবী (অমর), গর্ভাশয় মেদ (মেদিনী), নাড়ী (রাজনির্ঘণ্ট), মহাদানবিশেষ।

ধুরীণ ঃ—নন্দের জ্ঞাতি, কৃষ্ণের পিতৃতুল্য। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৫৭ শ্লোক ঃ—

"ধুরীণ ধুর্ব্ব চক্রাঙ্গা মস্করোৎপল কম্বলাঃ।"

অর্থভেদ—ভারবাহ (অমর)।

ধুর্ব্ব ঃ—মহারাজ নন্দের জ্ঞাতি, কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৫৭ শ্লোক ঃ—

"ধুরীণ ধুর্ব্ব চক্রাঙ্গা মস্করোৎপল কম্বলাঃ।"

ন্যাসাদেশ ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্য (১৪০০-১৪৫২ শক) বিরচিত একটী শ্লোক-বিশিষ্ট গ্রন্থ। এই শ্লোকের বিঠ্ঠলনাথের (শক ১৪৩৭-১৫০৭) একটী বিস্তৃত বিবরণ আছে। আবার বিবরণের একটী টীকা পুরুষোত্তম মহারাজ (১৫৮৯ শকে জন্ম) রচনা করিয়াছেন। এইগুলি শ্রীমগনলাল শর্ম্মা বোম্বাই গুজরাতী যন্ত্রে (১৮২৫ শকে) মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

ন্যাসাদেশেষু ধর্ম্মত্যাজনবচনতোঽকিঞ্চনাধিক্রিয়োক্তা
কার্পণ্যং বাঙ্গমুক্তং মদিতরভজনাপেক্ষণং বা ব্যপোঢ়ম্।

দুঃসাধ্যেচ্ছোদ্যমৌ বা ক্বচিদুপশমিতাবন্যসম্মেলনে বা
ব্রহ্মাস্ত্রন্যায় উক্তস্তদিহ ন বিহতো ধর্ম্ম আজ্ঞাদিসিদ্ধঃ ॥

ন্যাসাদেশ-বিবরণ ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্যের এক শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ব্যাখ্যা তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র বিঠ্ঠলনাথ, অগ্নিকুমার, বা বিঠ্ঠলেশ্বর রচনা করিয়াছেন। এই বিবরণের টীকা অগ্নিকুমারের তৃতীয় পুত্র বালকৃষ্ণের পঞ্চম অধস্তন পীতাম্বরতনয় পুরুষোত্তম মহারাজ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। বিবরণের অন্তিম শ্লোক ঃ—

ইতি পিতৃচরণকৃপাতো গোপীপতিচরণরেণুধনিনা যঃ।
শ্রীবিঠ্ঠলেন বিবৃতো ভাবো ময়ি স স্থিরো ভবতু ॥

ন্যাসাদেশবিবরণ-টীকা ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত এক শ্লোকাত্মক ন্যাসাদেশ। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্নিকুমার সেই শ্লোকের বিবরণ লিখিয়াছেন। তাঁহার পঞ্চম পুরুষে পুরুষোত্তম মহারাজ দিগন্তবিজয়ী পণ্ডিত হইয়া এই বিবরণের টীকা সপ্তদশ শক শতাব্দীর প্রারম্ভেই রচনা করেন। টীকার আদিম শ্লোক—

শ্রীমদ্বল্লভনন্দনচরণাম্ভোজেঽনুসন্ধায়।
ন্যাসাদেশবিবরণস্যাশয়মত্র স্ফুটীকুর্ব্বে ॥

শেষ শ্লোক ঃ—

ইতি প্রভু-পদাম্ভোজমনুসন্ধায় ভদ্বলাৎ।
ন্যাসাদেশীয় বিবৃতেরাশয়ো বিশদীকৃতঃ ॥

পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা ঃ—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩.১২।২ শ্লোক ঃ—

সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ॥

ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে অবিদ্যার পঞ্চবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে অবিদ্যা-নিবর্ত্তিকা সনকাদি চারিরূপে মূর্ত্তিমতী বিদ্যাবৃত্তির আবির্ভাব হইল।

বিষ্ণু পুরাণে ঃ—

তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ।
মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা॥
মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

পাতঞ্জলে অপি এতা এবোক্তাঃ। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশা ইতি।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা বা। অজ্ঞানবিপর্য্যাসভেদভয়শোকাঃ। তদুক্তং স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাস ইত্যাদি বস্তুতত্ত্ববিদ্যায়া আবরণবিক্ষেপাবেব দ্বৌ ধর্ম্মৌ তাবেব অবিদ্যা-অস্মিতা-শব্দাভ্যাং অজ্ঞানবিপর্য্যাস-শব্দাভ্যাং চোচ্যতে। রাগদ্বেষাভিনিবেশস্ত্বন্তঃকরণধর্ম্মা অপি বিক্ষেপাংশপ্রাধান্যাদ্বিক্ষেপপ্রপঞ্চতয়ৈব উচ্যন্তে।

ভাঃ ৩।২০।১৮ শ্লোক ঃ—

সসর্জ্জচ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ॥

পাত্তিশ ঃ—গোপরাজ নন্দের জ্ঞাতি, কৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ। **কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা** ৫৬ শ্লোক—

"মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ"

অর্থভেদে—অস্ত্র বিশেষ (অমরটীকায় ভরত)

• **পরম-মুখ্যাঃ**—মুখ্যা গোপীগণের ভেদ তিন প্রকার—পরমমুখ্যা বা মুখ্যমুখ্যা, মধ্যমমুখ্যা ও অবরমুখ্যা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্রীজীবপাদ-প্রণীতা দুর্গমসঙ্গমনী টীকা-প্রারম্ভে মুখ্যা গোপীগণের এই ত্রিবিধ বিভাগ লিখিত হইয়াছে। পরম-মুখ্যা বা মুখ্যমুখ্যা-নির্দ্দেশে শ্রীমতী বার্ষভানবীকেই একমাত্র লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনিই কৃষ্ণের অতিশয় প্রীতিকারিণী এবং কৃষ্ণই তাঁহার অতিশয় প্রীতিকর্ত্তা।

পক্ষতি ঃ—কৃষ্ণের মাতা 'যশোদা'সদৃশী গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৬২ শ্লোক—

"পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী স্বতুণ্ডা তুষ্টিরঞ্জনা"।

অর্থভেদে প্রতিপত্তিথি, পক্ষমূল, ডানা (অমর)।

পাটকা ঃ—কৃষ্ণমাতা 'যশোদা'তুল্যা গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৬২ শ্লোক—

"পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী স্বতুণ্ডা তুষ্টিরঞ্জনা"

পাদ্ম-কল্প ঃ—সহস্র মহাযুগে এক কল্প বা ব্রহ্মার দিবস হয়। ৪৩২০,০০০ সৌরবর্ষে এক মহাযুগ হয়। ব্রহ্মার ত্রিশ দিনে মাস এবং দ্বাদশ মাসে বর্ষ হয়। ব্রহ্মার আয়ুর পরিমাণ শত বর্ষ। ব্রহ্মার প্রথম পঞ্চাশদ্বর্ষ আয়ুষ্কালকে পূর্ব্ব পরার্দ্ধ এবং শেষ পঞ্চাশদ্বর্ষকে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ বলে। মহাভারতমতে সম্প্রতি ব্রহ্মার এক-পঞ্চাশত্তম বর্ষের প্রথম কল্প আরম্ভ হইয়াছে। কল্পাভ্যন্তরে ৭১ মহাযুগ-পরিমিত চতুর্দ্দশটী মন্বন্তর ও সত্যযুগ-পরিমিত পঞ্চদশটী মন্বন্তর-সন্ধি। ক্রমসন্দর্ভোদ্ধৃত প্রভাসখণ্ডে কল্পের ত্রিশটী বিভিন্ন নাম উল্লিখিত আছে। শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশটী দিনের ত্রিশটী কল্পের নাম ঃ—১। শ্বেতবারাহ

২। নীললোহিত, ৩। বামদেব, ৪। গাথান্তর, ৫। রৌরব, ৬। প্রাণ, ৭। বৃহৎ কল্প, ৮। কন্দর্প, ৯। সত্য, ১০। ঈশান, ১১। ধ্যান, ১২। সারস্বত, ১৩। উদান, ১৪। গরুড়, ১৫। কৌর্ম্ম (ব্রহ্মদিনের ইহাই পূর্ণিমা), ১৬। নারসিংহ, ১৭। সমাধি, ১৮। আগ্নেয়, ১৯। বিষ্ণুজ, ২০। সৌর, ২১। সোমকল্প, ২২। ভাবন, ২৩। সুপ্তমালী, ২৪। বৈকুণ্ঠ, ২৫। আর্চিচস, ২৬। বল্মীকল্প, ২৭। বৈরাজ, ২৮। গৌরীকল্প, ২৯। মাহেশ্বর, ৩০। পিতৃকল্প (ব্রহ্মদিনের ইহাই অমাবস্যা)।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১১।৩৫-৩৬ শ্লোক ঃ—

পূর্ব্বস্যাদৌ পরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ।
কল্পো যত্রাভবদ্ ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥
তস্যৈবান্তে চ কল্পোঽভূদ্‌যং পাদ্মমভিচক্ষতে।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥

পূর্ব্ব পরার্দ্ধের প্রথমেই চৈত্র শুক্লাপ্রতিপৎ ব্রহ্মজন্মদিন। সেই দিনে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই ব্রহ্মাই শব্দ-ব্রহ্ম বাচ্য। তজ্জন্য কল্পের নাম ব্রাহ্মকল্প। সেই ব্রাহ্মকল্পের অবসানে যে কল্প হয়, তাহার নাম পাদ্মকল্প, যেহেতু তাহাতেই ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে চতুর্দ্দশলোক-প্রসবকারী পদ্মের উৎপত্তি। মাসের শেষদিনে পিতৃকল্প। কাহারও মতে সেই কল্পকেই পাদ্মকল্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপরে বলেন, শেষকল্প অতীত হইবার পর অর্থাৎ ব্রহ্মার জীবনের শেষার্দ্ধের প্রথম দিবসে যে শ্বেতবারাহ কল্প, তাহাই পাদ্মকল্প।

কল্পঃ পিতৃকল্পঃ যস্তু পরার্দ্ধস্যৈবান্তিমং পিতৃকল্পমেব পাদ্মং বদন্তি। পাদ্মত্বে হেতুঃ যদ্দিতি তেন সর্ব্বেষ্বেব কল্পেষু লোকাত্মকং পদ্মং ন ভবতি, কিন্তু ক্বাপি ক্বাপ্যেবেত্যর্থঃ।

প্রথমপরার্দ্ধসমাপ্তৌ দ্বিতীয় পরার্দ্ধস্যাদিমং শ্বেতবারাহমেব পাদ্মমাহুঃ।

ভক্তিসন্দর্ভ ১৫০ সংখ্যার পরে "তৃতীয়ে যথা পাদ্মকল্পসৃষ্টিকথনেঽপি শ্রীসনকাদীনাং সৃষ্টিঃ কথ্যতে"—উল্লিখিত আছে।

পালি ঃ—অবরমুখ্যা গোপী। মুখ্যা হরিপ্রিয়াগণ পরমমুখ্যা, মধ্যমমুখ্যা ও অবরমুখ্যা ভেদে ত্রিবিধা। মুখ্যা গোপীর নাম ভবিষ্যপুরাণ উত্তর খণ্ডে এবং স্কন্দপুরাণ প্রহ্লাদসংহিতায় উল্লিখিত আছে। ভবিষ্যোত্তরে ঃ—

গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা।

রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা ॥

'বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা' ইতি পাঠান্তরং।

প্রয়োগ ঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ প্রথম লহরী ১ম শ্লোক ঃ—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।

কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥

অর্থভেদ ঃ—শ্রেণী, যথা দুর্গমসঙ্গমনী টীকা—'তারকাণাং পালিঃ শ্রেণী'।

উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদ-প্রকরণে ৩২ শ্লোক ঃ—

কণ্ঠে নাস্য করোমি দুর্ব্রতহতা রম্যামিমাং তে স্রজং

বক্তুং সুষ্ঠু নহি ক্ষমাস্মি কঠিনৈর্মৌনং দ্বিজৈর্গ্রাহিতা।

কা ত্বাং প্রোজ্ঝ্য চলেৎ খলেয়মচিরং শ্বশ্রূর্ন চেদাহ্বয়ে

দিত্থং পালিকয়া হরৌ বিনয়তো মন্যুর্গভীরীকৃতঃ ॥

পালির কোন সখী স্বসখীকে বলিতেছেন, 'দেবি, কৃষ্ণ স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া মানিনী পালিকে পরিধান করিতে বলিলে পালি বলিলেন, 'দুর্ব্রত গ্রহণ করায় তোমার রমণীয় মালিকা আমি কণ্ঠে ধারণ করিতে পারিলাম না ; নির্দ্দয় ব্রাহ্মণগণ, আমাকে পরপুরুষসহ বাক্যালাপ নিষিদ্ধ, এরূপ কঠিন ব্রত ধারণ করিতে ব্যবস্থা করায় আমি সুষ্ঠু ভাবে সকল কথা বলিতে পারিতেছি

না। তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে কাহারও ইচ্ছা না হইলেও খল্লা শাশুড়ী ঠাকুরাণী যদি ডাকেন, সেজন্য থাকিতে পারিলাম না; এইরূপ ভক্তি দ্বারা পালিকা কৃষ্ণের প্রতি সবিনীত ভাব দেখাইয়া ক্রোধ বৃদ্ধি করিলেন'। এতদ্দ্বারা পালিকার সাদর অবহিত্থা, প্রাগল্ভ্য ও অধৈর্য্য প্রভৃতি স্বভাবের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণৌ যূথেশ্বরী-ভেদ-প্রকরণে ৬ শ্লোক ঃ—

তাবদ্ভদ্রা বদতি চটুলং ফুল্লতামেতি পালী
শালীনত্বং ত্যজতি বিমলা শ্যামলাহঙ্করোতি।
স্বৈরং চন্দ্রাবলিরপি চলত্যুন্নমযোত্তমাঙ্গং
যাবৎ কর্ণে নহি নিবিশতে হন্ত রাধেতি মন্ত্রঃ॥

গোপীগণ মিলিত হইয়া ব্যাজ স্তুতি দ্বারা স্বযূথসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিতে আরম্ভ করিলে শ্যামলা বলিলেন, হে ব্রজদেবীগণ, যে কাল পর্য্যন্ত রাধানাম-মন্ত্র কর্ণে প্রবেশ না করে, তৎকালাবধিই ভদ্রার চটুলতা, পালীর প্রফুল্লতা, বিমলার অধৃষ্টতা, শ্যামলার অহঙ্কার ও চন্দ্রাবলীর উন্নতশিরে স্বেচ্ছাবিচরণ। রাধানাম-প্রভাবে চন্দ্রাবলী মস্তক অবনত করেন, শ্যামলার দর্প নষ্ট হয়, বিমলার ধৃষ্টতা বাড়ে, পালীর বিমর্ষ হয় এবং ভদ্রা অচটুলা হন।

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে ৩৫ শ্লোক ঃ—

বিশাখা ললিতা শ্যামা পদ্মা শৈব্যা চ ভদ্রিকা।
তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা পালিকাদয়ঃ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ দূতীভেদ-প্রকরণে ১৫ শ্লোক ঃ—

হরেঃ পুরস্থে করপল্লবেন সলীলমুল্লাস্য মিলন্মরন্দং।
নালীকনেত্রা নিজকর্ম্মপালীং পালী লবঙ্গস্তবকং নিনায়॥

কৃষ্ণবদনশোভাপায়ী কমললোচনা পালী কৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া করপল্লব দ্বারা মকরন্দস্রাবি লবঙ্গস্তবক পরমহৃষ্টচিত্তে লীলাভরে নিজকর্ণলতাগ্রে পরিধান করিলেন।

উজ্জ্বলে অনুভাবপ্রকরণে মোট্টায়িতের উদাহরণে :—

ন ব্রূতে কুমবীজগালিভিরলং পৃষ্টাপি পালী যদা
চাতুর্য্যেণ তদগ্রতস্তব কথা তাভিস্তদা প্রস্তুতা।
তাং পীতাম্বর জৃম্ভমাণবদনাম্ভোজা ক্ষণং শৃণ্বতী
বিম্বোষ্ঠী পুলকৈর্বিড়ম্বিতবতী ফুল্লাং কদম্বশ্রিয়ম্॥

বৃন্দা কৃষ্ণকে বলিলেন, হে পীতাম্বর, যেকালে সখীগণের দ্বারা পালী বারম্বার নিজ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের কথার উত্তর দেন নাই, তৎকালে সখীগণ চাতুর্য্যসহকারে পালীর সম্বন্ধে তোমার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তাহা কিছুক্ষণ শুনিয়া জৃম্ভমানবদনপদ্মা সেই বিম্বোষ্ঠী পালী প্রোৎফুল্ল হইয়া ফুল্ল-কদম্ব-শোভাকেও বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন।

উজ্জ্বলনীলমণৌ সাত্ত্বিক-প্রকরণে ৮ম শ্লোকে ক্রোধস্বেদ-বর্ণনে :—

খিন্নাপি গোত্রস্খলনেন পালী শালীনভাবং ছলতো ব্যতানীৎ।
তথাপি তস্যাঃ পটমার্দ্রয়ন্তী স্বেদাম্বুবৃষ্টিঃ ক্রুধমাচচক্ষে॥

নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, পালীর সমক্ষ পালিকে সম্বোধন না করিয়া কৃষ্ণ, 'হে প্রিয়ে শ্যামলে' সম্বোধন করায় পালী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বাহ্য ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ছলনাক্রমে সুশীলতা প্রদর্শন করিলেও ঘর্ম্মজল-বর্ষণজনিত আর্দ্র বাসই তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ করিল। উজ্জ্বলে সাত্ত্বিক-প্রকরণ দশম শ্লোকে ভীতজ রোমাঞ্চ বর্ণনে :—

পরিমলচটুলে দ্বিরেফবৃন্দে মুখমভিধাবতি কম্পিতাঙ্গযষ্টিঃ।
বিপুলপুলকপালিরত্র পালী হরিমধরীকৃতহ্রীধুরালিলিঙ্গ॥

পালীর সখী নিজ সখীকে বলিলেন, অদ্য সুরভিলোলুপ ভৃঙ্গকুল পালির মুখে ধাবিত হইলে পালী প্রচুরপুলকবিশিষ্ট হইয়া কম্পান্বিতকলেবরে লজ্জা বর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিলেন।

নীলমণৌ পূর্ব্বরাগ-প্রকরণে ১৮ শ্লোক ঃ—

অকাণ্ডে হুঙ্কারং রচয়সি শৃণোষি প্রিয়সখী
কুলানাং নালাপং দৃতীরিব মুহুর্নিশ্বসিষি চ।
ততঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহমুখি যযৌ বৈণবকলা
মধূলী তে পালি শ্রুতিচষকয়োঃ প্রাঘুণকতাং॥

হে পদ্মবদনে পালি, তুমি কেন কারণরহিত হুঙ্কার করিতেছ ? প্রিয়-সখীগণের আলাপ শুনিতেছ না কেন ? মুহুর্মুহুঃ ভদ্রার ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছ কেন ? আমার ভয় হইতেছে যে বেণুবৈদগ্ধীর মধু তোমার কর্ণ-দ্বয়ের অতিথি হইয়াছে।

পালিকা-স্থিতি ঃ—পদ্মের মধ্যভাগে রাধাগোবিন্দের অবস্থিতি। নিকট-স্থিত অষ্টদলে অষ্ট সখীর স্থান। অষ্ট উপদলের দক্ষিণাংশে পালিকার স্থিতি। "দক্ষিণে দ্বয়োঃ পালিকামঙ্গলে।"

পালিকা-সেবা-নিরূপণে ঃ—"পালী কুসুমশয্যায়াং।"

পালিকা-প্রণমনে ঃ—"হে পালিকে প্রণয়পালিনি তে নমস্তে।"

পিঙ্গ ঃ—কৃষ্ণপিতৃতুল্য গোপবিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক ঃ—

"মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ।"

অর্থভেদে—পিঙ্গল বর্ণ (অমর), মূষক (রাজনির্ঘণ্ট)।

পিঙ্গল ঃ—কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক ঃ—

"মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ ।"

অর্থভেদে—নীলপীত মিশ্রবর্ণ। কড়ার, কপিল, পিঙ্গ, পিশঙ্গ, কদ্রু (অমর); নাগভেদ, রুদ্র, চণ্ডাংশুপারিপার্শ্বিক, নিধিভেদ, কপি, অগ্নি (মেদিনী); মুনিবিশেষ, নকুল, স্থাবর বিষবিশেষ (হেমচন্দ্র), ক্ষুদ্রোলূক (রাজনির্ঘণ্ট)। প্রভবাদি বার্হস্পত্য বর্ষান্তর্গত ৫১ একপঞ্চাশৎ বৎসর। পিঙ্গলাচার্য্য কৃত ছন্দগ্রন্থবিশেষ।

পীঠ ঃ—গোপরাজ নন্দের জ্ঞাতি ও কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক ঃ—

"মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ ।"

অর্থভেদে—উপবেশনাধার (অমর), আসন, উপাসন পীঠী, বিষ্টর (শব্দরত্নাবলী), ব্রতীগণের আসন কুশাসন। বৃষী (হেমচন্দ্র)।

মান ঃ—হস্তদ্বয়স্তু দৈর্ঘ্যেণ তদৰ্দ্ধে পরিণাহতঃ ।
তদৰ্দ্ধেনোন্নতপীঠঃ সুখ ইত্যভিধীয়তে ॥
হস্তদ্বয়দ্বয়াধিক্যাৎ পঞ্চপীঠা ভবন্তিহ ।
সুখং জয়ঃ শুভঃ সিদ্ধিঃ সম্পচ্চেতি যথাক্রমম্ ॥

দৈর্ঘ্যে দুই হাত, প্রস্থে এক হাত, খাড়াই বা উভে অর্দ্ধহস্ত মঞ্চকে সুখপীঠ বলে। চারি হাতের উপর হইলে পীঠ পাঁচ প্রকার। তাহারা ১। সুখ, ২। জয়, ৩। শুভ, ৪। সিদ্ধি ও ৫। সম্পৎ নামে খ্যাত।

জারক, রাজ, কেলি ও অঙ্গ চারি প্রকার পীঠ। কানক, রাজত, লৌহ, তাম্র, ত্রপু, সীসক, রঙ্গ প্রভৃতি ধাতুপীঠ। কাষ্ঠ, প্রবাল, রত্ন, মণি প্রভৃতি নানা প্রকার পীঠ। দেবীর বিচ্ছিন্ন পতিত অঙ্গের ৫১ পীঠ।

পুণ্ডী ঃ—'যশোদা'র সদৃশী গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬২ শ্লোক ঃ—

"পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী সুতুণ্ডা তুষ্টিরঞ্জনা।"

পুরট ঃ—কৃষ্ণমাতামহ 'সুমুখ'তুল্য বৃদ্ধ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৫২ শ্লোক ঃ—

"কিলান্তকেল তীলাট কৃপীট পুরটাদয়ঃ।"

অর্থভেদে—স্বর্ণ। প্রয়োগ ঃ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—বিদগ্ধমাধব প্রথমাঙ্ক দ্বিতীয় শ্লোক।

'দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতা কুণ্ডলদ্বন্দ্বকাঞ্চী'।

—(উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাপ্রকরণে)।

পুরুষোত্তম (মহারাজ, গোস্বামী) ঃ—ইতি ১৫৮৯ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর। বল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র বিঠ্ঠলনাথের তৃতীয় পুত্র বালকৃষ্ণের ইনি পঞ্চম অধস্তন অর্থাৎ বল্লভাচার্য্য হইতে তিনি সপ্তম আধস্তনিক পর্য্যায়ে উৎপন্ন। তিনি নব লক্ষ শ্লোক রচনাপূর্ব্বক অপ্যয়দীক্ষিতাদি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের বিজেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে সুবোধিনীর সুবর্ণ সূত্র, বিদ্বন্মণ্ডন ও ষোড়শ গ্রন্থ বিবৃতির উৎসবপ্রতান, চতুর্ব্বিংশতি বাদ গ্রন্থ এবং বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্যের বিবরণ আবরণভঙ্গ ভাষ্যপ্রকাশ প্রবন্ধ। ইঁহার চরিত পুরুষোত্তমদিগ্বিজয় নামক গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। বল্লভের ন্যাসাদেশ নামক গ্রন্থের বিবরণলেখক তাঁহার পুত্র বিঠ্ঠল। পুরুষোত্তম সেই ন্যাসাদেশ-বিবরণের এক টীকা লিখিয়াছেন। উহা ১৯৬০

সম্বতে বোম্বাই নগরীতে গুজরাতী যন্ত্রালয়ে অন্যান্য টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বল্লভদীক্ষিতাহ্বয়হরের্বন্দ্যান্বয়ে সপ্তম-
স্তৎকারুণ্যসুধাভিষেকবিকসৎ সৌভাগ্যভূমোদয়ঃ।
দৃপ্যদ্দুর্ম্মদবাদিবিদ্বদিভতুঙ্গ্ৰৌক্তিকুম্ভস্থলী
সত্তোভঞ্জনকেলিকেসরিপতিঃ পীতাম্বরস্যাত্মজঃ ॥
নাসীদেন সমঃ সমস্তনিগমস্মৃত্যাদিতত্ত্বার্থবিদ্
বক্তা চাপ্রতিমঃ সদঃ সুবিদুষামদ্যাপি ভূমৌ বুধঃ।
যঃ সর্ব্বং নবলক্ষপদ্যকমিতপ্রৌঢ়প্রবন্ধং ব্যধাৎ
স শ্রীমান্ পুরুষোত্তমো বিজয়তামাচার্য্যচূড়ামণিঃ ॥

প্রভা ঃ—যশোদার তুল্যবয়সী গোপী। কৃষ্ণের মাতৃসদৃশী। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক ঃ—

"সাঙ্কলী বিম্বী সুমিত্রা সুভগা ভোগিনী প্রভা।"

অর্থভেদ ঃ—কুবেরের পুরী (হেমচন্দ্র), দীপ্তি, রোচিঃ, দ্যুতিঃ, শোচী, ত্বিষা, ওজঃ, ভা, রুচি, বিভা, আলোক, প্রকাশ, তেজ, রুক্ (রাজনির্ঘণ্ট), ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ডে গোপীবিশেষ ঃ—

দৃষ্টস্ত্বং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বৃন্দাবনে বনে।
প্রভা দেহং পরিত্যজ্য জগাম সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥

ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়ে ঃ—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।

প্রাগ্র্যবাট়ু ঃ—এই গ্রাম সম্প্রতি কোড়িপাড়ি নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ 'ক্যানারা জিলার পুত্তুর্ তালুকের মধ্যে নেত্রাবতী নদীর দক্ষিণে

২॥০ ক্রোশ ব্যবধানে গ্রামটী অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীমধ্বাচার্য্য, শঙ্কর-মতাবলম্বী পদ্মতীর্থের ইঙ্গিতানুসারে অপহৃত, স্বীয় পুস্তকাবলীর পুনঃ সন্ধান প্রাপ্ত হন। আষাঢ় মাসে তথায় আগমনপূর্ব্বক কালু নামক গৃহে বাস করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য চাতুর্ম্মাস্য যাপন করেন। মধ্ববিজয় দ্বাদশসর্গ ৫৪ শ্লোক :—

হ্যবসদমরধিষ্ণ্যো প্রাগ্রাবাটাভিধানে
গুরুমতিরভিনন্দন্ দেবমানন্দমূর্ত্তিম্ ॥

বরারোহ :—কৃষ্ণের মাতামহ 'সুমুখে'র ন্যায় বয়োবৃদ্ধ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫২ শ্লোক :—

বীরারোহ বরারোহমুখা মাতামহোপমাঃ।

অর্থভেদে :—হস্তীর উপর আরোহণ। অবরোহ (বিশ্ব)।

বর্ত্তিকা :—যশোদাসদৃশী গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬২ শ্লোক :—

"বিশালা শল্লকী বেণা বর্ত্তিকাদ্যা প্রসূপমাঃ।"

অর্থভেদে :—বর্ত্তকপক্ষী (অমর), অজশৃঙ্গী (রাজনির্ঘণ্ট), ভারতপক্ষী। পলিতা, সলিতা বাতি। বর্ত্তিকা পঞ্চবিধ :—পদ্মসূত্রভবা, দর্ভগর্ভসূত্রভবা, শালজা, বাদরী ও ফলকোষোদ্ভবা (কালিকোপপুরাণ ৬৮ অধ্যায়)।

বিঠ্ঠলেশ্বর :—অপর নাম বিঠলনাথ এবং অগ্নিকুমার। শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্রদ্বয়ের অন্যতর কনিষ্ঠ তনয়। তিনি ১৪৩৭ শকাব্দের পূর্ণিমান্তগণনায় পৌষ কৃষ্ণানবমীতিথিতে চরণগিরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বল্লভাচার্য্যের প্রাপ্তি ঘটে। ইনি শ্রীবল্লভ-রচিত সূত্রভাষ্যের অবশিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেন। শ্রীবল্লভ-প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী টীকার টিপ্পনী এবং শৃঙ্গাররসমণ্ডন ও বিদ্বন্মণ্ডন

নামক প্রবন্ধদ্বয় নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বল্লভ-রচিত ন্যাসাদেশের বিবরণ নামক টীকার প্রণয়নকারী। ইহাঁর রচিত গীতার্থ-বিবরণ, গীতাতাৎপর্য্য ১৮২৫ শকাব্দায় বোম্বাই গুজরাতী মুদ্রাযন্ত্রে ভৃগুকচ্ছের গণপতিরাম শাস্ত্রীর পুত্র শ্রীযুক্ত মগ্নলাল শর্ম্মা এম্ এ মহাশয়ের দ্বারা পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় ইহাঁর দ্বারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছেন। ১৫০৭ শকাব্দায় বিঠ্ঠলনাথ স্বধাম গমন করিয়াছেন। তাঁহার কালসম্বন্ধে নিম্ন শ্লোকটী পাওয়া যায়। বর্ষাদি ৭০।০।২৮ অবস্থিতি।

পূর্ণসপ্ততিবর্ষাণি দিনান্যষ্টৌ চ বিংশতিঃ।
বসুধায়াং ব্যরাজন্ত শ্রীমদ্বিঠ্ঠলদীক্ষিতাঃ॥

বিম্বী ঃ—যশোদার সমবয়স্কা গোপী, কৃষ্ণের মাতৃসমা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক ঃ—"সাঙ্কলী বিম্বী সুমিত্রা সুভগা ভোগিনী প্রভা।"

অর্থভেদে ঃ—বিম্বিকা ফলবিশেষ বা বিম্ব (শব্দা[illegible]বলী)।

বীরারোহ ঃ—কৃষ্ণমাতামহ 'সুমুখ'গোপের সমবয়স্ক। কৃষ্ণগণোদ্দেশ ৫২ শ্লোক ঃ—"বীরারোহ বরারোহমুখা মাতামহোপমাঃ।"

ভঙ্গ ঃ—ব্রজপতি নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক—"শঙ্করঃ শঙ্করো ভঙ্গো ঘৃণি ঘাটিক সারঘাঃ"

অর্থভেদে—তরঙ্গ (Breaker) (অমর), পরাজয়, ভেদ, রোগবিশেষ (মেদিনী), কৌটিল্য, ভয়, বিচ্ছিত্তি (হেমচন্দ্র), গমন, জলনির্গম (অজয়পাল)।

ভঙ্গী ঃ—কৃষ্ণের পিতামহী 'বরীয়সী'র তুল্যা প্রবীণা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৩ শ্লোক—

"বৃদ্ধাঃ পিতামহীতুল্যা শিলাভেরী শিখাম্বরা।
ভারুণী তহুরী ভঙ্গী ভাবশাখা শিখাদয়ঃ॥

অর্থভেদে—বিচ্ছেদ, কৌটীল্যভেদ (অমর ও ভরত), বিন্যাস (কলিঙ্গ), কল্লোল (অরুণ দত্ত), ভঙ্গ, ভঙ্গি। ব্যাজ ছলনিভ (রভস) চিত্র।

ভারুণী ঃ—কৃষ্ণের পিতামহী 'বরীয়সী' তুল্যা বর্ষীয়সী গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৩ শ্লোক—

"বৃদ্ধাঃ পিতামহীতুল্যা শিলাভেরী শিখাম্বরা।
ভারুণী ভরুরী ভঙ্গী ভাবশাখা শিখাদয়ঃ॥"

ভারুণ্ডা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী পাটলা'র সমবয়স্কা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক—"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।"

ভাবশাখা ঃ—কৃষ্ণপিতামহী 'বরীয়সী' তুল্যা বৃদ্ধা গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৩ শ্লোক ঃ—

"বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা শিলাভেরী শিখাম্বরা।
ভারুণী ভরুরী ভঙ্গী ভাবশাখা শিখাদয়ঃ॥"

ভেলা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী যশোদামাতা সুমুখপত্নী 'পাটলা'র সমবয়স্কা বৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক ঃ—

"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।"

মঙ্গল ঃ—কৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপবিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক ঃ—"মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ।"

অর্থভেদে—গ্রহবিশেষ। অঙ্গারক, ভৌম, কুজ, বক্র, মহীসুত, বর্ষার্চি, লোহিতাঙ্গ, খোল্মুখ, ঋণান্তক (শব্দরত্নাবলী), আর, ক্রূরদৃক্, আবনেয়, (জ্যোতিস্তত্ত্ব), মেষবাহন, মাহেয়।

মঙ্গল বৈষ্ণব ঠাকুর ঃ—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি কাঁদড়ার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাঁদড়া বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। তথায় কিছুদিন পূর্ব্বে মঙ্গল ঠাকুরের বংশে ৩৬ ঘর অধিবাসী ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে ময়নাডালের প্রাণনাথ অধিকারী, কাঁকড়া-নিবাসী পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী এবং ময়নাডালের নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র ঠাকুরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ময়নাডালের অধিকারী বংশের লোপ হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের দৌহিত্রবংশ আছে। পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তীর বংশে শ্রীকুঞ্জ-বিহারী চক্রবর্ত্তী ও রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি বীরভূমের অন্তর্গত সাকুলেশ্বরের অধীন আঙ্গড়া গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান করেন। নৃসিংহ প্রসাদ মিত্র ঠাকুর বংশে সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর ও নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুরের প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহারা মৃদঙ্গবিদ্যায় নিপুণ।

কিংবদন্তী এই যে মঙ্গল ঠাকুর বৃহদ্‌ব্রতী থাকিয়া পরে ময়নাডালের অধিকারী বংশে স্বীয় শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মঙ্গল ঠাকুর মহাশয় গৌড়েশ্বরের গৌড় হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সরণী প্রস্তুত ও দীর্ঘিকা খননকালে শ্রীরাধাবল্লভ যুগলবিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে তিনি কাঁদড়ার পশ্চিমে রাণীপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীনৃসিংহশিলা আজও কাঁদড়ায় আছেন। বিগ্রহগণের সেবা-জন্য গৌড়েশ্বর প্রদত্ত সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার পর মঙ্গল ঠাকুর ভিক্ষা দ্বারা সেবা চালাইতেন। শ্রীযদুনন্দনের শাখানির্ণয়ে ৪৭ শ্লোকে :—

মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধচিত্তকলেবরম্।
বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্॥

ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরীর সেবায়েত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৮৬ সংখ্যায় শ্রীগদাধর গোস্বামীর শাখা বর্ণনে ইঁহার নাম উল্লিখিত হয়।

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্য বল্লভ।
যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥

শ্রীমঙ্গল ঠাকুরের বংশধারা (শ্রীযমুনাবিহারী ঠাকুরের প্রদত্ত)।ঃ—

১। শ্রীমঙ্গল ঠাকুর ২ক। রাধিকাপ্রসাদ ঠাকুর ২খ। গোপীরমণ ২গ। শ্যামকিশোর।

২ক। রাধিকাপ্রসাদ ৩। গোকুলানন্দ ৪। শচীনন্দন ৫। উৎসবানন্দ ৬। ভজনানন্দ ৭। বীরচন্দ্র ৮। নীলরত্ন ৯। ললিত মাধব।

২খ। গোপীরমণ ৩। জনার্দ্দন ৪। কানুরমণ ৫। নন্দদুলাল ৬। কমলাকান্ত ৭। নবকুমার ৮। মধুসূদন।

২গ। শ্যামকিশোর ৩। চৈতন্যপ্রসাদ ৪। বৈষ্ণবানন্দ ৫। নিত্যানন্দ ৬। মথুরানাথ ৭। রাসবিহারী ৮। বনবিহারী ৯। যমুনাবিহারী।

গোপীরমণের ধারা বর্ত্তমানকালে ৫।৭ ঘর হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ঠাকুর বহরমপুর খাগড়ায় বাস করেন। মঙ্গল ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে মুরশিদাবাদের নিকট টীট্‌কণা গ্রামে ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মধ্যম গোপীরমণের বংশে শ্রীরাধাকান্ত এবং জ্যেষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদের বংশে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাদ্বয় পরবর্ত্তিকালে স্থাপিত হইয়াছে।

মঞ্জুবাণিকা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী 'পাটলা'রঃ সমবয়স্কা বৃদ্ধা গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক ঃ—

"ধাঙ্করুণ্টী হাণ্ডী তুণ্ডী ডিণ্ডিমা মঞ্জুবাণিকা।"

মণ্ডল ঃ—কৃষ্ণের সুহৃদ্‌ ও পিতৃব্যপুত্র। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ২২ শ্লোক ঃ— "সুভদ্রঃ কুণ্ডলো দণ্ডী মণ্ডলোঽমী পিতৃব্যজাঃ।"

অর্থভেদে ঃ—কুকুর (মেদিনী), সর্পবিশেষ (বিশ্ব)।

মধ্যমমুখ্যা ঃ—মুখ্যা গোপীগণের ত্রিবিধ ভেদ ; যথা—মুখ্য-মুখ্যা, মধ্যমমুখ্যা ও অবরমুখ্যা। মধ্যমমুখ্যার উদাহরণে দুর্গমসঙ্গমনী টীকা আরম্ভে ললিতা ও শ্যামলাকে উদ্দেশ করিয়াছেন। মুখ্যা গোপীর নাম কোথাও দশ, কোথাও আট এবং কোথাও ত্রয়োদশাধিক। পরম বা মুখ্যমুখ্যা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী।

মধ্ববিজয় ঃ—নামান্তর সুমধ্ববিজয় মহাকাব্য। এই গ্রন্থে ১০০৮ এক সহস্র আটটী শ্লোকে ষোড়শটী সর্গে শ্রীমধ্বমুনির জীবন-চরিত বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমধ্বের শিষ্যবৃন্দের অন্যতম পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য। ত্রিবিক্রমের পুত্র কবিকুলতিলক পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীনারায়ণ এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থখানিকে একখানি উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ইহাতে কাব্য, অলঙ্কার, শব্দ-বিন্যাস ও ভাব-গাম্ভীর্য্য সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

গ্রন্থের আদিম শ্লোক ঃ—

কান্তায় কল্যাণগুণৈকধাম্নে নবদ্যুনাথপ্রতিমপ্রভায়।
নারায়ণায়াখিলকারণায় শ্রীপ্রাণনাথায় নমস্করোমি॥

গ্রন্থের শেষ শ্লোক ঃ—

ইতি নিগদিতবন্তস্তত্র বৃন্দারকেন্দ্রা
গুরুবিজয়মহং তং লালয়ন্তো মহান্তম্॥
ববৃষুরখিলদৃশ্যং পুষ্পবারং সুগন্ধিং
হরিদয়িতবরিষ্ঠে শ্রীমদানন্দতীর্থে॥

এই গ্রন্থের অপর নাম আনন্দাঙ্ক বলিয়া প্রত্যেক সর্গশেষে উল্লিখিত আছে। আনন্দাঙ্ক ব্যতীত মধ্ববিজয়ের অপর অঙ্কের কথা শুনা যায় না। কুম্ভঘোণ সংস্করণ এবং পুঁথির আকার ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশে ইহার একটী বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য পঞ্চতীর্থ-সঙ্কলিত এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

প্রথম সর্গে ৫৫ শ্লোকে গ্রন্থারম্ভে কবি ভীমপ্রিয় গোকুলবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্যের জীবনী বর্ণনের প্রতিজ্ঞামূলে নিজের শক্তির পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞানের অক্ষমতাদি জানাইয়া নিতান্ত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যে প্রাণেশ্বর প্রাণিগণ প্রণেতা বায়ু, নারায়ণের আজ্ঞায় ও দেবেন্দ্রের প্রার্থনানুসারে কেসরি হইতে আবির্ভূত হইয়া ত্রেতাযুগে হনুমদ্রূপে সমুদ্র-লঙ্ঘন, কক্ষে সূর্য্যধারণ ও হস্তে গিরিধারণাদি প্রসিদ্ধ বহু বহু অতিমানুষ কার্য্য করিয়া পুরাণ পুরুষ কর্ত্তৃক আলিঙ্গনাদি দ্বারা পরম সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং কুন্তী হইতে দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হইয়া বাল্যকালে বিষভক্ষণ মৃগেন্দ্রক্রীড়া প্রভৃতি ও কৃষ্ণাস্বামিরূপে বেদব্যাসবর্ণিত লীলানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৈরি মণিমান্ রাক্ষস, শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া বাগ্মিশঙ্কররূপে পরজন্মে উৎপত্তি লাভ করতঃ বানরের মণিমালা গ্রহণের ন্যায় বেদাদি গ্রহণ ও মানবমাত্রের নমস্য হইবার জন্য হঠাৎ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া মাধ্যমিক বৌদ্ধাচার অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াও বেদব্যাসের ক্ষমাশীলতায় রক্ষা পাইলে এবং অপণ্ডিতগণের সাঙ্কর্য্য দ্বারা শঙ্কর নাম সার্থক করতঃ আনন্দময় ভগবান্ বাসুদেবকে সাধুগণের মানস হইতে ক্রমে অপসারিত করায় গুরু আনন্দ-তীর্থাদি জীব ।দয় হইতে সেই মায়াবাদ ক্রমশঃ ধ্বংস করিতে সমর্থ হন।

দ্বিতীয় সর্গে ৫৪ শ্লোকে শঙ্করকৃত শ্রুতির দুষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা মানবসকল বিপথে চালিত হইতে থাকিলে ব্রহ্মাদির আবেদনানুসারে ভগবৎপ্রেরিত সর্ব্বজ্ঞ বায়ু, পরমশ্রেয়োলাভে সমুৎসুক জন-সংঘকে বিষ্ণুমন্দির শোভিত

রজতপীঠপুরাধিবাসী কোনও পুরুষে আবিষ্ট হইয়া তন্মুখে নিজের অচির আবির্ভাব ব্যক্ত করেন। বেদাদ্রি ও রজতপীঠপুরাধীশ্বরের আবাস স্থান সেই রজতপীঠনগরের অধীন শিবরূপ্য নামক গ্রামে ভারত-পুরাণাদি শাস্ত্রে পারগ ভট্টোপাধিক অতি কুলীন পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কালক্রমে সেই ত্রিকুলৈককেতু ভট্ট কোনও ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পরিণয়ফলে কালে একটী কন্যামাত্র জন্মগ্রহণ করে। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ পত্নীসহ বহুদিন যাবৎ পুত্র না হওয়ায় নিতান্ত ম্লানচিত্তে দ্বাদশ বার্ষিক ভুজঙ্গশয়নব্রত পালন করিয়া কালে বায়ুদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

আবির্ভূত বায়ুদেবের জাতকর্ম্মাদির পর পিতা তাঁহার বাসুদেব নামকরণ করেন।

শৈশবে বাসুদেব একদা পিতৃকর্ত্তৃক রাজদর্শনার্থ নীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে বনমধ্যে নিশাসমাগমে রক্ত বমন করেন ও আশঙ্কিত দম্পতিকে তিনি স্বয়ং আশ্বস্ত করেন।

কদাচিৎ জননী বালককে একাকী রাখিয়া স্থানান্তরে গেলে বাসুদেব ক্রন্দন করিতে থাকিলে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ক্রোড়ে করিয়া আশ্বস্ত করেন ও তৃষ্ণার্ত্ত-বোধে কতকগুলি কুলিথ খাইতে দেন। মাতা আশঙ্কিত হইয়া শিশুর যুবজনের দুষ্কর কুলিথসমূহ-ভোজনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া স্তন্যদান করেন। বাসুদেব এক বৎসর বয়ঃকালে একদা একটী গো-বৎসের পুচ্ছ ধারণ করতঃ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া গ্রামসমীপবর্ত্তী সুভদ্রা প্রতিমাধিষ্ঠিত পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া গহ্বরমধ্যে মুখমাত্র বহিষ্কৃত করতঃ সূর্য্যের ন্যায় সন্ধ্যাবধি অবস্থান ও নিশা-সমাগমে সমাগত হইয়া রোরুদ্যমান জনকজননীর সান্ত্বনা বিধান করেন।

একদা ক্রীড়াবসানে বাসুদেব পিতাকে ভোজন করিতে বলিলে, বৃষ বিক্রয় করিয়া কোনও বণিক মূল্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং তদনুরোধে পিতৃদেবের ভোজন-ব্যাঘাত হইতেছে অবগত হইয়া শিশু বাসুদেব বণিককে হস্তদ্বারা অকিঞ্চিৎকর কতকগুলি শস্য মূল্যের বিনিময়ে দিলে বণিক তদ্দ্বারাই মূল্য প্রাপ্ত হইলেন জানিয়া প্রস্থান করেন।

তৃতীয় সর্গে ৫৬ শ্লোকে একদা বাসুদেব জনক জননীর সহিত বিষ্ণু মন্দিরে উৎসব দেখিতে রজতপুর হইতে দূরবর্ত্তিস্থানে গমন করেন ও বহু-জনসমাগমে মাতা অন্যমনস্কা হইলে একাকী বহির্গত হইয়া কানন-দেবতাকে প্রণাম করতঃ বন্যপথে রজতপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জনকজননী পুত্রকে না দেখিতে পাইয়া ক্রন্দন ও অন্বেষণ করিতে করিতে পুত্রকে দেখিয়া মহানন্দে বাসুদেবের আগমন-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে বালক উত্তর করেন যে আমি বনদেবতা ও মন্দিরস্থ পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়াছি ও তাঁহারাই আমাকে পথ দেখাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

বালক বাসুদেবের বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া অনেক বয়স্থ ব্যক্তিগণও আশ্চর্য্যা। ন্বিতচিত্তে বিষ্ণুভজনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

পিতা অ, আ প্রভৃতি বর্ণ লিখিয়া একটী একটী করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলে ৩।৪ বৎসরের অতি মেধাবী বালক বাসুদেব পিতাকে বলিয়াছিলেন, 'বাবা! কাল লিখিয়া পড়াইয়াছিলেন, আজ আর লিখিবার আবশ্যক নাই'।

একজন উৎসবপ্রিয় আত্মীয়জনের প্রেরণায় মাতাপিতার সহিত বাসুদেব ধৌতপটগ্রামনিবাসী শিবপদ কথকের কথা শুনিতে যান এবং সভামধ্যে তাহার কথায় ভুল ধরিয়া সভ্যদিগের নিতান্ত অনুরোধে তাহার সদ্ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত পরমাপ্যায়িত সদস্যগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথকও নিজোক্ত ব্যাখ্যার কোনটী সত্য ইহা বাসুদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে পিতা প্রকাশ্যে তোমার ভ্রম হইয়াছে বলেন, কিন্তু মনে মনে পুত্রের প্রতি বিষ্ণুর অসামান্য দয়া অনুভব করিয়াছিলেন।

পিতা কোন দিবস কথা কহিতে কহিতে 'লিকুচ' শব্দের ব্যাখ্যা না করায় পুত্র বালক বাসুদেব 'লিকুচে'র অর্থ করিয়া পিতার ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন।

অতঃপর জগদ্গুরু বাসুদেবকে উপনীত করিয়া পিতা গুরুগৃহে শাস্ত্রা-ধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিলে বালক উদ্যমসহকারে বিলাস ত্যাগ করতঃ সহাধ্যায়িগণকে শিক্ষাদান পূর্ব্বক গুরুরও ভ্রম সংশোধন করিয়া সকল কলার সহিত বেদাদি শিক্ষা লাভ করেন। জলবিহার, লম্ফন, গুরুবস্তুর উত্তোলনাদিব্যাপারে ও নিখিলবিদ্যায় তিনি সকল সহাধ্যায়ীর উচ্চস্থান ও বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার অধ্যয়নকালে অশান্তিমান্ অসুর সর্পরূপে তাঁহাকে দংশন-করিতে উদ্যত হইলে তাহারই চরণনিষ্পেষিত হইয়া নিহত হয়। কদচিৎ তিনি বনে প্রিয়বয়স্যের গুরুতর শিরোবেদনা কর্ণরন্ধ্রে ফুৎ-কারের দ্বারা উপশমিত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রুতি বা ভাগবতাদি একবার শ্রবণ করিয়াই শিক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন, পরন্তু অশ্রুত শতশত শ্রুতি তাঁহার প্রতিভা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাসুদেব নাম সার্থক করিয়াছিল।

অধ্যয়নান্তে গুরুদেবকে হরিগুণকীর্ত্তন ও দুষ্টদমনের উপদেশরূপ গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন।

চতুর্থ সর্গে ৫৪ শ্লোকে বাসুদেব গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সদাগম-প্রচারের জন্য সদ্গুণাশ্রয় শ্রীহরির অনন্যসঙ্গপ্রিয়বস্তু জানিয়া পরমহংস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে গুরুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সকল সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নিবারিত হইয়াও নিখিল মানবকে প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হন এবং অচ্যুতপ্রেক্ষ নামক যতিকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া মধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মায়াবাদিদিগের মতনিরসনের জন্য অসৎশাস্ত্রসকলও অভ্যাস করিয়াছিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ অদৃষ্টক্রমে লীলাসম্বরণকারী নিজগুরুর মুখে সোঽহংবাদের ভ্রমমূলকতা ও উপাসনা-মূলক আত্মৈক্যবাদের সাধুতা নিবন্ধন হরিভজনোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রজতপুরস্থিত কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা করিতে থাকেন। অচ্যুতপ্রেক্ষের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু ভাবী শিষ্য হইতে বিষ্ণুস্বরূপ-জ্ঞান হইবে, এইরূপ আদেশ করিবার পরই বাসুদেব তাঁহার শিষ্য হন। এদিকে বাসুদেবের পিতা পুত্রহারা হইয়া অন্ধপ্রায় ও লোকমুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রসমীপে উপস্থিত হইয়া অচ্যুতপ্রেক্ষ আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত করিতে বাসুদেব বারণ করেন ও বাসুদেবের মাতাপিতা পুত্রের নিষেধবাণী শুনিয়া গৃহে চলিয়া যান।

পুনর্বার নদী পার হইয়া রজতপীঠপুর মঠে উপস্থিত হইয়া পিতা পুত্র বাসুদেবকে যতি-বেশে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। কলিনিষিদ্ধ বোধে কৌপীন ধারণের অনৌচিত্য জ্ঞাপন করিলে বাসুদেব তৎপ্রতিষেধকল্পে তৎক্ষণাৎ নিজ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া কৌপীন ধারণ করেন ও শুভকার্য্যে পিতাকে বাধক হইতে নিষেধ করিলেন। মাতাপিতা পুত্রের শুভকামী এবং তাঁহাদের অপর পুত্রদ্বয় মৃত হইয়াছে, সুতরাং বাসুদেবই উপস্থিত তাঁহাদিগের প্রতিপালক, এইরূপ পিতৃবাক্যের উত্তরে বাসুদেব নিজের

সন্ন্যাসের কারণ বিস্তৃতভাবে জানাইলেন। পিতা সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিজপত্নীকে পুত্রের কথা বলিলে, মাতা আসিয়াও অনেক অনুনয় বিনয় করেন এবং সন্ন্যাসের প্রতিবন্ধক আচরণ করিলে তাহার পুনরায় দর্শন ঘটিবে না বলায় পুত্রের উক্তিতে ভীত হইয়া প্রতি-নিবৃত্তা হইয়াছিলেন। এস্থলে একটী কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে বাসুদেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং সুভক্তিমান্ নামে অতি বাধ্য একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

অতঃপর গুরুপদপ্রান্তে বসিয়া বাসুদেব গুরুর উপদেশে সকল-বৈধকর্ম্মানুষ্ঠান এবং হরিপ্রীতির জন্য সর্ব্বসন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ সমূহ দ্বারা পূর্ণবোধ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম গ্রহণ করেন এবং আষাঢ় (পলাশ) দণ্ডধারী যতিপূর্ণপ্রজ্ঞ গুরুপ্রমুখ যতিগণকে প্রণাম করিয়া লোকাচারানুসরণ করিতেন। গুরু বিষ্ণুবিগ্রহকে নমস্কার করিলে বিগ্রহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'তুমি আমার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে তাহার ফলস্বরূপ এই পুত্র বাসুদেবকে গ্রহণ কর' বলিয়া গুরুর হস্তে বিষ্ণু বাসুদেবকে প্রদান করেন এবং গুরু অতি আনন্দে পূর্ণপ্রজ্ঞকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

বাসুদেব স্থানান্তরে গঙ্গাস্নানে যাইতে ইচ্ছা করিলে গুরু বিচ্ছেদ-ভয়ে বড়ই দুঃখিত হয়েন ও সেই সময়ে শ্রীবিষ্ণু পুরুষবিশেষে আবিষ্ট হইয়া বাসুদেবকে আদেশ করেন যে তিন দিবস পরে তড়াগে ভাগীরথী আবির্ভূতা হইলে বিদেশযাত্রা করিবে এবং বাস্তবিকই তিন দিবস পরে গঙ্গা তথায় আবির্ভূতা হইলে পূর্ণপ্রজ্ঞের সহিত সকলে যাইয়া স্নান করিয়া আসেন। এই ঘটনার পর তথায় গঙ্গার দ্বাদশবৎসরান্তর সর্ব্বদাই আবির্ভাব হইত।

গঙ্গাস্নানের পর এক মাস দশদিবস গত হইলে পূর্ণপ্রজ্ঞ সপত্নলংবন অর্থাৎ শত্রুর উৎকোচনরূপ চতুর্থ আশ্রমে অবস্থিত হইয়া তর্ক-কর্কশ জয়াভিলাষী বাসুদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিলে সেই সভায় পূর্ণপ্রজ্ঞের দৃঢ়োত্তর নিঃসংশয় বচন শ্রবণার্থ সমাগত বহু শ্রুতি-পারঙ্গত পণ্ডিত পূর্ণপ্রজ্ঞগুরু যতিশ্রেষ্ঠের শিষ্য হইয়াছিলেন।

কদাচিৎ গুরুর সমীপে শাস্ত্র-শ্রবণাভিপ্রায়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ভাগবতার্থ বহু প্রকারে লিখিয়া পাঠ করিলে গুরু শ্রীকৃষ্ণানুগামি একপ্রকারের মাত্র অর্থ করেন এবং গুরুর আদেশানুসারে পূর্ণপ্রজ্ঞ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধস্থিত গদ্যাংশের বিষ্ণুমাত্র-বিষয়ক একার্থ প্রতিপাদন দ্বারা শ্রবণকারী পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং সেই সকল আত্মাভিমানী শিষ্যেরাও ভাগবতের একার্থই অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অবধি পূর্ণপ্রজ্ঞের নূতন নূতন কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পঞ্চমসর্গে ৫২ শ্লোকে গুরু আনন্দদায়ক শাস্ত্র-প্রণয়ন ও পরমানন্দ-পাত্র বলিয়া বাসুদেবের আনন্দতীর্থ নামকরণ করেন।

একদা আনন্দতীর্থের গুরুবন্ধু কোনও যতি কতকগুলি শিষ্য লইয়া উপস্থিত হইলে ছাত্রেরা গুরুকে যুক্তিদ্বারা অভিভব করিতে উদ্যাক্ত হইলে আনন্দতীর্থ যুক্তিমার্গের দ্বারাই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অনুমানতীর্থ নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত বেদদ্বেষী বুদ্ধিসাগর নামক পণ্ডিত দিগ্বিজয় করিতে করিতে মঠান্তরে স্থিত গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে গুরু শিষ্যদ্বারা রজতপীঠমঠস্থিত আনন্দতীর্থকে আনাইয়া বিচার করান; বিচারে পরাজিত বুদ্ধিসাগর নামক অপর পণ্ডিত সহ সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতটি একটী বৈদিক শব্দের আঠার প্রকার অর্থ করিলে আনন্দতীর্থ বিকল্পিত অর্থ খণ্ডন পুরঃসর একার্থনির্দ্ধারণ করিলে তাহারা দুইজনে প্রাতঃকালে

বিচারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাত্রিকালে পলায়নপূর্ব্বক আত্মপরাজয় সর্ব্বলোকবিদিত করিয়াছিলেন। সেই বুদ্ধিসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পৃথিবী ভ্রমণ দ্বারা যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা. অধিক খ্যাতি আনন্দতীর্থ ক্ষণকালের মধ্যে মঠে বসিয়াই লাভ করেন।

কদাচিৎ আনন্দতীর্থ মঠে কতকগুলি তার্কিকের সহিত উপবিষ্ট হইয়া মণিমান্ বা শঙ্করাচার্য্য-বিনির্ম্মিত ভাষ্যের পরিহাসছলে অর্থ করিয়া সেই সকল অর্থপ্রতিপাদকশব্দে অন্বয়হীনতা প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন করেন ও সেই সকল তার্কিক পণ্ডিতগণের অনুরোধে ব্যাসসূত্রের অতি সহজ-বোধ্য অর্থ প্রকাশ করেন। এইরূপে জিজ্ঞাসু জিগীষু বেদজ্ঞ অতিতার্কিক সমীপাগত পণ্ডিতগণের সমীপে স্বমত স্থাপন করেন এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের বাটীতে গিয়া প্রতিপক্ষের প্রসন্নতা সম্পাদন পুরঃসর অত্যন্ত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন। পুত্রপ্রতিম ছাত্রের অব্যয়, অপরিমিত তেজো-দর্শনে ও তাদৃশ বিদ্যা শ্রবণে গুরু পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। অতঃপর আনন্দতীর্থ গুরুর সাক্ষেপ অনুজ্ঞানুসারে ব্যাসসূত্রের আক্ষেপাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধানমাত্র গ্রহণ করতঃ মনোজ্ঞ ভাষ্য প্রণয়ন.করেন।

আনন্দতীর্থ ভূরিভক্তিনামক লিকুচান্বয়সম্ভব কোন শ্রেষ্ঠ যতির ইচ্ছাক্রমে বিষ্ণুপদ-প্রকাশিনী নাম্নী ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎ-সূত্রের বিবক্ষিতার্থ প্রকাশ করেন।

নামতঃ এবং অর্থতঃ পূর্ণপ্রজ্ঞ বিষ্ণুবুদ্ধি গুরুর সহিত দক্ষিণ দিগ্ বিজয়ে বহির্গত হইলে কোনও দাতা কতকগুলি কলা আনন্দতীর্থকে দান করিবা-মাত্র তিনি সেই গুলি নিঃশেষে ভোজন করিলেন। গুরু তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অতিরিক্ত ভোজন করিলেও তোমার উদর বৃদ্ধি হয় না কেন ?" তদুত্তরে আনন্দ অঙ্গুষ্ঠমাত্র জঠরাগ্নির বিশ্বদাহে ক্ষমতা আছে

তাঁহাকে জানাইলেন। ক্রমে গুরুর সহিত আনন্দ পদব্রজে বহু দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক কেরল দেশীয় নদী প্রণাম ও অতিক্রম করিতে করিতে সেই দেশে ভবিষ্যৎ দুষ্ট রাজনিধন জন্য চণ্ডিকার আবির্ভাব স্মরণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে অনন্তসৎপুর বা পুরীধামে উপস্থিত হইয়া অনন্তশায়ী জগন্নাথকে বন্দনা করেন এবং শিষ্যগণসমীপে বেদান্তসূত্রের জীবব্রহ্ম ভেদ-পর্য্যবসিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলেন। শঙ্করমতাবলম্বী জনৈক শঙ্কর বদ্ধমূলবৈরিতা-বশতঃ উপস্থিত গুরুর সমীপে আনন্দতীর্থরচিত ভাষ্যে সূত্রব্যাখ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতিবাদ করিলে 'তোমার অর্থ অনুসারেই ভাষ্য প্রণয়ন করা যাইবে' এইরূপ উত্তর দ্বারা আনন্দতীর্থ সভাস্থ পণ্ডিতগণের হাস্যোদ্রেক সম্পাদন করিয়াছিলেন। গুরুদেব আনন্দতীর্থের আকৃতির সুখ্যাতি করিলে প্রতিদ্বন্দ্বিরা শরীরটী স্ফিক্ বা বৃহৎপাছাযুক্ত বা স্ত্রীসদৃশ বলিয়া উপহাস করিলে শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা অসাধু প্রতিপক্ষোক্ত স্ফিগ্‌দূষণবাদও নিরাকৃত হইয়াছিল। পরে তাঁহারা ঈর্ষাবশতঃ গুরুর দণ্ড খণ্ডন করিবার ভয় দেখায়। অতঃপর কন্যাতীর্থ বন্দনাপূর্ব্বক সেতুবন্ধে স্নান ও রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়া ফিরিবার কালে গুরুর সহিত আনন্দতীর্থকে অসুরভাবাপন্ন শঙ্কর প্রবল বিদ্বেষবশতঃ আক্রমণ করে ও মধ্বাচার্য্য-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দণ্ড খণ্ডন করিতে বলিলে জননায়কগণ কর্ত্তৃক অশাস্ত্রজ্ঞ ও জুগুপ্সামাত্র-ক্ষমরূপে উপেক্ষিত হইয়া পলায়ন করে। তথাপি তাঁহারা পূর্ণপ্রজ্ঞের গুণানুবাদ করিতে বিরত হয় নাই। এইরূপে প্রতিপক্ষ জয় করতঃ কুক্কুরের গৃহগত সিংহের ন্যায় আনন্দতীর্থ গুরুর সহিত কাবেরী-বায়ুসেবিত বিষ্ণুধামে মাসচতুষ্টয় বাস করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। তথায় নদীতীরবর্ত্তি দেবালয় মধ্যে অবস্থানকালে তাঁহাদিগের মুখে বহু বহু জিজ্ঞাসু

ব্যক্তি তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণের জন্য ও তাঁহার অপূর্ব্ব সুবর্ণ বর্ণ সুঠাম সুন্দরমূর্ত্তি দেখিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে অনেকে উপস্থিত হইতেন।

ষষ্ঠসর্গে ৫৭ শ্লোকে আনন্দতীর্থ কোনও সভায় ঐতরের সূক্ত প্রকাশ করেন ও সূক্তের উচ্চারণ-প্রকার এবং অর্থ প্রকাশপূর্ব্বক সদস্যদিগকে সন্তুষ্ট করেন, এবং সূত্রের অপরার্থ প্রকাশপূর্ব্বক সদস্যগণের অনুমত্যানুসারে তিন প্রকার সূক্তার্থ, দশ প্রকার শ্রুতির অর্থ, শত প্রকার ভারতার্থ ও বৈষ্ণবপদের সহস্র প্রকার অর্থ হইতে পারে বলিলে, আশ্চর্য্যান্বিত সদস্যগণ বৈষ্ণবশব্দের সহস্রার্থ শ্রবণে উৎসুক হইলে আনন্দতীর্থ বৈষ্ণব শব্দের শতাবধি অর্থ প্রকাশ করিলে সভ্যগণ বোধ ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন ও তাঁহার প্রতিভার স্তব করিতে থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য বিদ্যাদিলিপ্সু কেরলদেশবাসিগণের সহিত অন্য আয়তনে গমন পূর্ব্বক মানখর্ব্বহেতু ক্রোধান্ধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সদ্দান ও অসদ্দানসম্বন্ধীয় বেদার্থ উল্লেখ পূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ করিলে তিনি পৃণধাতুর প্রয়োগ করেন ও তাঁহারা অজ্ঞতা-নিবন্ধন প্রীধাতু বুঝিয়া তর্ক করিয়া পরিশেষে পরাস্ত ও প্রণত হন।

একটী সূক্তোক্ত কন্যকাশব্দের অর্থ আনন্দতীর্থ অতিতরুণীকে বুঝাইতেছে বলিলে অপর পণ্ডিত শ্বিত্রিণী বা তাদৃশরোগবিশিষ্টকে বুঝাইতেছে প্রকাশ করিলে ভবিষ্যদাগত এতাদৃশ আকৃতিশালী পণ্ডিত দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে, এইরূপ আদেশ করিয়া মধ্বাচার্য্য সভা হইতে চলিয়া যান। পরে তাঁহার কথানুসারে যে পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন, তিনি আনন্দতীর্থ-বর্ণিত বিষয়ের সার্থকতা সম্পাদন করায় সকলেই মধ্ববাক্যে সংশয়শূন্য হইলেন। এইরূপে আনন্দতীর্থের শব্দে ও বেদে অদ্বিতীয় প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। আনন্দতীর্থ বহুদেশের বহু বিষ্ণুবিগ্রহ প্রদক্ষিণাদি করিয়া গুরুদেবের সহিত রজতপীঠমঠে

উপস্থিত হইয়া তত্রস্থিত মুকুন্দদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বয়ং বেদ দর্শন পূর্ব্বক হরিগীতা-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গুরুদেবকে উপহার দেন। যুক্তিবাদী বিসঙ্কটবুদ্ধি নামক কোনও শিষ্য গৃহে যাইবার অনুমতি চাহিলে, মধ্বাচার্য্য 'পুরুষোত্তমরক্ষা' উপদেশ করেন। অতঃপর কতকগুলি শিষ্য সমভিব্যাহারে উত্তরদিকে বদরিকাশ্রম-পার্শ্বস্থ নারায়ণমন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভারতখণ্ডমণ্ডন নারায়ণের সমীপে গোপনে নারায়ণগীতাভাষ্য বলেন এবং নারায়ণের ইচ্ছানুসারে ইহা হইতেও মধ্বের অধিক সামর্থ্য-দ্যোতক 'লেশতঃ' এই পদটি গ্রন্থনামের অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করেন। শিষ্যেরা ইহা লুকাইয়া শুনিতেন বলিয়া নারায়ণের আদেশানুসারে উক্ত 'লেশতঃ' নারায়ণগীতা-ভাষ্য প্রবচন নামে সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এইরূপে বদরিকাশ্রমপার্শ্বে মধ্বাচার্য্য প্রত্যূষে অতিশীতল গঙ্গাজলে অবগাহন, কাষ্ঠমৌন, উপবাসাদি ব্রত এবং নারায়ণসেবাদি করিয়া শিষ্য-শিক্ষার্থ প্রবচন লিখিতে লিখিতে একদিন বিষ্ণুর আদেশক্রমে শিষ্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে সন্দেহ জানাইয়া ব্যাসাশ্রম দেখিতে ধাবিত হইলে শিষ্যেরাও ক্রন্দন করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হন, কিন্তু তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দুরন্ত পার্ব্বত্য গঙ্গা পার হইয়া পর্ব্বতোপরিভাগে অধিরূঢ় হইয়া বহু পশ্চাদ্বর্ত্তিশিষ্যদিগকে হস্তসঙ্কেত দ্বারা বারণ করিলে শিষ্যেরা নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তনপুরঃসর গুরুদেবের লম্ফপ্রদানবার্ত্তা সাধারণ্যে প্রচার করে। মধ্বাচার্য্যও সিংহ-ব্যাঘ্র-সর্পাদিশোভিত শ্রীকৃষ্ণা-বাস হিমালয়ের শিখরে অধিরূঢ় হইয়া অতিরম্য পর্ব্বতের স্থানবিশেষে উপনীত হন।

সপ্তম সর্গে ৫৯ শ্লোকে ক্রমশঃ হিমালয়ের অন্তভাগে হিম, বর্ষা ও রবি-তেজঃশূন্য অপেক্ষাকৃত সমতল বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়া সর্ব্বদাই যাগতৎপর

ঋষিগণ কর্ত্তৃক সাশ্চর্য্যনেত্রে ও পরম বর্ণনীয়রূপে অবলোকিত হইয়া মধ্বাচার্য্য পারিজাতপাদপবদরীকাননমধ্যবর্ত্তিবেদিকোপরি সপ্তর্ষিপরিবৃত বেদব্যাস-দেবকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে দর্শন ও প্রভা-প্রতিভাদির অলৌকিক আশ্রয়রূপে বর্ণন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিলে স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাস সেই ভাগ্যবান্‌কে আলিঙ্গন ও বিনীতভাবাপন্ন শিষ্য দ্বারা আসন প্রদান করেন। কলিযুগে অন্যের দুর্দর্শ বেদব্যাস-দেবের সহিত আনন্দতীর্থ পরমানন্দে সেই আশ্রমে জাজ্বল্যমানরূপে সৌদামিনী ও মেঘের ন্যায় মিলিত-ভাবে বিরাজ করিতে থাকেন।

অষ্টম সর্গে ৫৪ শ্লোকে অতঃপর আনন্দতীর্থ গৌরববোধে পরম জ্ঞানাম্বুধি বেদব্যাসের শিষ্যতা স্বীকার করতঃ অশেষ শ্রুতির পরমার্থ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি-বৈশিষ্ট্য লাভ করেন এবং ব্যাসদেবের সহিত শ্রেষ্ঠ-আশ্রমে গমনপূর্ব্বক আদিপুরুষ তাপসমূর্ত্তি নারায়ণকে বিকসিতনয়নে দর্শন করিয়া প্রভুর ব্রহ্মাদি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি কর্ত্তৃত্ব এবং সেবকদিগের বিমুক্তির জন্য সেই সেই প্রসিদ্ধ অলৌকিক ক্রিয়াসামর্থ্য, হয়গ্রীব বরাহ কূর্ম্ম নৃসিংহ বামন পরশুরাম রাম শ্রীকৃষ্ণ এবং মহিদাস পৃজা বিষ্ণুযশঃ পুত্ররূপে পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসু সনকাদিবন্দিত বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ মূলবিগ্রহ নারায়ণের অবতার ও অলৌকিক কার্য্যসমূহ স্মরণ ও কীর্ত্তন করতঃ বার বার প্রণাম করিলে আদিনারায়ণ তাঁহাদিগের দুইজনকে আদরপূর্ব্বক সমীপে উপ-বেশন করান। আদি নারায়ণ আনন্দতীর্থকে ধরাবতরণের কার্য্যস্বরূপে স্বজনমুক্তির জন্য নিজ ইচ্ছানুসারে ব্যাসসূত্রভাষ্য ও বিশুদ্ধ শ্রুতি স্মৃতি সমাবেশ করিতে আদেশ করিলে তিনি জগতে বিষ্ণুভক্তিপর সুজনের অসদ্ভাব হইয়াছে জানাইলে অনন্তগুণ ও অনন্তরূপ আদিবিষ্ণু, জগতে সজ্জন আছেন এবং তাহাদিগের দ্বারা তোমার মত অবলম্বিত ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইতে

পারিবে অতএব তুমি জগতের হিতার্থে ধর্ম্ম,প্রচার কর, মধ্বাচার্য্যকে এইরূপ আদেশ করিলে তিনি তাঁহাদিগের সান্নিধ্যত্যাগে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন ও পরে তাঁহাদিগের দিব্যজ্যোতি দ্বারা পরম জ্ঞান লাভ করতঃ জগতে বেদব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তৃতীয় সানন্দ পুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

নবম সর্গে ৫৫ শ্লোকে অতঃপর আনন্দতীর্থ ব্যাসদেবের সহিত আদিনারায়ণাশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমনকরতঃ ব্যাসমুখে অখিল শ্রাব্য শ্রবণপুরঃসর মানসপটে ব্যাসদেবকে পরিত্যাগ না করিয়াই প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমনাভিলাষী হইয়া সেই ধীর প্রশান্ত-মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গীগণকেও অক্লেশে অবতরণ করাইয়াছিলেন। অগ্নিশর্ম্মপ্রমুখ পাঁচ ছয় জনের অন্ন একাকী ভোজন করিয়া আনন্দতীর্থ নিজের বায়ুর অবতার ভাব সূচনা করিতেন এবং ব্যাসদেবের একান্ত অভিপ্রেত অনন্তগুণ বাসুদেবের সকল দোষরাহিত্য, জ্ঞানভক্তিবিতরণ-ক্ষমতা এবং অনন্তকালীন সুখদান-ক্ষমতা প্রকাশ-পূর্ব্বক বেদবাক্যের অনুবাদ এবং স্মৃতিবাক্য দ্বারা ও সরলভাবে সুন্দররূপে তাহার সমর্থন করেন, যাহা বালকেরও শ্রবণমাত্রে উপলব্ধি হইতে পারে এবং যাহা তার্কিকগণ বহু বচনোপন্যাসেও মানবগণের এমন কি সুধী-গণেরও হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন নাই। মধ্বশিষ্য সত্যতীর্থ একবিংশতি প্রকার কুভাষ্যের দূষক ব্রহ্মসূত্রগণের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, যাহার একাক্ষর মাত্র লিখিলে গঙ্গাতীরে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠাতার সুফল এবং কুশলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধ্বাচার্য্য গুরুর আদেশে বহু দেশ অতিক্রম করতঃ গোদা-বরী নদী বন্দনাপূর্ব্বক রজতপীঠপুরাভিমুখে অবিলম্বেই প্রস্থান করেন। পথে পাণ্ডিত্য খ্যাতিলাভের আশায় যে সকল অষ্টাদশ-শাখাবিৎ পণ্ডিত স্ব স্ব রচিত শ্রুতিব্যাখ্যা মধ্বের নিকট উপস্থিত করিলেন তাহা শুনিয়া

মধ্বাচার্য্য সেই সকল ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিলে তাঁহারা পরাজয় স্বীকারকরতঃ মধ্বাচার্য্যের সর্ব্বজ্ঞতার ব্যাখ্যানপূর্ব্বক প্রণত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বেদ, পুরাণ, ভারতশাস্ত্রকুশল শোভন ভট্ট, বিশেষ ও বহুলভাবে প্রণত হইয়া মধ্বাচার্য্যের শিষ্য হইয়া মাধ্বভাষ্য শ্রবণ পূর্ব্বক অন্য ভাষ্যে আস্থাশূন্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববিচারে উপস্থিত পণ্ডিতগণের মধ্যে যে ছয় জন ছিলেন তাঁহা-দিগের মধ্যে শোভন ভট্ট কালখণ্ডনবিচারে প্রবৃত্ত হন। সেই ভট্ট-পণ্ডিত অন্যান্য স্থানে সভামধ্যে প্রতিপক্ষগণের মত চূর্ণ করিয়া মধ্বা-চার্য্যমতে আনয়ন করিয়া পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বলিতেন, তাঁহারা অতি নীচ এবং অপণ্ডিত, যেহেতু যাঁহারা দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খকে চূর্ণ করিতে না পারিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন তাঁহারা শঙ্খচূর্ণকারী নহেন। আমার গুরুর ভাষ্য অমূল্য। ইহা অন্যান্য ভাষ্যের ন্যায় বিক্রেয় নহে, পরন্তু ভাগ্যসূচক ও সেবনীয় এবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ, বিশেষতঃ যাঁহারা উত্তমগুণ নারায়ণের অথবা আচার্য্যের অনুকরণ করিবে তাঁহারাই বরেণ্য। তিনি উচ্চ হিমালয় হইতে আবির্ভূত প্রহ্বীভূত ব্যক্তিগণকে উপদেশ ও দর্শন দ্বারা কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং অলীক অভিমানিব্যক্তিগণ সদা সন্তপ্তই হইয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্য রজতপীঠাসনে উপস্থিত হইয়া ইষ্টদেবদর্শনে পরমানন্দে অশ্রুবর্ষণ করেন, পরে গুরুদেবকে প্রণাম করেন এবং কালবলে বিস্মৃত-প্রায় ভাষ্য গুরুদেবকে সবিনয়ে পুনরায় শ্রবণ করাইলে গুরুদেব দোষ-শূন্য হইয়া পরমআনন্দময়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

আনন্দতীর্থ পাপিদিগের ও সজ্জনের পক্ষে দুই প্রকার রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহাতে উভয়ের পক্ষে ইষ্টলাভ ঘটে; পরে রৌপ্যপীঠপুরে

সিদ্ধিবিঘ্নকরমুখদোষনাশক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রস্তরময় শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী সংশোধন করতঃ সেই প্রস্তর মূর্ত্তি একাই মঠে লইয়া যান এবং প্রতিষ্ঠা করেন—যাহা ত্রিশ জন বলবান্ লোকেও বহন করিতে অসমর্থ।

অতঃপর আনন্দতীর্থ যাগবিরোধি পাপপুরুষের উচ্ছেদের জন্য গুরু-দ্বারা পরম আড়ম্বরে বাসুদেব-যাগ করান এবং রাত্রিকালে বৈশ্বদেবাদি বলিপ্রদান করেন। বিশ্ববেত্তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই যাগে হোতা হইয়া দেবগণকে সন্তুষ্ট করেন।

এইরূপে কর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞান-সহকারিতা প্রকাশপুরঃসর আনন্দতীর্থ পুনর্ব্বার পরমাশ্রম গ্রহণ করিয়া গুরুর আশ্রম হইতে গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া এবং পরে শিষ্যবর্গের সহিত রজতপীঠপুরাশ্রমে গমন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু স্ব-ভক্তরাজ আনন্দতীর্থের যশঃ-প্রভৃতির পরম পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্যজীবনে সভামধ্যে দ্বৈতবাদ বিচার লইয়া একবার গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষের সহিত তর্ক উপস্থিত হয় ও মনোবিরোধ ঘটে ; ফলে গুরুদেব পুনরায় নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া পুনরায় নিজেই বিবাদ মিটাইয়া দেন। মধ্বাচার্য্যজীবনে বহুবার আচার্য্যের দেবশরীরে প্রবেশ উপলব্ধি করা যায়।

দশমসর্গে ৫৬ শ্লোকে ক্রমে বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় দেশে দেশে ভৃগুবংশ-কেতু মধ্বাচার্য্য সভামধ্যে বিবক্ষুশিষ্যপ্রশিষ্যাদিদ্বারা মঙ্গলাচরণ-বোধে নমস্কৃত হইতেন এবং তাঁহার চরিত্রের এই অংশটী অগণিতগুণগণের মধ্যে কীর্ত্তিত হইত। কোনদিন ঈশ্বরদেবনামক কোনও রাজা, পথিক দ্বারা পুষ্করিণী খনন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকালোপস্থিত মধ্বাচার্য্যকেও খনন করিতে আদেশ করিলে মধ্বাচার্য্যের উপদেশানুসারে

রাজা খননকার্য্যের রীতিদর্শনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া খননকার্য্যে বিরত হইতে সমর্থ হন নাই, কারণ বায়ুই প্রাণ, সুতরাং ইহাঁর দ্বারা কোন্ ব্যক্তি না চালিত ? বিশেষতঃ প্রাণহীন ব্যক্তিরাই অচল ও অক্ষম। যে বায়ু যমশেষ-রুদ্রাদি দেবাদৃত সকল প্রাণির প্রাণস্বরূপ, যাহাকে স্মরণ করিলেও দুঃখ দূর বা মুক্তিলাভ হয় সেই বায়ুই মধ্বাচার্য্য। নিখিল বেদদ্বেষিগণ পরাভূত হইলে কোনদিন আচার্য্য কতকগুলি প্রিয়শিষ্যসংবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদিগের নিষেধবাক্য উপেক্ষা করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য গঙ্গা অতিক্রম করেন। পরপারবর্ত্তিরাজপুরুষেরা আচার্য্যকে শত্রুরাজা এবং তৎপশ্চাতে গঙ্গাসন্তরণকারিশিষ্যদিগকে তাঁহার সৈন্য ভাবিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আচার্য্যের যুক্তিযুক্ত রাজদর্শনেচ্ছা-দ্যোতক-বাক্যশ্রবণে নিরস্ত হয়; এমন কি শিষ্যদিগকে জল হইতে তুলিয়া রাজসমীপে লইয়া যায়। প্রাসাদোপরিস্থিত হইয়া রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত অধিগত হন এবং ভৃত্যদিগকে পূর্ব্বে হত্যা না করার জন্য অভিযোগ করিলে আচার্য্যের সুমিষ্ট অথচ যুক্তিমৎবাক্যশ্রবণে রাজা স্বয়ং রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আচার্য্যকে প্রদান করেন। আচার্য্য বিপদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া নিজ উত্তরদিক্ প্রস্থানাভিপ্রায়ের বিঘ্ন হইলেও লোকের উপকার করিয়াছিলেন।

একদা আচার্য্য কতকগুলি চোর আসিয়া উপস্থিত হইলে একাই তাহাদিগের দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পেষণ পূর্ব্বক সংহার করেন এবং অপর দিন এইরূপ উদ্যতকুঠার কতকগুলি তস্করকে একটী শিষ্যদ্বারা সংহার করান এবং অপর আর একদিন কতকগুলি দস্যু তাঁহাকে শিলাভ্রমে ত্যাগ করিয়া যায় এবং পরে আসিয়া আবার নমস্কার করে।

একদা হিমালয়ে একটী ব্যাঘ্রাকার দৈত্য হিংসাবশতঃ সংহার করিতে আসিলে আচার্য্য তাহাকে গিরির অপর পার্শ্বে একহস্ত দ্বারা নিঃক্ষেপ করেন।

আচার্য্য ব্যাসদেবের নিকট কতকগুলি নারায়ণশিলা বিগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁহার আদেশে মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয় করতঃ পঞ্চমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পুনরপি আদিনারায়ণ দর্শন করতঃ স্বয়ং গঙ্গা উত্তরণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে আচার্য্যের অদর্শনে ক্রন্দনপর নিষ্প্রভ-নয়ন অনুরক্ত শিষ্যদিগকে তীরবর্ত্তী গুণাকৃষ্ট বীরপ্রধান বিস্মিত রাজগণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অসিক্তবস্ত্রে গঙ্গার পরপারে লইয়া গিয়াছিলেন। শিষ্যেরা আচার্য্যের বিরহভয়ে অতিদ্রুত গমন করতঃ একস্থানে রাত্রিকালে দীপপ্রভোদ্ভাসিত সভামধ্যে বহুরাজা ও পণ্ডিতগণ-পরিবৃত আচার্য্যকে নানাবিধ বেদ ও তাহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে দেখিয়াছিলেন।

ক্রমে আচার্য্য শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজধানী গঙ্গার শাখা ও সরস্বতী নদী-পরিবেষ্টিত হস্তিনাপুরে গিয়া গঙ্গাতীরে একমাস বাস করিয়া বারাণসীধামে উপস্থিত হন এবং একদা মল্লক্রীড়ায় আহূত পঞ্চদশজন বীরযুবক শিষ্যগণ আচার্য্যকে উঠাইতে এবং নড়াইতে না পারিয়া মরণভয়ে সান্নুনয়ে আচার্য্যের হস্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

অমরাবতীপদ নামক কোন দিগ্বিজয়ী যতি আচার্য্যের সমীপে জ্ঞানে কর্ম্মের সহযোগিতা ও জ্ঞানপদার্থ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করিয়া পরাভূত ও জ্ঞানহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হন।

ব্যাসশিষ্য মধ্বাচার্য্য প্রত্যেক সভায় বিরাজমান হইয়া শ্রীহরির সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিকর্ত্তৃত্বগুণ ও গুণাভাব প্রতিপাদন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ি-সামর্থ্য, একমাত্র পূজনীয়তা ও তদনুরক্ত সজ্জনপালন ও দুষ্টদমন প্রভৃতি পরমধর্ম্ম এবং মায়াগ্রস্তজীবের পরম দুর্দ্দশা জগতে প্রচার করতঃ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তিবধাদি বিচিত্র অতীতকীর্ত্তিসমূহ স্মরণ করতঃ আনন্দিতচিত্তে দ্বারকাপুরাভিমুখে গমন করিয়া কৃষ্ণপুরীর উদ্দেশে নমস্কার করেন এবং কায়ব্যূহ অবলম্বন করতঃ অন্তর্হিত হইয়া নিদ্রিত স্থানান্তরিত শিষ্যগণদ্বারা অলৌকিক সামর্থ্যবলে ভোজ্য আনয়নপূর্ব্বক ব্যাসদেবকে নিবেদনপূর্ব্বক ভোজন করিতেন। ক্রমে ইষুপাতনগরে বৃহৎ বৃহৎ সহস্রসংখ্যক কদলী ভোজন করেন এবং গোবাখ্য ভূমিভাগে উপস্থিত হইয়া শঙ্করপদশর্ম্মোপনীত চারি সহস্র কদলীফল ভোজন এবং ৩০ কলস জল পান করেন।

আনন্দতীর্থ কোনও সভায় মানবের নিদ্রাকর্ষক সঙ্গীত দ্বারা বৃক্ষকে পুষ্পিত এমন কি ফলান্বিত করিয়াছিলেন।

ভূতলে অবতীর্ণ দেবগণ প্রধান অরিকুলসংহারক উন্নত প্রশস্ত বাহ্যাভ্যন্তরশালী সতত হরিসংকীর্ত্তনপরায়ণ মধ্বাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণমননকীর্ত্তন-যোগ্য সকলাভীষ্টপ্রদ চরিত্রবর্ণনাদি দ্বারা জগৎকে আনন্দময় করিয়াছিলেন।

একাদশ সর্গে ৭৯ শ্লোকে কদাচিৎ সেবকবৃন্দ আনন্দতীর্থের সমীপে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে অনন্তদেব আন্তরপ্রবচন নির্ম্মাণ করিয়া অতি উচ্চধাম সনকাদি ঋষির সহিত লাভ করিয়া মুনিগণের অভিবন্দনীয় এবং বরদায়ী হইয়াছেন; আপনার প্রবচনপাঠে কি ফললাভ হইবে, তদুত্তরে আনন্দতীর্থ স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতেও মানবের অবর্ণনীয়রূপে উচ্চ বিষ্ণুলোকলাভ প্রবচনশ্রবণফল বর্ণন পুরঃসর

প্রবচন-প্রতিপাদ্য স্বশরীরবর্ত্তিবিষ্ণুমূর্ত্তির অনুসরণকারি শুক্ল এবং রক্তবর্ণ-গৃহময় মণিময়প্রাকার প্রতিবিম্বতুল্য বিষ্ণুলোক এবং তাহার সহিত অসংস্পৃষ্ট ব্রহ্মাদি মুক্তপুরুষগণের বাসভবন, সহস্রকিঙ্করীবৃত শ্রীর বিষ্ণু-পরিচর্য্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে মুক্তদম্পতির বিহারসুখমাত্রময় ষড়্ঋতুর সর্ব্বদা শোভা এবং সংকল্পমাত্রে সকল সুখের সমবধান ও বিষ্ণুর নানাবর্ণাদি বিবিধ বৈভবপ্রসূতরূপাদি বর্ণনা করিয়াছিলেন। যে লোকে স্ত্রীস্বাধীনতায় পুরুষের ঈর্ষাদি উদ্রিক্ত হয়না সেই গোলোক-পার্শ্ববর্ত্তি অধিকারানুযায়ী উচ্চাবচ স্থানলাভই মোক্ষের নামান্তর।

দ্বাদশ সর্গে ৫৪ শ্লোকে আনন্দতীর্থ এইরূপে বেদের স্বারসিক অর্থ প্রচার ক'রলে ক্ষোভযুক্ত মায়াবাদিগণ, প্রায়শঃ বৈষ্ণবধর্ম্মনিরত ব্যক্তি-সকলকে বাধ্য করিবার জন্য স্বাভিপ্রায়ও ব্রহ্মের ন্যায় অবাঙ্মনসগোচর সুতরাং ব্যাস, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি বেদের যাথার্থ্য প্রকাশ ক'রতে সক্ষম নহেন এবং অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিই সর্ব্বব্যবহারসাধক অদ্বৈতবাদে সাধ্যসুপ্ত বা অনির্বাচ্য হইলেও পূর্ব্বমীমাংসা-মতাবলম্বী বা কর্ম্মিগণ দ্বারাই আমাদিগের দোষ অপসারিত হইতেছে, এইরূপ বেদান্তমত ব্যাখ্যাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত মানববৃন্দের মতিভেদ করিতে এবং বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিলে নিভৃতে পরামর্শ করিয়া পরমদুর্গতিলাভের জন্য প্রথমেই রৌপ্যপীঠপুরে পুণ্ডরীক-নামক কোনও বাসুদেব-দ্বেষী যতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার দ্বারা মধ্বাচার্য্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে ও পরে পরাস্ত হয়। অতঃপর আচার্য্য স্বমতে বেদব্যাখ্যা করিতে থাকিলে সভাসমাগত বেদপাঠীরা সবিস্ময়ে শ্রবণ করেন। বেদব্যাখ্যাদ্বারা ব্রহ্মাদি বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতা স্বরভেদ, গুণভেদে অবস্থাভেদ প্রভৃতি বর্ণিত হইলে দেবগণ রুদ্রকেও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আচার্য্য সভায় অধিকারী-

ভেদে গ্রন্থকারেরও দুর্বর্ণনীয় তিন প্রকার বেদব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে বিষ্ণু-ভক্তির উৎকর্ষপ্রদ উৎকৃষ্টব্যাখ্যালভ্য হইলে বিষ্ণুজিজ্ঞাসু সকল শ্রবণা-ভিলাষি ব্যক্তিকেই কৃষ্ণের মন্ত্রবর্ণ এবং অভিধেয়াদি উপদেশ দিয়াছিলেন বা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অতঃপর পাণ্ডিত্যাভিমানী পুণ্ডরীক পণ্ডিতের সহিত ঐতরেয়-সংহিতাস্থিত নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে মধ্বাচার্য্যের উত্তরে সভাস্থ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত মায়াবাদিপণ্ডিতটী অব্যুৎপন্ন এবং অসম্বদ্ধভাষী বলিয়া উপহসিত হন।

অতঃপর আনন্দতীর্থ স্বকৃত বেদব্যাখ্যা পদ্ম বা পদ্মপাদনামক শঙ্কর-শিষ্য দ্বারা দূষিত হইতেছে শুনিয়া সত্বর গুরুর সহিত উপস্থিত হয়েন ও দুই তিনটী বাক্য দ্বারা তাহার পক্ষীয় পণ্ডিতগণকে এবং পরে তাহাকে বাগযুদ্ধে পরাভূত করিয়া সৌশ্বাদনামক অল্পবয়স্ক স্বশিষ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সদস্যগণ কর্তৃক মায়াবাদিগণ দূরীকৃত হইলে আনন্দতীর্থ বহুধা সংস্তুত হইয়া প্রাগ্র্যবাট্ নামক মঠে যাইয়া বিষ্ণুসেবা করিতে থাকেন।

ত্রয়োদশ সর্গে ৬৯ শ্লোকে এইরূপে রাজগণপ্রণম্য পূর্ণপ্রজ্ঞ শিষ্যো-পদেশের জন্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিলে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আগত হইয়া স্বীয় রাজার সাদরাহ্বান অবগত করাইলে মধ্বাচার্য্য পশ্চিমদিগ্বর্ত্তি মদনদেবরাজার অখিলজনবন্দিত স্তম্ভপদোপসর্জ্জন নামক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। একরাত্রি বাস করতঃ গমনোদ্যত হইলে রাজা ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইলে তথায় তাঁহার গলায় পূর্ণপ্রজ্ঞ তুলসীর মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং পথে গুরুদেব ও নারায়ণকে গাড়িতে তুলিয়া টানিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পুস্তকসমূহ শিষ্যগণ কমণ্ডলুর সহিত বহন করিয়াছিল।

এইরূপে গুরুদেব ও ইষ্টদেবকে অমিতপ্রাণবলে বহন করতঃ মদনেশ্বর বল্লভরাজ্যে অতিক্রমকারী আচার্য্যের সহিত জয়সিংহ স্বীয় যানসৈন্যাদি দূরে রাখিয়া প্রণত হয়েন এবং তাঁহার অনুগম্যমান হইয়া বিষ্ণুমঙ্গলের পার্শ্বে উপনীত নিজ বক্ষঃস্থলোচ্চ জনতা কর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান হইয়া সেই সকল পরমমুক্তলক্ষণসম্পন্ন মধ্ব বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া জয়সিংহ রাজের সহিত উপবেশন করতঃ প্রধানশিষ্যপঠিত ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন ও শ্রোতৃবর্গের অপার আনন্দ বিধানকরতঃ বিপুল যশোলাভ করেন।

অঙ্গিরাবংশোৎপন্ন লিকুচবংশজাত গুহ নামক মহাপণ্ডিত সাধ্বী স্ত্রীর সহিত হরি ও শঙ্করকে উপাসনা করিয়া শৈশবে অনবরত সংস্কৃত পদ্য-বাদী ত্রিবিক্রম নামক একটী পুত্ররত্ন লাভ করেন এবং তিনি দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদে সংশয়াপন্ন হইয়া পরিষৎপদ পদপত্তনে মায়া-বাদিগণের উত্তেজনায় আচার্য্যের শিষ্যদিগের সহিত বহুল তর্ক উপস্থিত করিয়াও সন্দিগ্ধ ভাবেই প্রস্থান করেন। বিষ্ণুমঙ্গলে উপস্থিত আচার্য্যের সমীপে ত্রিবিক্রম আসিয়া প্রণতভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হন।

চতুর্দ্দশ সর্গে ৫৫ শ্লোকে সভামধ্যে আচার্য্যের মধুরবাক্যে সকলেই আনন্দিতচিত্তে অবস্থান করিলে শত্রুগণ কর্ত্তৃক কুমন্ত্রণা দ্বারা অপহৃত শিষ্য-হস্তগত গ্রন্থসকল আচার্য্য স্বভক্ত শঙ্করাচার্য্য দ্বারা উদ্ধার করেন এবং গ্রাম-জন পরিবৃত চোর সভাস্থলে উপনীত হইয়া আচার্য্য-পদতলে পতিত হইলে ত্রিবিক্রম এবং মধ্ব ক্ষমা করেন। মহাকবি ত্রিবিক্রম শঙ্করকে একটী উত্তম শ্লোক দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাতে ত্রিবিক্রমাচার্য্যের উক্ত কবির গুণজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিষ্ণুমন্দিরগ্রামে আনন্দতীর্থ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যূষকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যোগ স্নান ও প্রশস্ত ভাবে বিষ্ণুপূজা ভাগবতব্যাখ্যাদি

যাবতীয়বৈধ বিষ্ণু-প্রমোদ্দীপক কার্য্যানুষ্ঠান করতঃ কবিবর্ণিত পরমরমণীয় কতিপয় দিবা যামিনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা তৎপ্রদেশস্থ যাবতীয় মানব মায়াবাদরহিত বিষ্ণুপ্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিষ্ণু-ভজন পরায়ণ হইয়াছিলেন এমন কি আনন্দতীর্থ মুখোত্থিত বেদ-ব্যাখ্যাচ্ছলে ভগবান স্বয়ংই স্বীয় আনন্দ-সৌরভ দিগদিগন্তে বিস্তার করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ সর্গে ১৪১ শ্লোকে পূর্ণপ্রজ্ঞ স্বরচিত ভাষ্যের বিস্ময়জনক ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে ত্রিবিক্রমকে শত্রুপক্ষাশ্রয়ে স্পর্দ্ধার সহিত তর্কযুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া আনন্দতীর্থ অতি সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্তভাবে পরমতত্ত্বনিরাকরণপুরঃসর স্বমতপ্রকাশক বচনাবলি প্রকাশ করেন, তাহাদ্বারা মধ্বাচার্য্য-রচিত গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক এবং সমষ্টিগত (মত প্রকাশ) তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় এবং সাত আট দিবস স্বমত ব্যাখ্যা করিলে ত্রিবিক্রমার্য্য আচার্য্যের শিষ্য হয়েন এবং গুরুর অনুমতিক্রমে গুরু-প্রণীত প্রবচন ভাষ্যের একটী অতি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন। অতঃপর মধ্বাচার্য্যের হরিপাদাসক্তচিত্ত মাতাপিতা পরলোক গমন করিলে ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৃহে বাস করিতে থাকেন। পরে দৈবদুর্বিপাকে তাঁহার সমগ্র গৃহস্থোপযোগী দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায় এবং বিরক্ত হইয়া আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইলে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন। শরৎকালের পর আচার্য্য নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ভ্রাতাকে যতিধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ও শ্রীবিষ্ণুতীর্থ নাম প্রদান করেন এবং দুই ভ্রাতায় ভ্রমণ করিতে করিতে হরিশ্চন্দ্র পর্ব্বতে উপস্থিত হন এবং পঞ্চ দিবসানন্তর পঞ্চগব্য পান, শুদ্ধজল পান প্রভৃতি দুষ্কর ব্রত গ্রহণ করেন। বিষ্ণুতীর্থও প্রাণায়াম যমসংযমাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করতঃ মুকুন্দে নিমগ্নচিত্ত হইয়া ভগবান তথা আচার্য্যের পরম প্রসাদ লাভ করেন। অনিরুদ্ধ নামক প্রিয়তম শিষ্য উপস্থিত হইয়া

আচার্য্যকে রৌপ্যপীঠালয়ে লইয়া যান। কবীন্দ্রতিলক পদ্মনাভতীর্থ প্রভৃতি ইঁহার প্রধান প্রধান শিষ্য ছিলেন। পদ্মনাভ তীর্থ পরানু-ব্যাখ্যার একখানি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের নানাদেশে নানাবিধ শিষ্য হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই আচার্য্যের অনুকরণে বিষ্ণুর উপাসনাদি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামোপাসক শিষ্যসম্প্রদায় অদীর্ঘান্য নামে অভিহিত হইত। লিকুচ-বংশীয় তিন জন মধ্বাচার্য্যের প্রধান গুণানুকারী শিষ্য হয়েন। অতঃপর আচার্য্য কান্বতীর্থের সমীপবর্ত্তিমঠে অবস্থান করতঃ শিষ্যপ্রশিষ্য-সেবিত হয়েন। ত্রিবিক্রমার্য্যের সহিত বিচারস্থলে আচার্য্য যে সকল উপদেশ দান করেন তাহার সারমর্ম্ম যাহা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য। অনন্তগুণ নারায়ণই বেদ-প্রতিপাদ্য। প্রধানের জগৎ কারণতাবাদ ও দৃষ্টান্ত। সিদ্ধিনিবন্ধন তন্নিরাকরণ, সৃষ্টির চেতনেচ্ছা প্রয়োজ্যতানুমান ও তৎপ্রসঙ্গে বিশ্বের সর্ব্বজ্ঞ কার্য্যতা ও ঈশ্বরসিদ্ধিপক্ষে সদৃষ্টান্ত ন্যায়োপন্যাস, বেদমূলক বেদেব প্রামাণ্য ও তদিতর বেদের অপ্রামাণ্য। ব্রহ্মাতিরিক্ত কারণের পরিণামিত্ব-সাধনে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত ও প্রতিজ্ঞাদ্যুপন্যাস। রুদ্রাদিদেবতার বিশ্বস্রষ্টৃত্বাভাবসাধক যুক্তি, পরকীয়মতে ঈশ্বরের সুখাদি শূন্যতানুমান, সাধক যুক্তি ও তৎখণ্ডন পক্ষে স্বীয় যুক্তির উপন্যাস পুরঃসর ঈশ্বরের সর্ব্বপুণ্যময়ত্ব সাধন-ন্যায়োপন্যাস। তৎপ্রসঙ্গে সুখের দুঃখাভাববিনাভাবদিনিরূপণ।

সমবায়সম্বন্ধে ঐক্যনিবন্ধন ঈশ্বরে দুঃখাপত্তি এবং ঔপাধিক ভেদ নিরাকরণ। সম্বন্ধের সম্বন্ধাপেক্ষায় অনবস্থাদি নিবন্ধন ঈশ্বরে গুণ-প্রাচুর্য্য উহা গুণভেদ নিবন্ধন নহে পরন্তু বিশেষমাত্রনিবন্ধন।

• শূন্যতত্ত্ববাদ আগমবিরোধীদিগেরই। তাহারা মাধ্যমিক এবং ব্যক্ত ও প্রচ্ছন্ন দুই ভাগে বিভক্ত। প্রচ্ছন্ন মাধ্যমিকগণ বেদান্তিনামে অভিহিত কারণ তাহারা ব্রহ্মনামদিয়া শূন্যকেই বুঝাইবার নিমিত্ত বেদের অপদর্থ করে। বিবর্ত্ত ও নির্ব্বিশেষবাদি উভয়েই মাধ্যমিক তুল্য বেদাপরাধী অসুরবিশেষ। ইহাদিগের প্রত্যেকের ন্যায়োপন্যাস পুরঃসর বাধকযুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে বা তাহাদিগের হেতুগুলিকে সৎপ্রতিপক্ষিত করা হইয়াছে। প্রথমেই শূন্য বা অনির্বচনীয় বস্তুর কারণতা ও অধিষ্ঠাতৃত্ব নিরাকরণ-যুক্তি এবং তৎপ্রসঙ্গে বিশ্বসবিতৃজ্ঞানাধারের মূলকারণতা নিয়ম।

অতত্ত্বাবেদকতানিবন্ধন মাধ্যমিকসম্প্রদায়মতে অর্থতঃ বেদের অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারণ এবং তৎপ্রসঙ্গীয় ত্রিবিধলক্ষণার পরমতে অনুপাদেয়তা প্রভৃতি নির্ণয়পুরঃসর বেদের অখণ্ড ব্রহ্মবাদ ও শূন্যবাদ-সামর্থ্যাদি নিরাকরণ। ভাব ও অভাব পদার্থ বিচারপ্রসঙ্গে শূন্য ও অনির্বচনীয় ব্রহ্মবাদের বেদাপ্রতিপাদ্যতা সুতরাং তদ্বাদি প্রমুখ বৌদ্ধগণের নাস্তিক্য ঘোষণা।

ব্রহ্মবাদির শূন্যবাদৈক্যপ্রসঙ্গে ব্রহ্মের সত্ত্বনিরাসপ্রযুক্ত উভয়ের হেতুসাম্য ও হেত্বাভাসাদি নির্ণয়। বেদের অপ্রামাণ্যে ধর্ম্মাদির অপ্রামাণ্যোপপত্তি। প্রত্যক্ষমাত্রবাদিদিগের ধর্ম্মভাবে প্রমাণাভাব। বদ্ধে দুঃখব্যাপ্ত সুখদর্শন করিয়া মুক্তের সুখাভাবাদি সাধকও শূন্যবাদী বা নাস্তিক। দেহবানের উর্ম্মিমত্তা নিয়মে অশুদ্ধ দেহবত্তাই উপাধি এবং ঈশ্বরে ব্যভিচারাদি প্রদর্শনপুরঃসর ঈশ্বরের দেহসত্তাপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন।

ঈশ্বর ও মুক্তদেহের জ্ঞাত্র্যাদি স্বরূপ নির্দ্ধারণ অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বই ঈশ্বর ও মুক্তের দেহ, তাহা প্রাকৃত নহে। অবয়বী হইতে অভিন্ন মুক্ত বা ঈশ্বরের চিন্ময় অবয়ব আছে (এতদ্দর্শন সম্মত) সুতরাং বিলক্ষণাবয়ব-কৃত বিনাশিত্বাপত্তি নাই। মুক্তের ঈশ্বর বৈলক্ষণ্যনির্ব্বাহক যুক্তি ও

ঈশ্বরের দুঃখসম্ভিন্নসুখবাধক ব্যভিচারজ্ঞানাদি নিরূপণ পুরঃসর বিষ্ণুর শুদ্ধ চিদ্দেহেন্দ্রিয় ভোগ এবং স্বানন্দ বিষয় স্বরূপ মোক্ষদানক্ষমতা প্রভৃতি সাধক যুক্তি ও বেদতাৎপর্য্যাদি নির্ণয়।

ভাষ্যাদিগ্রন্থ হইতে দেব ও দেবী ভগবদনুগত, মধ্বাচার্য্যের অভিপ্রেত ইহা উপলব্ধি করা যায়। শিষ্যতাপ্রাপ্ত ত্রিবিক্রমার্যের বচনানুসারে মধ্বাচার্যরচিত ভাষ্যের ও অন্যান্য গ্রন্থাদির যুক্তিমার্গ অতি সুকঠিন বলিয়া মাধ্ব অনুব্যাখ্যা গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন। ইহা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ষোড়শ সর্গে ৫৮ শ্লোকে পূর্ণপ্রজ্ঞের মতানুসারে কোনও পণ্ডিত শিষ্য বেদান্তবেদ্য পুরুষের বন্ধমোক্ষবিধায়কতা বর্ণনামূলক টীকারচনা করেন। গোমতীতীরে শূদ্রজাতীয় কোনও রাজা আচার্য্যের সগুণেশ্বর-বিধায়ক শ্রুতিব্যাখ্যায় দোষ প্রকাশ করিতে বহু বাচলতা প্রকাশ করেন এবং বেদোক্ত ফলের ব্যর্থতায় সমগ্রবেদে অপ্রামাণ্য সূচনা করিলে শ্রুতিলভ্য-ফলে যোগ্যতা হইলে অধিকারী নিষ্কাম এইরূপ বাক্যদ্বারা তাহাকে নিরস্ত করেন এবং মন্ত্রবলে তৎক্ষণাৎ বীজ হইতে ফলসমন্বিত মহাবৃক্ষ সৃষ্টি করেন।

একদা অন্ধকার রাত্রে নিজ অঙ্গুষ্ঠনখকিরণালোকে ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছিলেন। ঘটনির্ম্মাণার্থ এক সহস্র লোক এক খণ্ড প্রস্তর আনিতে পথে প্রক্ষেপ করিলে জনসংঘ ব্যাকুল হয় এবং সাধারণের উপকারার্থ মধ্বাচার্য্য সেই প্রস্তরখণ্ডকে হস্তদ্বারা আনয়ন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলে তাহা অদ্যাবধি তাঁহার কীর্ত্তিসূচনা করিতেছে। কদাচিৎ অমাবস্যাতিথিতে আচার্য্য সিন্ধু উদ্দেশে শিষ্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন, এবং পথিমধ্যে সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইলে কন্ন সরোবরে স্নাতোত্থিত ব্যক্তিগণ মধ্যে তাহার তৎসাময়িক অম্লান নিবন্ধন কেহ কেহ দুর্জন নিন্দা

করিয়া অন্যান্য সমভিব্যাহারি ব্যক্তিগণ দ্বারা নিন্দিত ও আচার্য্য সংস্তুত হইয়া-ছিলেন এবং সিন্ধুতীরে উপস্থিত হইয়া ঐতরেয়সূক্তের বিস্তৃত ব্যাখ্য করেন।

সমুদ্রশব্দাতিশায়ি বেদব্যাখ্যা শ্রবণে সমাকৃষ্ট মানবসকল আচার্য্যের পদলগ্ন হইয়া প্রাতঃস্নানাদি বৈষ্ণবোচিত কার্য্যে আচার্য্যের অনুসরণে প্রযত্নবান্ হইয়াছিল। আচার্য্য স্নানার্থ সিন্ধুজলে অবতীর্ণ হইলে প্রবাহনিরুদ্ধ আচার্য্যের সুখবিধানার্থ তড়াগে অবতীর্ণ হয়। মহাযশঃশোভিত মধ্ব, শত্রুগণ বা উপহাসপরব্যক্তিগণকে উপেক্ষা করিলেও শত্রুগণ মহাপুরুষের বিরোধবুদ্ধিদ্বারা আত্মভাবই প্রকাশ করিয়াছিল।

একদা গণ্ডবাট নামক কোনও ব্যক্তি অগ্রজের সহিত আচার্য্যের বলপরীক্ষার জন্য সেবাব্যপদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই গণ্ডবাট পূর্ব্বে শ্রীকান্তেশ্বরসদনগ্রামে ত্রিংশ ব্যক্তির বহন-যোগ্য লৌহদণ্ড বহন করে এবং গুরুগদাঘাত দ্বারাই নারিকেল বৃক্ষে ফল পাতন করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা দুই সহোদরে বহুল চেষ্টা করিয়া আচার্য্যের কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিতে অসমর্থ ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইলে ছত্রের বায়ু দ্বারা কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আচার্য্যের চর্ম্মকাঠিন্য ব্যাখ্যা করতঃ ভূমিতলে উপবিষ্ট হইয়াছিল। বিশ্রামের পর আচার্য্যের মৃত্তিকারক্ষিত অঙ্গুষ্ঠ দুই ভ্রাতায় বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া কম্পনমাত্রেও অসমর্থ হইয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পরম অনুরক্ত হইয়া তাহাদিগেরই একজন আনন্দবশে অনায়াসেই প্রভুকে লইয়া রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। যে ব্যক্তি পঞ্চাশজনদুর্ব্বহবৃক্ষময়ী প্রতিমাকে একাকী বহন করিয়া গর্ব্বিত হইয়া আচার্য্যের অঙ্গুষ্ঠ চালনে অক্ষম হইয়াছিল সেই ব্যক্তিই শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া আচার্য্যের স্বর অতি উচ্চ এবং শ্রোতৃবর্গের অসহ্য হইলে আচার্য্যের কণ্ঠ নিষ্পীড়ন

করতঃ স্বরনম্রতা সম্পাদন করে। লেখনি দ্বারা আচার্য্যের লোম আকর্ষণ করতঃ কেহ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইত না। বলিষ্ঠ কতকগুলি ব্যক্তি ইহাঁর নাসাগ্রে একদা মুষ্ট্যাঘাত করিয়াও অপ্রসন্নতা সম্পাদন করিতে পারে নাই। যে স্থলে ভীমরূপেঃসহোদরাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিয়াছিলেন সেই পারন্তী স্বরসদনে গমনেচ্ছু আচার্য্য পথিমধ্যে গ্রীষ্মকালে সরিদন্তর নামক দেশে নিতান্ত জলাভাব অবলোকন করিয়া স্বীয় মন্ত্রপ্রভাবে মেঘবর্ষণ দ্বারা তত্রস্থ নদী পূর্ণ করিলে দুষ্টব্যক্তিগণ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হয় এবং উপেক্ষিত হইয়া প্রণত হইয়াছিল। অতঃপর আচার্য্য বৈদ্যনাথ ক্ষেত্রে যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণামৃত মহার্ণব রচনা করেন।

অতঃপর কতগুলি পণ্ডিত আচার্য্যকে যতি, অতএব মীমাংসানভিজ্ঞ বুঝিয়া মীমাংসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মধ্ব ছয় দিনের মধ্যে নারায়ণপর পূর্ব্বমীমাংসা সূক্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে তাহারা উক্ত অর্থ অস্বীকার করে পরে আচার্য্য তাহাদিগকে অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে পলায়ন করে। তিনি মীমাংসাতত্ত্বসার শিষ্য দ্বারা লিখাইয়া রাখেন।

এইরূপে ভুবনভ্রমণকারি আনন্দতীর্থ ভক্ত ও দরিদ্রদিগকে অন্নদান করতঃ স্বয়ং দেবভোগ লাভ করিয়াছিলেন। দেশে দেশে মানবগণ এমন কি স্বর্গে দেবতাগণও তাহার কীর্ত্তি-গাথা গন্ধর্বগীত শ্রবণ করিতেন।

ঐতরেয়োপনিষদ্ব্যাখ্যা সময়ে শিষ্যগণসংবৃত মধ্বাচার্য্যের সমীপে দেবগণ উপস্থিত হইলে তিনি বিষ্ণুলোকে বিজয় করেন।

মসৃণা ঃ—কৃষ্ণের মাতৃসমা গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক ঃ—

"বৎসলা কুশলা তালী মাহবা মসৃণা কৃপী"

অর্থভেদে ঃ—উমা, মশিনার তৈল (মেদিনী)।

মস্কর ঃ—গোপপতি নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক ঃ—

"ধুরীণধুর্ব্বচক্রাঙ্গা মস্করোৎপলকম্বলাঃ।"

অর্থভেদে ঃ—বংশ (অমর), রন্ধ্রবংশ (রাজনির্ঘণ্ট)।

মহাতম ঃ—মহামোহ বা ভোগেচ্ছা। ভাগবতে ৩।২০।১৮

সসর্জ্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ॥

শ্রীধর টীকায়ম-হাতমঃ ইতি মহামোহঃ।

মহামোহ ঃ—ভোগেচ্ছা। শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১২।২

সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথতামিস্রমাদিকৃৎ।

মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ॥

টীকায় শ্রীধর লিখিয়াছেন—মহামোহো ভোগেচ্ছা।

বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন - ভোক্তব্যবিষয়েষু মমত্বারোপঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে ঃ—মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা।

অবিদ্যাপঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

ইহা পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার অন্যতম। মুক্তজীবের মধ্যে এই অবিদ্যার স্থান নাই। অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধজীবই গ্রাম্যভোগসুখার্থী হন। ভা ৩।২০।১৮ ঃ—সসর্জ্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ॥

মালিকা ঃ—শ্রীকৃষ্ণের মাতৃসমা গোপললনা, কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোকে ঃ— "তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা"

অর্থভেদে—সপ্তলা, পুত্রী, গ্রীবার অলঙ্কার, পুষ্পমালা, নদীবিশেষ (মেদিনী), সুরা (হারাবলী), ক্ষুমা (শব্দচন্দ্রিকা) মালা।

মালিকা বিভিন্নপ্রকার—জপমালিকা, কণ্ঠে ধারণের মালিকা, তুলসী-কাষ্ঠমালিকা প্রভৃতি।

মাহবা ঃ—কৃষ্ণের মাতৃসমা গোপাঙ্গনা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোকে ঃ—

"বৎসলা কুশলা তালী মাহবা মসৃণা কৃপী।"

মুখরা ঃ—কৃষ্ণের মাতামহী বৃদ্ধা যশোদা-মাতা 'পাটলা'র সমবয়স্কা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক ঃ—

"ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা।"

মোহ ঃ—প্রাকৃত জড়শরীরে আমি বুদ্ধি, দেহসম্বন্ধি পুত্রকলত্রাদিতে আমার বুদ্ধি ও অপ্রাকৃত বস্তুতে ভোগ্যবুদ্ধি। ভাগবত ৩।১২।২ ঃ—

সসর্জাগ্রেহন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ॥

টীকায় শ্রীধর লিখিয়াছেন—মোহো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ।
বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন—দেহাদৌ অহংতারোপঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে—তমোহবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ।
অবিদ্যাপঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

ইহা পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার অন্যতম। মুক্তজীবের মধ্যে এই অবিদ্যার স্থান নাই। অবিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধজীবই দেহাদিতে আমি বুদ্ধি করে। ভা ৩।২০।১৮ ঃ—সসর্জ্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।

তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ॥

মুখ্যমুখ্যা ঃ—মুখ্যগোপীগণের সর্ব্বপ্রধানা শ্রীমতী রাধিকাই মুখ্যমুখ্যা। মুখ্যমুখ্যার অপর নাম পরমমুখ্যা. ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব-

বিভাগে প্রথম লহরীর প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ মুখ্যা গোপীগণের মধ্যে ত্রিবিধ বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মুখ্যা ঃ—গোপীগণের সর্ব্বপ্রধানা। ভবিষ্যপুরাণ উত্তর খণ্ডে দশটী মুখ্যা গোপীর উল্লেখ আছে ঃ—

গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা।
রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা॥

স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ সংহিতায় এবং দ্বারকামাহাত্ম্যে অষ্টগোপীর উল্লেখ ব্যতীত অন্যা ললিতা, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রার কথা শ্রুত হয়।

মুখ্যা গোপীর ভেদত্রয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে প্রথম লহরীর প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বর্ণন করিয়াছেন। মুখ্যমুখ্যা শ্রীমতী রাধিকা, মধ্যমমুখ্যা শ্রীললিতা ও শ্রীশ্যামলা এবং অবরমুখ্যা শ্রীতারকা ও শ্রীপালি।

রঙ্গাবলী ঃ—ইনি এবং অপর কোন কোন সখী, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় গীতসমূহে ধ্রুপদাদি তালে এবং বিচিত্র পদরচনায় বিশেষ সুদক্ষা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৬৬ শ্লোক ঃ—

বিচিত্রদেশীয়ে গীতে সুদক্ষা ধ্রুপদাদিষু।
রঙ্গাবলীপ্রভৃতয়ো যাঃ সখ্যশ্চিত্রকোবিদাঃ॥

রঞ্জনা ঃ—কৃষ্ণজননী যশোদার তুল্যা গোপিকা বিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬২ শ্লোক ঃ—পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী সুতুণ্ডাতুষ্টিরঞ্জনাঃ।

রোধ ঃ—নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃসম গোপবিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৮ শ্লোক ঃ—"সুপক্ষরোধহারীতহরিকেশহরাদয়ঃ"

অর্থভেদে ঃ—নদীতীর।

প্রয়োগ—রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

বৎসলা ঃ—কৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬০ শ্লোক—"বৎসলা কুশলা তালী মাহুবা মসৃণা কৃপী"

অর্থভেদে ঃ—বৎসকামা গো (হেমচন্দ্র)।

বিশালা ঃ—যশোদাসদৃশী গোপাঙ্গনা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬২ শ্লোক ঃ—"বিশালা শল্লকী বেণা বর্ত্তিকাদ্যাঃ প্রস্বপমাঃ"

অর্থভেদে ঃ—ইন্দ্রবারুণী (অমর), উজ্জয়িনী (মেদিনী), উপোদকী, মহেন্দ্রবারুণী (রাজনির্ঘণ্ট), তীর্থবিশেষ, দক্ষকন্যা।

বেশ্ম ঃ—নলখাগড়াতৃণনির্ম্মিত দণ্ডে স্তম্ভ রচিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র পুষ্পে আবৃত চতুঃখণ্ডী স্থানকে বেশ্ম কহে।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৬০ শ্লোকে ঃ—

শরকাণ্ডৈঃ কৃতস্তম্ভং চিত্রপুষ্পাদিসংবৃতৈঃ।
পুষ্পৈঃ কৃতচতুঃখণ্ডি বিবিধৈর্বেশ্ম ভণ্যতে॥

অর্থভেদে ঃ—গৃহ (অমর)।

প্রয়োগ ঃ—ছান্দোগ্য অষ্টম প্রপাঠক প্রথম খণ্ড ঃ—ওঁ অথ যদিদমস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

শঙ্কর ঃ—ব্রজরাজনন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক ঃ—"শঙ্কর সঙ্করো ভঙ্গো ঘৃণিঘাটিকসারঘাঃ"।

অর্থভেদে ঃ—শিব। শিবাবতার ভেদ। মঙ্গলকারক। শন্দ, প্রিয়ঙ্কর।

শঙ্কর-মঠ ঃ—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটী প্রধান স্থূল মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও তিনটী সূক্ষ্ম মঠ স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অসংখ্য শঙ্কর মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে 'গোবর্দ্ধন' মঠ, দক্ষিণ দিকে 'শৃঙ্গবের' মঠ, পশ্চিম দিকে 'শারদা' মঠ, এবং উত্তর দিকে 'জ্যোতিঃ' মঠ। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে 'সুমেরু' মঠ, পৃথ্বীতর রাজ্যে 'পরমাত্ম' মঠ, এবং তদতীত রাজ্যে 'সহস্রার্কদ্যুতি মঠ', এই কল্পিত মঠত্রয় ঊর্দ্ধলোকে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটি প্রধান শিষ্যকে ভারতের চারিদিকে চারিটী মঠে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চারি মঠকে পঞ্চোপাসকী সম্প্রদায় চারি ধাম বলেন। এই চারি মঠের অধীন ভারতবর্ষের দেশসমূহ অর্থাৎ পঞ্চোপাসক-গণের গুরুপীঠ। বৈষ্ণবগণের চারি ধাম বলিতে শঙ্কর মঠ বুঝায় না। চারিটী বিষ্ণুক্ষেত্রকে বৈষ্ণবগণ চারি ধাম বলেন।

বৈদিক সন্ন্যাসিগণ দশটী নামে অতি প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্ব্বকালে বৈদিক সন্ন্যাসিগণ কেহবা ত্রিদণ্ড, কেহবা একদণ্ড গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে উপাসনা-মার্গকে কর্ম্মকাণ্ডের অন্যতম জ্ঞানে জ্ঞানিসম্প্রদায় ত্রিদণ্ডগ্রহণের পরিবর্ত্তে ভক্ত ও কর্ম্মিত্রিদণ্ডিগণের সহিত মতভেদ করিয়া কেবল একদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ত্রিদণ্ডিগণের বহূদক-অবস্থাকালেও বাগ্‌দণ্ড বা ব্রহ্মদণ্ড, মনোদণ্ড বা বজ্রদণ্ড ও কায়দণ্ড বা ইন্দ্রদণ্ড, প্রাদেশপ্রমাণহীন জীবদণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া ত্রিদণ্ডে চারিটী দণ্ড একত্র সংশ্লিষ্ট থাকে। ত্রিদণ্ডী শ্রীরামানুজাচার্য্য ত্রিদণ্ডের সহিত সহিত জীবদণ্ড একত্র সংশ্লিষ্ট করার পরবর্ত্তী সময়ে গৌড়ীয়-কথিত বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনি একদণ্ড গ্রহণপন্থা স্বীকার করিয়া অদ্বয়জ্ঞানেই দ্বৈত বর্ত্তমান আছে প্রচার করেন। শ্রীমধ্বমুনি একদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীরামানুজ-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করেন নাই। অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত-প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভু একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও তাহার মধ্যে ত্রিদণ্ড ও জীবদণ্ড এই দণ্ড চতুষ্টয়ে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহচতুষ্টয়ই

সেই বিষ্ণুবৈষ্ণবসমন্বিত একল বিষ্ণুবিচার প্রদর্শন করিতে গিয়া বাহ্যে একদণ্ড স্বীকার করেন। তাঁহার অনুগত শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রমুখ পরমহংসগণ কায়মনোবাগ্‌দণ্ডযুক্ত ত্রিদণ্ডীর একদণ্ডী হইতে বিশেষত্ব-নিদর্শন 'শিখাসূত্র' সংরক্ষণ করেন। কেবলাদ্বৈত বেদান্তমতই ব্রহ্মসূত্র নহে, এজন্য ব্রহ্মসূত্র সংরক্ষণ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাস্বরূপ চৌড় বিধিমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ শ্রীসনাতনের অনুগমনে অনুরাগমার্গীয় ত্রিদণ্ডবিধির পরিবর্ত্তে আপনাকে পরমহংসবৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় না দেওয়ায় তিনি বৈধ ত্রিদণ্ডপথ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারই শিষ্য শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট শ্রীসনাতনের আনুগত্যে পরমহংসের আচার গ্রহণ করায় বৈধত্রিদণ্ড সন্ন্যাস পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে তাদৃশ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-শাখায় খম্ভম্ পাটিবারু লক্ষ্মণ দেশিকের পুত্র পুষ্টিমার্গের অন্যতম প্রচারক শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীপাদ গৌরদাস প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের অনুগমনে মর্য্যাদামার্গে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া শতদিবস পৃথিবীতে ছিলেন।

বেদশাস্ত্রে নানাস্থানে ত্রিদণ্ড ও একদণ্ডের কথা ও গ্রহণপ্রণালী বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের কথাই বলিয়াছেন। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলেই ত্রিদণ্ডের কথা এবং স্থানে স্থানে একদণ্ডের কথা বলিয়াছেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ডী দশনামী সন্ন্যাসীর কথা প্রচলিত থাকিলেও বর্ত্তমান কালে তাঁহারা 'রামানুজীয় আর্য্যস্বামী' বলিয়া নির্ব্বিশিষ্ট হইয়াছেন।

বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী উভয়েই ছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য দশনামধারী প্রাচীন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের অনুকরণে অ... নাম-সংযোগে দশটী ধারা প্রবর্ত্তন করেন। শঙ্করাচার্য্য

দশনাম্নী সন্ন্যাসপ্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ধারণা করিয়া অনেকে মনে করেন, ইহা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তীকৃত ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃত তথ্য তাহা নহে। প্রাচীন বৃদ্ধ মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, পুরাকালে সন্ন্যাস-প্রবর্ত্তক দশ জন আচার্য্য উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অচ্যুতগোত্রীয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে চ্যুতগোত্রীয় কশ্যপসন্তান পদ্মপাদ-গোবর্দ্ধন মঠে, ভার্গবগোত্রীয় ত্রোটক জ্যোতির্মঠে প্রতিষ্ঠিত হন। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসে সকলেরই চ্যুতগোত্রাভিমান। চ্যুতগোত্রাভিমানকে ব্রহ্মকুল বলেন। কিন্তু 'বিষ্ণুস্বামী'-সম্প্রদায় তাদৃশ চ্যুতকুল বা ব্রাহ্মণকুলকেই ব্রহ্ম-সন্ন্যাসের যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। স্থূল শরীর চ্যুতগোত্র হইতে উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু যজ্ঞদীক্ষাক্রমে ত্রিজগণ সকলেই অচ্যুতগোত্রীয়। অচ্যুতগোত্রীয় সকলেই বাহ্য পরিচয়ে ব্রাহ্মণকুল। যাঁহারা জড়কে বা জড়ের ধারণাকে চিৎ বলেন বা চিৎএর সহিত অভিন্ন বলেন, যাঁহাদের বিশ্বাসে তত্ত্বভয়ের মধ্যে নিত্য বৈচিত্র্য নাই, তাঁহারা জড়োপাদানেই চিৎএর উৎপত্তি স্বীকার করেন কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ইহাই বিবর্ত্ত, ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না, অর্থাৎ সত্য চিদানন্দ বস্তুতে তদভাব জ্ঞাপন করিতে গিয়া অচিৎএর বিশেষত্বই চিৎ তাঁহাদের ধারণা হইয়া পড়ে। চেতনাভাবের নামই অচিৎ, তাহারই নাম জড় অর্থাৎ যে বস্তুর কর্ত্তৃসত্ত্বায় চিদনুভূতি নাই, দৃশ্যসত্ত্বায় যেখানে চিদনুভূতি আছে, সেস্থলে দৃক্‌সত্ত্বা তাহার সহিত নিত্য চিন্ময় সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে স্থলে দৃশ্যসত্ত্বায় ও দৃক্‌সত্ত্বায় অচিদনুভূতি তৎকালে দৃক্‌সত্ত্বায় বদ্ধ বা ভেদভাব। দৃক্ দর্শন ও দৃশ্য অধিষ্ঠানবিশেষত্রয় সচ্চিদানন্দ চিদ্বৈচিত্র্যে নিত্যাবস্থিত। চিদ্বিলাস-বাদীর সহিত মতভেদ করিয়া নির্ব্বিশেষমতাবলম্বী শ্রীপাদ শঙ্কর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের ভক্তিসৌন্দর্য্যদর্শনে অসমর্থ দুর্ব্বল শিষ্যগণের

জন্য আরোহ-পথকে অবরোহ-পথ পরিণাম বা প্রাপ্যবিচারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অভক্ত কর্ম্মী এবং জ্ঞানিসম্প্রদায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কর্ত্তৃসত্ত্বা-নিরূপণে যে মত প্রকাশ করেন বা ধারণা করেন নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তাদৃশ দুর্ব্বল বিচার শঙ্করের স্কন্ধে চাপাইতে ইচ্ছা করেন না। বৈষ্ণবগণ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।" বলিয়াই জানেন।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের যেরূপ তীর্থাদি দশনামী সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥

আশ্রমাগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে॥
সুরম্যে নির্জ্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাবন্ধবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥

অরণ্যসংস্থিতো নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমারণ্যঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়নতৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥

বসন্‌পর্ব্বতভূতেষু প্রৌঢ়ং জ্ঞানস্বিভর্ত্তি যঃ।
সারাসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
তত্ত্বসাগরগম্ভীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাং নৈব লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥

স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ ।
সংসারসাগরাসারহন্তাসৌ হি সরস্বতী ॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্ ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নাম্না স উচ্যতে ॥

যিনি ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত বাক্যানুসারে তত্ত্বার্থ বুঝিয়া স্নান করেন তিনি 'তীর্থ'নামে কথিত। যিনি সন্ন্যাস-আশ্রমে আগ্রহবিশিষ্ট অথবা সমাবর্ত্তনে বীতস্পৃহ এবং আশাবন্ধনহীন এবং যোনি-ভ্রমণমুক্ত, তিনি 'আশ্রম' নামে পরিচিত। যিনি মনোহর নির্জ্জন স্থল বনে বাস করেন এবং আশাবন্ধন হইতে মুক্ত, তিনি 'বন' নামে উক্ত। যিনি নিত্যকাল অরণ্যে থাকিয়া আনন্দরূপ নন্দনকাননে বাস করিবার জন্য এই বিশ্বের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন তিনি 'অরণ্য'। যিনি পর্ব্বতে কাননে বাস করিয়া সর্ব্বদা গীতাধ্যয়নে রত, যাঁহার বুদ্ধি অচলের ন্যায় গম্ভীর তিনি 'গিরি'। যিনি পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণের মধ্যে বাস করিয়া গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে সার এবং অসার বস্তুর ভেদ জানিয়াছেন তিনি 'পর্ব্বত'। যিনি তত্ত্বসাগরে জ্ঞানরূপ রত্ন আহরণ করিয়া কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না তিনি 'সাগর'। যিনি উদাত্তাদি অথবা ষড়জ ঋষভাদি স্বর-জ্ঞানচর্চ্চায় রত স্বরালাপাদিনিপুণ এবং অসার সংসারবিনাশকারী তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করিয়া অবিদ্যার সকল ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন দুঃখভারে পীড়িত হন না তিনি 'ভারতী'। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পারঙ্গত এবং পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল পরব্রহ্মচর্চ্চায় রত তিনি 'পুরী' নামে খ্যাত।

মঠনাম	দিক্	দেশ	সম্প্রদায়	গোত্র	ক্ষেত্র	মহাবাক বা বোধ	দেব	শক্তি	আচার্য্য	সন্ন্যাসী	ব্রহ্মচারী	তীর্থ	বেদ
সারদা	পশ্চিম	দ্বারকা, সিন্ধুসৌবীর, সৌরাষ্ট্রমহারাষ্ট্র	কীটবার	অবিগত	দ্বারকা	তত্ত্বমসি	সিদ্ধেশ্বর	ভদ্রকালী	বিশ্বরূপ	তীর্থাশ্রম	স্বরূপ	গোমতী	সাম
গোবর্দ্ধন বা ভোগবর্দ্ধন	পূর্ব্ব	অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, বর্ব্বর	ভোগবার	কশ্যপ	পুরুষোত্তম	প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম	জগন্নাথ	বিমলা	পদ্মপাদ	বনারণ্য	প্রকাশ	মহোদধি	ঋক্
জ্যোতিঃ, শ্রী, যোশী	উত্তর	কুরুকাশ্মীর, কম্বোজপাঞ্চাল	আনন্দবার	ভৃগু	বদরিকা	অয়মাত্মা ব্রহ্ম	নারায়ণ	পূর্ণাগিরি	ত্রোটক	গিরিপর্ব্বত সাগর	আনন্দ	অলকা-নন্দা	অথর্ব্ব
শৃঙ্গবের বা শৃঙ্গেরী	দক্ষিণ	অন্ধ্র দ্রাবিড়, কর্ণাট, কেরল	ভূরিবার	ভূর্ভুবঃ	রামেশ্বর	অহং ব্রহ্মাস্মি	বরাহ	কামাক্ষী	হস্তামলক পৃথ্বীধর	সরস্বতী ভারতীপুরী	চৈতন্য	তুঙ্গভদ্রা	যজুঃ
সুমেরু	উদ্ধ		কাশী		কৈলাস		নিরঞ্জন	মায়া	ঈশ্বর	সত্যজ্ঞান		মানসগঙ্গা	সূক্ষ্ম
পরমাত্ম	আত্ম		সত্যতোষ		নভঃসরোবর		পরমহংস	মানসী মায়া	চেতন	যোগ		ত্রিপুটী	বেদান্ত বাক্য
সহস্রার্ক-দ্যুতি	নিষ্কল		সৎশিষ্য		অনুভূতি		বিশ্বরূপ	চিচ্ছক্তি	সদ্গুরু	গুরু-পাদুকা		শাস্ত্রশ্রবণ	

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'ব্রহ্মচারী' নামের অর্থ যেরূপ প্রদত্ত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

স্বস্বরূপং বিজানাতি স্বধর্ম্মপরিপালকঃ।
স্বানন্দে ক্রোড়িতো নিত্যং স্বরূপো বটুরুচ্যতে॥

স্বয়ং জ্যোতির্বিজানাতি যোগযুক্তির্বিশারদঃ।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশেন তেন প্রোক্তঃ প্রকাশকঃ॥

সত্যংজ্ঞানমনন্তং যঃ নিত্যং ধ্যায়েত তত্ত্ববিৎ।
স্বানন্দেরমতে চৈব আনন্দঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

চিন্মাত্রং চৈত্ত্যরহিতমনন্তমজরং শিবং।
যো জানাতি স বৈ বিদ্বান্ চৈতন্যমভিধীয়তে॥

অর্থাৎ যিনি নিজস্বরূপ বিশেষরূপে জানেন, স্বধর্ম্ম পরিপালন করেন, এবং নিত্যকাল স্বানন্দে মগ্ন তিনি 'স্বরূপ'নামক ব্রহ্মচারী। যিনি স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ দ্বারা বিশেষরূপে যোগযুক্ত, তিনি 'প্রকাশ'নামে কথিত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং স্বানন্দে বিহার করেন তিনি 'আনন্দ' নামে খ্যাত। যিনি অচিন্মিশ্রভাবাতীত চিন্মাত্র, জড়প্রতিফলিত চিত্তবিকাররহিত, অনন্ত অজর এবং মঙ্গলময় ব্রহ্মকে জানেন তিনি বিদ্বান্ এবং 'চৈতন্য' নামে অভিহিত হন।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়নামের যে অর্থ কথিত হয় তাহাও মঠাম্নায় হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

কীটাদয়ো বিশেষেণ বার্য্যন্তে জীবজন্তবঃ।
ভূতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে॥

ভোগো বিষয় ইত্যুক্তো বার্য্যতে যেন জীবিনাং।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভোগবারঃ স উচ্যতে ॥
আনন্দেতি বিলাসশ্চ বার্য্যতে যেন জীবিনাং।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চানন্দবারঃ স উচ্যতে ॥
ভূরিশব্দেন সৌবর্ণাং বার্য্যতে যেন জীবিনাং।
সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥

অর্থাৎ জীবে দয়াপ্রযুক্ত যে সম্প্রদায় যাবতীয় জীব জন্তু বিশেষতঃ কীটাদি প্রাণী পদদলিত করিতে নিষেধ করেন সেই অহিংসাপরায়ণ সম্প্রদায় 'কীটবার'নামে অভিহিত। প্রাণিগণের ভোজনই বিষয় বলিয়া যে সম্প্রদায় তাহা নিষেধ করেন সেই নির্ব্বিষয় সন্ন্যাসিসম্প্রদায় 'ভোগবার'নামে খ্যাত। যে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় প্রাণিগণের আনন্দই বিলাস বলিয়া তাহা নিষেধ করেন সেই নির্বিলাস সম্প্রদায় 'আনন্দবার'-নামে কথিত। ভূরিশব্দে যে যতি সম্প্রদায় প্রাণিগণকে কনক ভোগ করিতে নিষেধ করেন, সেই অর্থলালসাহীন সম্প্রদায় 'ভূরিবার'নামে উক্ত হন।

শল্লকী ঃ—রাজ্ঞী যশোদার সদৃশী গোপললনা। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৬২ শ্লোক :—"বিশালা শল্লকী বেণা বর্ত্তিকাদ্যাঃ প্রসূপমাঃ"।

অর্থভেদে :—পশুবিশেষ শল্যারু, শ্বাবিৎ, শলকা, শল্য (জটাধর), ক্রকচপাদ, ছেদার (শব্দরত্নাবলী), শল্যক, শল্যমৃগ, বজ্রশল্য, বিলেশয়।

বৃক্ষবিশেষ, গজভক্ষা, সুবহা, সুরভি, রসা, মহেরণা, কুন্দুরুকী, হ্লাদিনী (অমর), মহারণা, হ্লাদিনী, সিল্লকী, সল্লকী (ভরত), সুরভিরসা, শিল্লকী (অন্যটীকা), সিহ্লকী, সিহ্ল ভূমিকা (শব্দরত্নাবলী), অশ্বমূত্রী, কুন্তী (জটাধর)।

শাবরা ঃ—কৃষ্ণের জননীসমা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক ঃ—"শাবরা হিঙ্গুলী নীতি কোপনা ধমনীধরা।"

শিখা ঃ—কৃষ্ণের পিতামহী বরীয়সীর সমবয়স্কা বয়োবৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৩ শ্লোক ঃ—

"বৃদ্ধাঃ পিতামহীতুল্যা শিলাভেরী শিখাম্বরা।
ভারুণী ভহুরী ভঙ্গী ভাবশাখাশিখাদয়ঃ।"

অর্থভেদে ঃ—অগ্নিজ্বালা, জ্বাল, কীল, অর্চিঃ হেতি (অমর)।

শিরোমধ্যস্থ কেশ, চূড়া, কেশপাশী (অমর) জুটিকা, জূটিকা (শব্দরত্নাবলী), কেশী, শিখণ্ডিকা (হেমচন্দ্র)। শাখা, বর্হিচূড়া,লাঙ্গলিকী, অগ্রমাত্র, চূড়ামাত্র, প্রপদ (মেদিনী), প্রধান, শিখা-ঘৃণী (হেমচন্দ্র), স্মরজ্বর (শব্দরত্নাবলী)।

শিখাম্বরা ঃ—কৃষ্ণপিতামহী বৃদ্ধা 'বরীয়সী'র সমবয়স্কা। কৃষ্ণগণো-দ্দেশদীপিকা ৫৩ শ্লোক ঃ—"বৃদ্ধাঃ পিতামহীতুল্যা শিলাভেরী শিখাম্বরা।"

শুভদা ঃ—যশোদার সমবয়সী শ্রীকৃষ্ণের মাতৃতুল্যা গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা ৬০ শ্লোক ঃ—"তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদামালিকাঙ্গদা"

শ্রীবল্লভ (গোস্বামী) ঃ—১৫৩৮ শকাব্দার মাঘ শুক্লাসপ্তমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁর পিতা দেবকীনন্দননন্দন রঘুনাথের পৌত্র। রঘুনাথের পিতা বিঠ্ঠলনাথ, বল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র। রঘুনাথ বিঠ্ঠলেশ্বরের পঞ্চম পুত্র। ইহাঁর রচিত গীতাতত্ত্বদীপিকাই বল্লভ-সম্প্রদায়ের গীতার প্রাচীনতম ভাষ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি সুবোধিনীটীকা, গঙ্গটীকা প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ভৃগুকচ্ছের গণপতিরাম শাস্ত্রীর পুত্র শ্রীযুক্ত মগনলাল শর্ম্মা

এম্, এ মহাশয় গীতাতত্ত্বদীপিকা শোধনপূর্ব্বক ১৮২৫ শকাব্দায় বোম্বাই গুজরাতি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন।

শ্রুতিগীতা ঃ—শ্রীবল্লভাচার্য্য-রচিত ৩০ শ্লোকবিশিষ্ট গ্রন্থ। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানকাণ্ডীয়গণ শ্রুতির যেরূপ ধারণা করেন তৎপ্রতিষেধকল্পে কৃষ্ণই একমাত্র অনুশীলনীয় এরূপ সম্বন্ধজ্ঞান শ্রুতিতাৎপর্য্য ইহাতে নিরূপিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা গিরিধর বচনা করিয়াছেন। জীবস্বরূপ ও কৃষ্ণস্বরূপ, জীবের কর্ত্তব্য প্রভৃতির মীমাংসা ইহাতে লিখিত।

সঙ্কর ঃ—মহারাজ নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃতুল্য। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক ঃ—"শঙ্করঃ সঙ্করো ভঙ্গো ঘৃণিঘাটিকসারঘাঃ।"

অর্থভেদ ঃ—ধুলি, কাঁকর। অবকর (অমর), সঙ্কার (শব্দরত্নাবলী), অগ্নিচটৎকার (মেদিনী), মিশ্রিত (অমর , বর্ণসঙ্কর জাতি।

সন ঃ—কৃষ্ণের মাতামহ 'সুমুখ'সদৃশ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৫২ শ্লোক ঃ—"গোণ্ডকল্লোণ্ট কারুণ্ড সনবীর সনাদয়ঃ।"

অর্থভেদে ঃ—হস্তীকর্ণাস্ফালক (শব্দরত্নাবলী), ঘণ্টাপাটলী বৃক্ষ (শব্দচন্দ্রিকা)।

সনবীর ঃ—কৃষ্ণের মাতামহ 'সুমুখ'তুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ ৫২ শ্লোক ঃ—"গোণ্ডকল্লোণ্ট কারুণ্ড সনবীর সনাদয়ঃ।"

সাঙ্কলী ঃ—যশোদার সমবয়স্কা গোপী। কৃষ্ণের মাতৃসদৃশী। কৃষ্ণগণোদ্দেশ ৬১ শ্লোক ঃ—"সাঙ্কলী বিম্বী সুমিত্রা সুভগা ভোগিনী প্রভা।"

সুঘণ্টিকা ঃ—কৃষ্ণমাতামহী যশোদামাতা 'পাটলা'তুল্যা বৃদ্ধা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক ঃ—

"ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা "

সুতুণ্ডা ঃ—কৃষ্ণের জননীতুল্যা গোপীবিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৬২ শ্লোক ঃ—"পক্ষতিঃ পাটকা পুণ্ডী সুতুণ্ডা তুষ্টিরঞ্জনা"

সুপক্ষ ঃ—মহারাজ নন্দের জ্ঞাতি, কৃষ্ণের পিতৃতুল্য। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৫৮ শ্লোক ঃ—"সুপক্ষরোধহারীতহরিকেশহরাদয়ঃ।"

সুভদ্র ঃ—কৃষ্ণের বয়স্য। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দ ইহাঁর পিতা। মাতা তুলা। ইহাঁর অঙ্গকান্তি সুচিক্কণ নীলবর্ণ ও দীপ্তিময়ী। পরিধানে পীতবসন এবং নানা আভরণে শোভিত। পরমোজ্জ্বল কৈশোর বয়স্ক। পত্নী কুন্দলতা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ২২ এবং ২৭ শ্লোক ঃ—

সুভদ্রঃ কুণ্ডলো দণ্ডী মণ্ডলোঽমী পিতৃব্যজাঃ।
সুচিক্কণো নীলবর্ণঃ সুভদ্রো দীপ্তিমান্ ভবেৎ।
পীতবস্ত্রপরীধানো নানাভরণশোভিতঃ॥
উপনন্দঃ পিতা তস্য তুলা মাতা পতিব্রতা।
পরমোজ্জ্বলকৈশোরঃ পত্নী কুন্দলতা ভবেৎ॥

অর্থভেদে ঃ—বিষ্ণু (শব্দমালা), রাজভেদ (হেমচন্দ্র), শোভনমঙ্গলযুক্ত।

সুভগা ঃ—যশোদার সমবয়সী গোপাঙ্গনা। কৃষ্ণের জননীসমা। কৃষ্ণগণোদ্দেশ ৬১ শ্লোক ঃ—"সাঙ্কলী বিম্বী সুমিত্রা সুভগা ভোগিনী প্রভা"

অর্থভেদে ঃ—কৈবর্ত্তী, শালপর্ণী, হরিদ্রা, নীলদূর্ব্বা, তুলসী, প্রিয়ঙ্গু, কস্তুরী, স্বর্ণ কদলী (রাজনির্ঘণ্ট), বনমল্লী (শব্দরত্নাবলী), পতিপ্রিয়া। মলমাসতত্ত্বে ঃ—মঘাশ্লেষং পরিত্যজ্য যদা সিংহে গুরুর্ভবেৎ।

তত্রাব্দে কন্যকা চোঢ়া সুভগা সুপ্রিয়া ভবেৎ॥

সুমিত্রা :—যশোদার সমবয়স্কা কৃষ্ণের জননীসদৃশী গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশ ৬২ শ্লোক :—"সাঙ্কলী বিম্বী সুমিত্রা সুভগা ভোগিনী প্রভা"

অর্থভেদে :—দশরথপত্নী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা।

সৌরভেয় :—মহারাজ নন্দের জ্ঞাতি, কৃষ্ণের পিতৃসম। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক :—পাটিরদণ্ডিকেদারাঃ সৌরভেয়কলাঙ্কুরাঃ।

অর্থভেদে :—বৃষ (অমর), সুরভিসম্বন্ধি।

হংসক :—পদযুগলের স্থূলাবরণ, শিঙের মত পুষ্প দ্বারা লম্বমান। পার্শ্বে পুষ্পসমূহ এরূপ ভাবে গ্রথিত থাকে যে মনে হয় হংস সকল বিরাজ করিতেছে। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৪ শ্লোক :—

পৃথুরাবরণঃ শাঙ্গী পুষ্পশৃঙ্গাটলম্বিকা।
পার্শ্বে সৌমনসা গুম্ফাঃ স্ফুরন্তি হংসকো ভবেৎ॥

অর্থভেদে :—পাদকটক, পাদাঙ্গদ, মঞ্জীর, নূপুর, কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্রঘন্টিকা (অমর), হংসাকৃতি চরণভূষণদ্বয়, হংসের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট ভূষণাদিদ্বয় (ভরত), রাজহংস (শব্দচন্দ্রিকা), তালভেদ (সঙ্গীত দামোদর)।

হর :—নন্দ মহারাজের জ্ঞাতি গোপবিশেষ। কৃষ্ণের পিতৃতুল্য। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৮ শ্লোক—"সুপক্ষরোধহারীতহরিকেশহরাদয়ঃ।"

অর্থভেদে :—শিব (অমর), অগ্নি, গর্দ্দভ, হরণ (গণিতশাস্ত্র), হরণ-কর্ত্তা ও হরণ-কর্ম্ম।

হরিকেশ :—ব্রজরাজ নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃসম গোপবিশেষ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৮ শ্লোক :—

"সুপক্ষরোধহারীতহরিকেশহরাদয়ঃ।"

অর্থভেদে :—শিব, শিবভক্ত যক্ষবিশেষ।

হরেকৃষ্ণ আচার্য্য :—ইনি শ্রীজীবগোস্বামি-প্রণীত হরিনামামৃত বৈষ্ণব ব্যাকরণের বালতোষণী-নাম্নী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। এই টীকা শ্রীগোপীচরণদাস বাবাজী পরিশোধন করিয়াছেন।

হল্ :—বৈয়াকরণেরা ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্। চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্। ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্। প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্ ক্ষ্ এই বর্ণগুলিকে হল্ বা ব্যঞ্জন বর্ণ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে ইহাদের 'বিষ্ণুজন' সংজ্ঞা। স্বর বা সর্ব্বেশ্বরের অধীন ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া ইহারা বিষ্ণুজন। সপ্তদশ সূত্র :—"কাদয়ো বিষ্ণুজনাঃ"। ককারাদয়ো হকারান্তা বর্ণা বিষ্ণুজননামানো ভবন্তি। বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকতয়া সর্ব্বেশ্বরস্থ জনা ইব তস্যাঽধীনা ইত্যর্থঃ। ক ষ সংযোগে তু ক্ষঃ। এতে ব্যঞ্জনানি হলশ্চ।

হব্ :—বৈয়াকরণেরা বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ, অন্তস্থ বর্ণ এবং হ এইগুলিকে হব্ এবং ঘোষবান্ সংজ্ঞা দেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা 'গোপাল'। একত্রিংশ সূত্র—"হরিগদা হরিঘোষহরিবেণু হরিমিত্রাণি হশ্চ গোপালাঃ"। এতে গোপালনামানঃ, এতে ঘোষবন্তো হবশ্চ। হব্ বা ঘোষবান্ বলিলে গঘঙ জঝঞ ডঢণ দধন বভম যরলবহ এই বর্ণগুলিকে বুঝায়।

হাণ্ডী :—কৃষ্ণের মাতামহী 'পাটলা' সমা প্রাচীনা গোপী। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক :—

ধ্বাঙ্ক্ষরুণ্টী হাণ্ডী ভূণ্ডী ডিণ্ডিমা মঞ্জুবাণিকা।

হারীত :—গোপেন্দ্র নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৮ শ্লোক—

সুপক্ষরোধহারীতহরিকেশহরাদয়ঃ॥

অর্থভেদে—পক্ষীভেদ, মুনিভেদ ধর্ম্মশাস্ত্রকার, কৈতব (মেদিনী)

হিঙ্গুলীঃ—যশোদার সমবয়স্কা গোপী, কৃষ্ণের মাতৃতুল্যা। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক—

শ্লাবরা হিঙ্গুলী নীতি কোপনা ধমনীধরা।

অর্থভেদে—বার্ত্তাকী (অমর), বৃহতী (ভাবপ্রকাশ)।

হ্রস্বস্বর ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা অ ই উ ঋ ৯ এই পাঁচটী স্বরবর্ণকে হ্রস্ব বা নিহ্র্স্ব বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে হ্রস্ব স্বরের সংজ্ঞা 'বামন'। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, পঞ্চম সূত্র—"পূর্ব্বো বামনঃ।" তেষামেকাত্মকানাং পূর্ব্ব পূর্ব্বো বর্ণো বামননামা। অ ই উ ঋ ৯ এতে হ্রস্বা নিহ্র্স্বাশ্চ। হ্রস্ব স্বর একমাত্রাবিশিষ্ট। একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্॥

বৈষ্ণব মঞ্জুষা-সমাহৃতি

(তৃতীয় সংখ্যা)

অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী-সম্পাদিত।

প্রাচীন নবদ্বীপ

শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণাদিদ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা-কার্য্যালয় :—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন,

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন-রোড

ত্রিবিক্রম, ৪৩৭ গৌরাব্দ।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

মঞ্জুষা-সমাহৃতি

তৃতীয় সংখ্যা

অভিনন্দ :—ইনি কৃষ্ণ-পিতামহ পর্জ্জন্য গোপের মধ্যমপুত্র এবং নন্দ মহারাজের অগ্রজ ও উপনন্দের অনুজ। ইঁহার পুত্রাদি নাই। মাতার নাম বরীয়সী। ভগিনী সানন্দার মহানীলের সহিত এবং সহোদরা নন্দিনীর সুনীল গোপ-সহ পরিণয় হয়। ইঁহারা নন্দীশ্বর হইতে কেশীর অত্যাচারে মহাবনে চলিয়া যান। ইনি কৃষ্ণের মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপনন্দ এবং কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা নন্দ, সুনন্দ ও নন্দন।

অম্বিকা :—শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী ও স্তন্যদাত্রী। অপর ধাত্রীর নাম কিলিম্বা। উভয়ের মধ্যে অম্বিকাই মুখ্যা এবং যশোদার প্রিয়সখী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৩ শ্লোক—

অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাতৃকে স্তন্যদায়িকে।
অম্বিকেয়ং তয়োর্মুখ্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রিয়া সখী॥"

অর্থভেদে—দুর্গা, মাতা, ধৃতরাষ্ট্রের মাতা (মেদিনী), জৈন দেবীবিশেষ (হেমচন্দ্র), কটুকী বৃক্ষ (শব্দচন্দ্রিকা), অম্বষ্ঠা (রাজনির্ঘণ্ট)।

অম্বিনী :—ব্রজবাসীর পূজ্যা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৬ শ্লোক—

"কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা সুলম্বা চাম্বিনী স্বধা"

অর্থভেদে—মেষ রাশির প্রথম নক্ষত্র।

আভীর ঃ—বৈশ্যগণের ন্যায় আভীর গোপ গবাদি পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহারা শূদ্র এবং গোমহিষাদি চারণ-বৃত্তিজীবী। তাহারা 'ঘোস' নামে প্রসিদ্ধ। 'ঘোষ' শব্দ সম্প্রতি ন্যূনতা লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণগণোদ্দেশ নামক শ্লোক—

আগবাস্তনু তৎসাম্যাদাভীরাশ্চ স্মৃতা ইমে।
আভীরাঃ শূদ্রজাতীয়া গোমহিষাদি-বৃত্তয়ঃ।
ঘোষাদি শব্দপর্য্যায়াঃ পূর্ব্বতো ন্যূনতাং গতাঃ॥

ইঁহারা কৃষ্ণের পরিবার এবং ব্রজবাসীর পঞ্চপ্রকারের অন্তর্ভুক্ত পশুপাল।

উপনন্দ ঃ—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত। ইনি পর্জ্জন্য গোপের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাথুর-মণ্ডলের নন্দীশ্বর গ্রামে বাসস্থান থাকাকালে কেশীর অত্যাচারে ইঁহারা সগোষ্ঠি মহাবনে স্থানান্তরিত হন। তাঁহার কণ্ডব ও দণ্ডব নামে দুইপুত্র এবং রেমা, রোমা ও সুরেমা নাম্নী তিনটী দুহিতা। সুভদ্র নামে তাঁহার অন্য একটী পুত্র। এই সুভদ্র সহ কুন্দলতার উদ্বাহ হয় বলিয়া কুন্দলতা উপনন্দের স্নুষা। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা—ইনি বসুদেবের সুহৃত্তম। ইঁহার অভিনন্দ, নন্দ, সুনন্দ ও নন্দন নামে আরও চারিটী সহোদর এবং সানন্দা ও নন্দিনী নাম্নী সহোদরাদ্বয়। মাতার নাম বরীয়সী।

ঊর্জ্জন্য ঃ—কৃষ্ণের পিতামহ পর্জ্জন্যের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং রাজন্যের অগ্রজ। ইনি নন্দ মহারাজের পিতৃব্য এবং নন্দীশ্বরবাসী। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় ইঁহার প্রসঙ্গ আছে। ইঁহার ভগিনী সুবর্চ্চলা। তাঁহার সহিত সূর্য্যাকুণ্ডের গুনবীর নামক গোপের বিবাহ হয়।

কণ্ডবঃ—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পুত্র। ইহার অপর ভ্রাতা দণ্ডব।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৩৯ শ্লোক—

"পিতুর্ভ্রাতুঃপিতৃব্যস্য পুত্রৌ কণ্ডবদণ্ডবৌ"।

কন্দর্পমঞ্জরীঃ—পিতার নাম পুষ্পাকর। মাতার নাম কুরবিন্দা। পিতা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে ইঁহার বর ঠিক করায় অন্য কোথাও ইঁহার বিবাহ দেন নাই। কিঙ্কিরাত পক্ষীর ন্যায় অঙ্গপ্রভা এবং বিচিত্র রাগরঞ্জিত বসন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১১৫।১১৬ শ্লোক—

কন্দর্পমঞ্জরী নাম জাতা পুষ্পাকারাৎ পিতুঃ।
জনন্যাং কুরবিন্দায়াং যস্যাঃ পিত্রা হরিং বরং।
হৃদি কৃত্বা ন কুত্রাপি বিবাহোঽন্যত্র কার্য্যতে।
কিঙ্কিরাতকুলকচির্বিচিত্রসিচয়াবৃতা॥

কপিলঃ—তাম্বুলসেবাকারী কৃষ্ণভৃত্য। কৃষ্ণের তাম্বুল পরিষ্কারপূর্ব্বক বীটিকা প্রস্তুত করিতে বিচক্ষণ। দেখিতে স্থূল, কৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক কেলিকলাপরত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৭।৮৮ শ্লোক—

পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলালাপকলাঙ্কুরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ।
জম্বুলাস্তশ্চ তাম্বুলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ॥

অর্থভেদে—মুনিবিশেষ, অগ্নি, কুকুর (হেমচন্দ্র), সিহ্লক নামক গন্ধদ্রব্য (রত্নমালা), পিঙ্গলবর্ণ।

কর্ণপূর ঃ—এই কর্ণভূষণ পঞ্চবিধ—যথা, তাড়ঙ্ক, কুণ্ডল, পুষ্পী, কর্ণিকা ও কর্ণ-বেষ্টন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৫ শ্লোক—

"তাড়ঙ্কং কুণ্ডলং পুষ্পী কর্ণিকা কর্ণবেষ্টনং।
ইতি পঞ্চবিধং প্রোক্তঃ কর্ণপূরোঽত্র শিল্পিভিঃ॥"

অর্থভেদে—শিরীষ বৃক্ষ, নীলোৎপল, অবতংস (মেদিনী); অশোক বৃক্ষ (রাজনির্ঘণ্ট)।

কর্ণ-বেষ্টনং ঃ—যাহা কর্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং বৃত্তাকার, তাহাকে কর্ণবেষ্টন কহে।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৭ শ্লোক—

"যত্তু কর্ণং বেষ্টয়তি বৃত্তং তৎ কর্ণবেষ্টনঃ"

অর্থভেদে—কুণ্ডল (অমর)।

কর্ণিকা ঃ—পদ্মকর্ণিকার পীতবর্ণ পুষ্প সমূহ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত; ইহার মধ্যে ভৃঙ্গীযুক্ত একটী দাড়িম্ব পুষ্প গ্রথিত থাকে।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৭ শ্লোক—

"রাজীবকর্ণিকায়াশ্চ পীতপুষ্পৈর্বিনির্ম্মিতা।
ভৃঙ্গিকা দাড়িমী পুষ্পপ্রোত মধ্যাত্র কর্ণিকা॥"

অর্থভেদে—কর্ণাভরণবিশেষ, তাড়ঙ্ক, দন্তপত্র (ভরত); করিশুণ্ডাঙ্গুলী, পদ্মবীজকোষ (অমর); মধ্যমা অঙ্গুলি (মেদিনী); লেখনী (হারাবলী); অগ্নিমন্থ বৃক্ষ, অজশৃঙ্গি বৃক্ষ (রাজনির্ঘণ্ট)।

কর্পূর ঃ—কৃষ্ণের এই ভৃত্য, গন্ধ, অঙ্গরাগ, পুষ্পাদিশোভিত মালা দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ অলঙ্কৃত করিতে বিশেষ নিপুণ। সুবন্ধ, কর্পূর, সুগন্ধ, কুসুম প্রভৃতি ভৃত্যগণও এতাদৃশ সেবানিপুণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ।
দক্ষাঃ সুবন্ধকর্পূরসুগন্ধকুসুমাদয়ঃ ॥"

অর্থভেদে—ঘনসার, কাপুর, কর্পূর, কপ্পূর। চন্দ্রসংজ্ঞ, সিতাভ্র, হিমবালুক, সিতাভ, শীতকর, শশাঙ্ক, শিলা, শীতাংশু, হিমকর, শীতপ্রভ, শাম্ভব, শুভ্রাংশু, স্ফটিকাভ্র, কারমিহিকা, তারাভ্র, চন্দ্রার্দ্রক, চন্দ্র, লোকতুষার, গৌর, কুমুদ, হনু, হিমাহ্বা, চন্দ্রভস্ম, বেধক, রেণুসারক, পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করাবাসসংজ্ঞ, পাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার জুতিকা, তুষার, হিম, শীতল, পত্রিকাখ্য।

কলাবতীঃ—'বর' নামক যূথান্তর্গতা সখী। পিতা কলাঙ্কুর এবং মাতা সিদ্ধমতী। বর্ণ হরিচন্দনের সদৃশ এবং বসন কীরপক্ষীয় কান্তির ন্যায়। বিশাখা-পতি বাহীকের অনুজ কপোত ইঁহার পতি।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৯৮।৯৯ শ্লোক—

"মত্তালেয়োঽর্কমিত্রস্য গোপো নাম্না কলাঙ্কুরঃ।
কলাবতী সুতা তস্য সিদ্ধমত্যাং ব্যজায়ত॥
হরিচন্দনবর্ণেয়ং কীরদ্যুতিপটাবৃতা।
কপোতঃ পতিরেতস্যা বাহিকস্যানুজস্তু যঃ ॥"

অর্থভেদে—তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের বীণা (হেমচন্দ্র); শ্রীরাধার মাতা, বৃষভানুপত্নী (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ); অপ্সরাবিশেষ যথা রতিস্তব-কলাবতীতি শ্লিষ্টকাব্যে (জয়দেব), দীক্ষাবিশেষ।

কিরীটঃ—স্বর্ণকেতকী পুষ্পের কলিকাচ্ছাদিত এবং বিচিত্র ঈর্ষাদি পুষ্পনির্ম্মিত। ইহা সপ্তছিদ্রবিশিষ্ট এবং শ্রীহরির মনোহরকারী। এই কিরীট তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পভূষণ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন হইতেও

প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য শ্রীরাধার নিকট হইতে ললিতা ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা পাঁচটী চূড়া এবং পঞ্চবর্ণের পুষ্প ও কলিকা দ্বারা এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, শ্রীমতীও তদ্দর্শনে ভ্রান্ত হ'ন।

অর্থভেদে—মুকুট (অমর)।

কিলিম্বা ঃ—কৃষ্ণের ধাত্রী ও স্তন্যদায়িনী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৩ শ্লোক—

"অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাতৃকে স্তন্যদায়িকে।"

কীর্ত্তিদা ঃ—যশোদার প্রাণপ্রিয়া শ্রেষ্ঠ সখী (বৃষভানু রাজ-পত্নী ?)

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ২৮ শ্লোক—

"ক্রন্দরী কীর্ত্তিদা যস্যাঃ প্রিয়া প্রাণসখী বরা"

কুঞ্জিকা ঃ—ব্রজবাসীর পূজ্য বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৬ শ্লোক—

"কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা সুলতাচাশ্বিনী স্বধা ॥"

অর্থভেদে—কৃষ্ণ(কাল)জীরা (জটাধর), নিকুঞ্জিকাম্লবৃক্ষ (রাজনির্ঘণ্ট)।

কুবের ঃ—পর্জ্জন্যের জ্ঞাতি ও কৃষ্ণের পিতামহতুল্য গোপ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫১ শ্লোক—

"পিতামহসমাস্তত্তুকুবেরপশুবেদনাঃ।"

কুল ঃ—যূথের প্রধান কুল তিনটী ঃ—বয়স্যা, দাসী এবং দূতী। যূথের অবান্তর কুল প্রেমের তারতম্যবশতঃ তিন প্রকার—সমাজ, মণ্ডল ও বর্গ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭০ শ্লোক ৭৪ শ্লোক—

"বয়স্যাদাসিকাদূত্য ইত্যসৌ ত্রিকুলো মতঃ।"

"তারতম্যাত্তয়োঃ প্রেম্নাং কুলস্যাস্য ত্রিরূপতা।

সমাজো মণ্ডলশ্চেতি বর্গশ্চেতি তদুচ্যতে ॥"

অর্থভেদে—কুলিক, শিল্পিকুলপ্রধান (অমর টীকায় ভরত)।

কুবলয়া :—সন্নন্দের পত্নী। বসন রক্তবর্ণ, চেহারা কুবলয়তুল্য।

অর্থভেদে—হস্তিনী।

কুসুম :—কৃষ্ণের এই ভৃত্য, অঙ্গরাগ ও পুষ্পাদিরচিত মাল্যাদি দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ শোভিত করিতে দক্ষ। সুবন্ধ, কর্পূর, সুগন্ধ প্রভৃতি ভৃত্যগণও এতাদৃশ সেবাপটু।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ।
দক্ষাঃ সুবন্ধকর্পূরসুগন্ধকুসুমাদয়ঃ॥"

অর্থভেদে—ফুল, পুষ্প, ফল, স্ত্রীরজ, নেত্ররোগবিশেষ।

কুসুমোল্লাস :—শ্রীকৃষ্ণের গন্ধ-সেবাকারী ভৃত্য। গন্ধ অঙ্গরাগ ও পুষ্পশোভিত মাল্যাদি দ্বারা কৃষ্ণের অঙ্গালঙ্কার-সেবাদিকারী। সুমনঃ, পুষ্পহাস, হরাদি ভৃত্যও এতাদৃশ সেবানিপুণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"সুমনঃ কুসুমোল্লাসপুষ্পহাসহরাদয়ঃ।
গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ॥"

কৃষ্ণ-পরিবার :—ব্রজবাসিগণই কৃষ্ণের পরিবার। তাঁহারা সম্বন্ধ-ভেদে আটপ্রকারে বিভক্ত—১। পূজ্যবর্গ ২। ভ্রাতৃভগিনীবর্গ ৩। প্রণম্যবর্গ ৪। দাসবর্গ ৫। শিল্পিবর্গ ৬। দাসীবর্গ ৭। বয়স্যবর্গ ৮। প্রেয়সীবর্গ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬ ও ১৩ শ্লোক—

"তে কৃষ্ণস্য পরীবারা যে জনা ব্রজবাসিনঃ।
পশুপালাস্তথা বিপ্রা বহিষ্ঠাশ্চেতি তে ত্রিধা॥"

"পূজ্যা ভ্রাতৃভগিন্যাদ্যা ভৃত্যা দাসঃ সশিল্পিনঃ।
দাসিকাশ্চ বয়স্যাশ্চ প্রেয়স্যাশ্চেতি তেঽষ্টধা ॥"

কেশব-সঙ্গীত ঃ—কেশব-রচিত সঙ্গীতের গ্রন্থ-বিশেষ। ষোড়শ শক শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রন্থ বাগ্‌নাপাড়ায় রচিত হয়। বংশী-শিক্ষা চতুর্থোল্লাসে লিখিত আছে "শ্রীকেশব শ্রীকেশবসঙ্গীত রচিল।" কেশবের পিতা শচীনন্দন, অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় রাজবল্লভ ও শ্রীবল্লভ। জ্যেষ্ঠতাত বাগ্‌নাপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামাই ঠাকুর। কেশবের পিতামহ চৈতন্য-দাস এবং তাঁহার অনুজ খুল্লপিতামহ নিত্যানন্দ দাস। প্রপিতামহ গৌরপার্ষদ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়। বৃদ্ধ প্রপিতামহ মাধবদাস চট্টোপাধ্যায় ও অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পাটুলির যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়। কেহ কেহ এই গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেন।

কোমল ঃ—কৃষ্ণের তাম্বূলপ্রস্তুতকারী ভৃত্য। পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস, রসাল, রসশালী, জম্বুল প্রভৃতি ভৃত্যগণও তাদৃশ সেবা করেন। সকলেই তাম্বূল পরিষ্কারপূর্ব্বক বীটিকা-নির্ম্মাণে দক্ষ এবং সকলেই স্থূল ও কৃষ্ণপার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ কেলি-বিষয়ক আলাপাদিতে প্রমত্ত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৭-৭৮ শ্লোক—

পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলাপকলাঙ্কুরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ ॥
সুবিলাসবিলাসাখ্যরসালরসশালিনঃ।
জম্বুলাদ্যাশ্চতাম্বূলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ ॥

অর্থভেদে—অকঠিন, মনোজ্ঞ (শব্দরত্নাবলী), (ক্লীং) জল (মেদিনী)।

ক্রন্দরী ঃ—যশোদার শ্রেষ্ঠ প্রিয় প্রাণসখী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ২৮ শ্লোক—

"ক্রন্দরী কীর্ত্তিদা যস্যাঃ প্রিয়প্রাণসখীবরা।"

গান্ধিকঃ—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। ইনি এবং অন্যান্য চেটগণ কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টি পাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

চেটা ভঙ্গুরভৃঙ্গারসান্ধিকাগান্ধিকাদয়ঃ॥
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥

অর্থভেদে—লেখক, সুগন্ধি ব্যবহারিক, গন্ধবণিক্ (মেদিনী); কীট-বিশেষ, গাঁধিপোকা (শব্দরত্নাবলী)।

গার্গীঃ—ব্রজবাসিনী শ্রদ্ধেয়া ব্রাহ্মণী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

"সুলভা গৌতমী গার্গী চণ্ডিলাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো বরাঃ॥

অর্থভেদে—গর্গমুনির ব্রহ্মবাদিনী কন্যা।

গুণবীরঃ—কৃষ্ণপিতামহ পর্জ্জন্য গোপের ভগিনী সুবের্জনার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার নিবাস সূর্য্যকুণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ ২১ শ্লোক—

নটী সুবের্জনাখ্যাপি পিতামহ-সহোদরা।
গুণবীরঃ পতির্যস্যাঃ সূর্য্যস্যাহ্বয়পত্তনম্॥

গুর্জ্জরঃ—গোপালনরত আভীর গোপ হইতে কিছু হীন-মর্য্যাদ ছাগাদি পশুর পালনকারী। তাহারা গোষ্ঠের নিকটে বসতি-শীল এবং হৃষ্টপুষ্ট।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা দশম শ্লোক—

"কিঞ্চিদাভিরতো ন্যূনাশ্ছাগাদিপশুবৃত্তয়ঃ।
গোষ্ঠপ্রান্তকৃতবাসাঃ পুষ্টাঙ্গা গুর্জ্জরাঃ স্মৃতাঃ॥"

ইহারা কৃষ্ণের পরিবার এবং ব্রজবাসীর পঞ্চপ্রকারের অন্যতম পশুপাল।

অর্থভেদে—গুর্জ্জরাট দেশ (শব্দরত্নাবলী)।

গোকুলবাসী ব্রাহ্মণঃ—ইহারা দ্বিবিধ—কেহ কৃষ্ণের মাতাপিতৃকুল আশ্রয় করিয়া বাস করেন, এবং কেহ কেহ পুরোহিত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৪ শ্লোক—

"মহীসুরাস্তু দ্বিবিধা গোকুলান্তর্বসন্তি যে।
কুলমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে কেচিদন্যে পুরোহিতাঃ॥

গোকুলবাসী পুরোহিতঃ—ইহারা বেদগর্ভ, মহাযজ্ঞা, ভাগুরী প্রভৃতি সংজ্ঞায় খ্যাত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

"বেদগর্ভো মহাযজ্ঞা ভাগুর্য্যাদ্যাঃ পুরোধসঃ"

গোলভাহঃ—কৃষ্ণের মাতামহ সুমুখের অনুজ চারুমুখের তনয় সুচারু ইহার পিতা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫১ শ্লোক—

"গোলভাহঃ সুতো যস্য ভার্য্যানাম্না তুলাবতী।"

গৌতমীঃ—ব্রজবাসিনী পূজ্যা ব্রাহ্মণী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

অর্থভেদে—দুর্গা (মেদিনী); রাক্ষসীবিশেষা (শব্দরত্নাবলী); গোদাবরী নদী; গোরোচনা (রাজনির্ঘণ্ট)।

গ্রৈবেয়ক :—যে অলঙ্কার দেখিতে গোল এবং যাহাতে কুঙ্কুমরচিত চতুষ্কোণ কোর্চ্চিকা বর্ত্তমান এবং কোর্চ্চিকার মত বর্ণযুক্ত পুষ্পদ্বারা মধ্যভাগ শোভিত, তাহাকে গ্রৈবেয়ক কহে। যথা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৯ শ্লোক—

"বর্ত্তুলাশ্চতুরগ্রাবা কৌঙ্কুম্যো যত্র কোর্চ্চিকা।
তদ্বর্ণপুষ্পৈর্মধ্যং জ্ঞেয়ং গ্রৈবেয়কন্তু তৎ॥"

অর্থভেদে—কণ্ঠভূষণ (অমর)।

ঘাটিক :—নন্দের জ্ঞাতিবিশেষ। কৃষ্ণের পিতৃতুল্য। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক—

"শঙ্করঃ সঙ্করো ভঙ্গো ঘৃণিঘাটিকসারঘাঃ"

ঘৃণি :—ব্রজেশ্বর নন্দের জ্ঞাতি এবং কৃষ্ণের পিতৃতুল্য। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক—

"শঙ্করঃ সঙ্করো ভঙ্গো ঘৃণিবাটিকসারঘাঃ"

অর্থভেদে—কিরণ (অমর); সূর্য্য, জল (মেদিনী)।

চণ্ডিলা :—ব্রজবাসিনী পূজনীয়া ব্রাহ্মণী।
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

"সুলভা গৌতমী গার্গী চণ্ডিলাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো বরাঃ"

অর্থভেদে—নদীবিশেষ (উণাদি কোষ)।

চাটু :—কৃষ্ণের বৈমাত্রের ক্ষত্রিয় ভ্রাতা। নন্দের ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভজাত। ইঁহার অপর সহোদরের নাম বাটু। সুবলের সহিত ইহাদের এরূপ সৌখ্য যে সুবল হৃষ্ট হইলে ইহারাও তৎসঙ্গে হর্ষলাভ করেন। ইঁহাদের মুখপদ্ম মনোহর। ইঁহারা নবনীত আহরণ-

কারী। কেশপাশ গোঁপাকারে বদ্ধ। কৃষ্ণের ভ্রাতা হইলেও ইনি কৃষ্ণের মাতৃস্বসা যশোদেবীর অর্থাৎ দধিমার পতি।

অর্থভেদে—(পুং ক্লীং) প্রিয়বাক্য; চটু, প্রিয়প্রায়, স্ফুটবাদী; অপ্রিয় মিথ্যাবাক্য (মহাভারত)।

চারুমুখঃ—কৃষ্ণ-মাতামহ সুমুখের অনুজ। অঞ্জনের ন্যায় অঙ্গকান্তি। পুত্রের নাম সুচারু।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৪ শ্লোক—

"সুমুখস্যানুজশ্চারুমুখোঽঞ্জননিভচ্ছবিঃ।"

চেটঃ—কৃষ্ণের ভৃত্যগণ চেট নামে অভিহিত। ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার, সান্ধিক, গান্ধিক, রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, শালিক, তালিক, মালী, মানধর ও মালাধর প্রভৃতি ভৃত্যগণ চেট বলিয়া কথিত। ইঁহারা কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টি, পাশ প্রভৃতি ধারণ করেন। ইঁহারা ধাতবদ্রব্য উপহারও প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

চেটা ভঙ্গুরভৃঙ্গারসান্ধিকাগান্ধিকাদয়ঃ।
রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ॥
শালিকস্তালিকো মালী মানমালাধরাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥

অর্থভেদে—দাস (হেমচন্দ্র)।

ছায়াঃ—প্রভা-প্রতিযোগিনী। শ্রীভাগবত ৩।২০।১৮ শ্রীধরটীকা—"ছায়া প্রভা-প্রতিযোগিনী"।

অর্থভেদে—রৌদ্রশূন্যতা ; প্রতিবিম্ব ; সূর্য্যপত্নী ; পালন ; উৎকোচ ; কান্তি ; সচ্ছোভা ; পংক্তি (মেদিনী) ; কাত্যায়নী (শব্দরত্নাবলী) ; তম (হেমচন্দ্র)।

জটীলা :—কৃষ্ণের মাতামহী 'পাটলা'র তুল্য বৃদ্ধা গোপীকা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৪ শ্লোক—

"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।"

অর্থভেদে—জটামাংসী (অমর) ; পিপ্পলী (মেদিনী) ; বচা, উচ্চটা (রত্নমালা) ; দমনকবৃক্ষ (রাজনির্ঘণ্ট)।

জম্বূল :—কৃষ্ণের তাম্বূলসজ্জাকারী ভৃত্য। তাম্বূলাদি পরিষ্কার করিতে বিশেষ নিপুণ, দেখিতে স্থূল এবং কৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া কৃষ্ণের সহিত কেলিবিষয়ক আলাপে পটু।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৭-৭৮ শ্লোক—

"পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলাপকলাঙ্কুবাঃ।

জম্বূলাস্তাশ্চ তাম্বূলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ ॥"

অর্থভেদে—জম্বুক বৃক্ষ, কেতক বৃক্ষ, (মেদিনী), ক্লীবলিঙ্গে বরপক্ষীয় স্ত্রীগণের পরিহাসবাক্য (হরিবংশটীকায় নীলকণ্ঠ)।

তালিক :—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। শালিকাদির ন্যায় ইনি কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টি পাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যসমূহ উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৫-৭৫ শ্লোক—

"শালিকস্তালিকো মালী মানমালাধরাদয়ঃ।

তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলী যষ্টি পাশাদিধারিণঃ।

অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতুনাং চোপহারকাঃ ॥"

অর্থভেদে—প্রসারিতাঙ্গুলী পাণি। চপেটক, প্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। লিখিতনিবন্ধন, কাচনী, কাচনকী (শব্দরত্নাবলী)।

তাড়ঙ্ক ঃ—ময়ূর, মকর, পদ্ম ও অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আকৃতিযুক্ত ভূষণই তাড়ঙ্ক। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৫ শ্লোক—

"ময়ূরমকরাম্ভোজশশাঙ্কার্দ্ধাদিকনিভং॥"

অর্থভেদে—কর্ণভূষা, কর্ণিকা, তালপত্র (অমর), তাড়পত্র (হেমচন্দ্র); কর্ণমুকুর (জটাধর)।

তুঙ্গী ঃ—উপনন্দের পত্নী। বর্ণ শারঙ্গ অর্থাৎ চাতকপক্ষীর ন্যায়। পরিধানে শাড়ীর বর্ণও তদ্বৎ; (অথবা দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্টা ?)।

অর্থভেদে—হরিদ্রা, বর্ব্বরা (মেদিনী); (ন্—পুং)—তুঙ্গস্থানস্থিত; উচ্চস্থগ্রহ (ইতি জ্যোতিষম্)।

তুণ্ডু ঃ—পর্জ্জন্যের জ্ঞাতি ও কৃষ্ণের পিতামহতুল্য গোপ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫১ শ্লোক—

"পিতামহসমাস্তুণ্ডুকুটেরপশুবেদনাঃ।"

তুলাবতী ঃ—কৃষ্ণের মাতামহ সুমুখের অনুজ চারুমুখের তনয় 'সুচারু'র পত্নী। পুত্রের নাম গোলভাহ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫১ শ্লোক—

"গোলভাহঃ সুতো যস্য ভার্য্যা নাম্নী তুলাবতী"

দণ্ডব ঃ—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত উপনন্দের পুত্র। কণ্ডব ইঁহার অপর ভ্রাতা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৩৯ শ্লোক—

"পিতুরাস্য পিতৃব্যস্য পুত্রৌ কণ্ডদণ্ডবৌ।"

দণ্ডী ঃ—কৃষ্ণের সুহৃদ্ ও পিতৃব্যপুত্র।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ২২ শ্লোক—

"সুভদ্রঃ কুণ্ডলো দণ্ডী মণ্ডলোহমী পিতৃব্যজাঃ"

অর্থভেদে—জিনবিশেষ (ত্রিকাণ্ডশেষ); দমনক বৃক্ষ (রাজনির্ঘণ্ট); যম, দ্বাঃস্থ (হেমচন্দ্র), চতুর্থাশ্রমী।

দূতী:—কুঞ্জাভিসারাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞা এবং বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে নিপুণা বৃন্দা, মেনা ও মুরলী প্রভৃতি গোপীগণকে দূতী কহে। ভাল ভাল স্থানসকল তাঁহাদের বশীকৃত। সকলেই শ্রীরাধাগোবিন্দের স্নেহ-বিশ্রব্ধা, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবাসা এবং গোবিন্দের নিকট পরিহাস কর্ম্মাদিতে নিপুণা। ইঁহারা সকলের কথার তাৎপর্য্য ও মনোগত ভাব বুঝিতে সমর্থা, এবং বুদ্ধি-প্রদর্শনে পারদর্শিনী। শ্রীরাধাগোবিন্দের কন্দর্প-কলহজনিত কোপ উপস্থিত হইলে দূতীগণ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতি-বিধানে সমর্থা। সকলেই পত্রভঙ্গ প্রভৃতি তিলকাদি রচনায় এবং মাল্য ও শিরোমাল্য প্রভৃতি গুম্ফনে, বিচিত্র সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলাদি-প্রণয়নে, নানাবিধ বিচিত্র সূত্রের দ্বারা অল্প সময়ে অধিক কৌশল-প্রদর্শনে এবং সূর্য্যপূজার জন্য বিবিধ সামগ্রী আয়োজন-করণে বিচক্ষণা।

অর্থভেদে—সারীকা (রাজনির্ঘণ্ট)।

ধ্বাঙ্ক্ষরুণ্টি:—কৃষ্ণ-মাতামহীসমা বৃদ্ধা গোপিকা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৫ শ্লোক—

"ধ্বাঙ্ক্ষরুণ্টী হাণ্ডী তুণ্ডী ডিণ্ডিমা মঞ্জুবাণিকা"

নন্দন:—ইঁহার অপর নাম পাণ্ডব। ইনি পর্জ্জন্যের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার চারি জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের নাম উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ ও সুনন্দ বা সন্নন্দ। ইনি পীবরী এবং অতুল্যা নাম্নী গোপাদ্বয়ের

পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার সহোদরা সানন্দা ও নন্দিনী। পিতৃস্বসা সুবের্জ্জনা এবং পিতৃব্য উর্জ্জন্য ও রাজন্য। ইনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পিতৃব্য।

অর্থভেদে—(পুং) পর্ব্বতভেদ; (পুং) সুত (মেদিনী); ভেক (শব্দরত্নাবলী); আনন্দকারক, বিষ্ণু যথা—

"আনন্দো নন্দনো নন্দঃ সত্যধর্ম্মা ত্রিবিক্রমঃ।"

—মহাভাঃ, অনুশাঃ পঃ, ১৪৯ অঃ ৬৯। শ্লোঃ।

নন্দ মিশ্রঃ—ইনি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের শিষ্য এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের রচিত "সিদ্ধান্ত-দর্পণ" নামক গ্রন্থের একটী টীপ্পনী রচনা করিয়াছেন। সেই টীকার প্রারম্ভ-শ্লোক—

শ্যামোঽপি যঃ শ্রুতিসরোরুহবোধরক্তঃ
শান্তোঽপি যঃ স্মৃতিতনঃ স্তুতিগন্তরস্থাম্।
প্রত্যক্ পদং দিশতি যঃ পরমং স্বগোভিঃ
ব্যাপ্তং তমদ্ভুতরবিং শরণং প্রপদ্যে॥

টীকা-শেষে লিখিয়াছেন—

টীপ্পনী নন্দমিশ্রেণ নন্দসূনু-নিষেবিণা।
সিদ্ধান্তদর্পণেঽকারী হারিন্যাস্ত শ্রতামিয়ম্॥

নন্দিনীঃ—ইঁহার পিতা কৃষ্ণ-পিতামহ পর্জ্জন্য গোপ এবং জননী বরীয়সী। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সানন্দা এবং পঞ্চ সহোদর —উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সুনন্দ ও নন্দন নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার সহিত সুনীল গোপের পরিণয় হয়।

অর্থভেদে—রেণুকা (রাজনির্ঘণ্ট); উমা, গঙ্গা, ননন্দা, বশিষ্ঠ-ধেনু (মেদিনী), যথা রঘুবংশে—

ইতি বাদিন এবাস্য হোতুরাহুতিসাধনম্।
অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম ধেনুরাবব্রুতে বলাৎ॥

নীতি :—কৃষ্ণমাতৃতুল্যা গোপী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক—

"শবরা হিঙ্গুলী নীতি কোপনা ধমনী ধরা"

অর্থভেদে—নয়, প্রাপন (মেদিনী)।

পত্রক :—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। ইনি এবং রক্তকাদি অন্যান্য চেটগণ কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টি এবং পাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ॥
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥

অর্থভেদে—(ক্লী) বৃক্ষের পাতা, তেজপাতা, পত্রাবলী। (পুং) শালিঞ্চা শাক।

পত্রী :—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। ইনি এবং রক্তকাদি অন্যান্য চেটগণ কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্য উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥

অর্থভেদে—বাণ, পক্ষী (অমর) ; শ্যেন, বৃক্ষ, রথা, পর্ব্বত (মেদিনী) ; তাল, শ্বেতকিণিহী, গঙ্গাপত্রী, পাচী (রাজনির্ঘণ্ট) ; স্ত্রীলিঙ্গে লিপি।

পয়োদ :—কৃষ্ণের জলসমাহরণকারী ভৃত্য। বারিদ প্রভৃতি ভৃত্যগণও তাদৃশ সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৯ শ্লোক—

"পয়োদবারিদাদ্যাশ্চ নীরসংস্কারকারিণঃ"

পর্জ্জন্য :—শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ। ইনি বল্লব গোপকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বরীয়সী গোপীর পাণিগ্রহণ করিয়া পাঁচটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা লাভ করেন। সূর্য্যকুণ্ডস্থিত গুণবীরের সহিত ইঁহার ভগ্নী সুবের্জনার বিবাহ হয়। পর্জ্জন্যের উর্জ্জন্য এবং রাজন্য] নামক দুইটী ভ্রাতা ছিল এবং উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সুনন্দ বা সন্নন্দ এবং নন্দন বা পাণ্ডব নামে পাঁচটী পুত্র ও সানন্দা এবং নন্দিনী নাম্নী দুইটী কন্যা। অভিনন্দ ব্যতীত অপর পুত্রচতুষ্টয়ের সন্তান সন্ততি ছিল। নন্দের পুত্র কৃষ্ণ ব্যতীত ক্ষত্রিয়া পত্নীগর্ভে চাটু ও বাটু নামে দুইটী পুত্র ছিল। যশোদার পিতা সুমুখ পর্জ্জন্যের বন্ধু ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তুণ্ডু, কুটের ও পগুবেদন নামক জ্ঞাতিভ্রাতৃবর্গ গোপবংশের শোভা বিস্তার করিতেন।

পর্জ্জন্যের মেঘসদৃশ অমৃতবর্ষী অনুগ্রহ ভাজন হইয়া বল্লব গোপকুল নারদের উপদেশে পর্জ্জন্যের ন্যায় নারায়ণের উপাসক ছিলেন। পর্জ্জন্যের গাত্রবর্ণ গৌর, বসন শুভ্র এবং কেশও সাদা ছিল। তাঁহার মাথুর-মণ্ডলে নন্দীশ্বর গ্রামে বাস্তব্য ছিল। তিনি পুত্রকামী হইয়া তপস্যা করিলে আকাশবাণীতে পঞ্চপুত্র লাভের কথা এবং পৌত্ররূপে কৃষ্ণের প্রকট-বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। কেশী নামক অসুর নন্দীশ্বরগ্রামে উৎপাত উপস্থিত

করিলে, তিনি নন্দীশ্বর হইতে সগোষ্ঠী গোকুলমহাবনে প্রস্থান করেন। সুমুখের সহিত বাল্যকাল হইতে সৌহার্দ্দ হওয়ায় পর্জ্জন্য গোষ্ঠির নামাবলীর অনুকরণে বিভিন্ন গোপবংশেও তাদৃশ নামসমূহে অনেকেই পরিচিত ছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশে ইঁহার কথা উল্লিখিত আছে।

অর্থভেদে—(পুং) ইন্দ্র, শব্দায়মান মেঘ (অমর); মেঘ শব্দ (বিশ্ব); নিঃশব্দ মেঘ (ভরত); "যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ—(গীতা)।"

পল্লবঃ—কৃষ্ণের তাম্বূল-সেবাকারী ভৃত্য। মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস, রসাল, রসশালী, জম্বুল প্রভৃতি ভৃত্যগণও তাদৃশ সেবাপরায়ণ। ইঁহারা তাম্বূল পরিষ্কারপূর্ব্বক বীটিকা নির্ম্মাণ করিতে দক্ষ। সকলেই স্থূলকায় এবং কৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া ক্রীড়া, বিদ্যা ও তদালাপপ্রমত্ত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৭।৭৮ শ্লোক—

পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলি কলালাপকলাঙ্কুরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ॥
সুবিলাস-বিলাসাখ্য-রসাল-রসশালিনঃ।
জম্বূলাদ্যাশ্চ তাম্বূলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ॥

অর্থভেদে—নবপত্রাদিযুক্ত শাখাগ্রপর্ব্ব (ভরত); নবপত্রস্তবক (মধু); পর্ব্বপত্রাদি-সংঘাতে শাখায়াঃ পল্লবো মতঃ। কিশলয়, প্রবাল, নবপত্র, বল, কিসল, বিটপ, পত্রযৌবন, বিস্তর, শৃঙ্গার, অলক্ত রাগ, বলয়, চাপল।

পশুপালঃ—যদুবংশ-সমুদ্ভূত গোপ বা বল্লব পর্য্যায়ভুক্ত। তাহারা তিন প্রকার—বৈশ্য, আভীর ও গুর্জ্জর। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা সপ্তম শ্লোক—

পশুপালাস্ত্রিধা বৈশ্যা আভীরা গুর্জ্জরাস্তথা।
গোপপল্লবপর্য্যায়া যদুবংশসমুদ্ভবাঃ॥

ইহারা কৃষ্ণের পরিবার ও ব্রজবাসীর অন্যতম।

পশুবেদন :—পর্জ্জন্যের জ্ঞাতি ও কৃষ্ণের পিতামহতুল্য গোপ।
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫১ শ্লোক—
"পিতামহসমাস্তত্রুকুটৈরপশুবেদনাঃ।"

পাটর :—নন্দের সমবয়স্ক, কৃষ্ণের পিতৃতুল্য।
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ শ্লোক—
"পাটরদণ্ডিকেদারাঃ সৌরভেয়কলাঙ্কুরাঃ"

পাটলা :—কৃষ্ণের মাতামহ সুমুখের পট্টমহিষী। রাজ্ঞী যশোদার মাতা। ইহার দধির ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ বস্ত্র। অঙ্গপ্রভা পাট পুষ্পের ন্যায় পাটল বর্ণ। বসন হরিদ্বর্ণ। ইহার প্রিয় সহচরী মুখরা যশোদার স্তন্য-দায়িনী ধাত্রী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা।

অর্থভেদে—দুর্গা, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, পারুল (রত্নমালা), রক্তলোধ্র (শব্দচন্দ্রিকা)।

পাণ্ডব :—ইঁহার অপর নাম নন্দন। ইনি পর্জ্জন্য ও বরীয়সীর কনিষ্ঠ সন্তান। ইনি পীবরী ও অতুল্যা নাম্নী গোপীদ্বয়ের সহিত পরিণীত হন। কৃষ্ণের ইনি কনিষ্ঠ পিতৃব্য। ইঁহার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ চারিজন—উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, ও সন্নন্দ। ইঁহার সানন্দা ও নন্দিনী নাম্নী দুইটী সহোদরা। নন্দীশ্বরে কেশীর অত্যাচারে মহাবনে পরে বাস করিতে বাধ্য হন। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা।

অর্থভেদে—(পুং) পঞ্চ পাণ্ডুনন্দন।

পীতাম্বর দাস :—ইনি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বিদ্যাগুরু ছিলেন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং বিরক্ত-শিরোমণি ও ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। সপ্তদশ শকশতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাঁর উদয় কাল। শ্রীধামবৃন্দাবনে উদাসীনের বেষ গ্রহণ করিয়া বাস করিতেন। 'সিদ্ধান্তরত্ন' বা ভাষ্য-পীঠকে'র টীকার শেষাংশে বিদ্যাভূষণ মহোদয় ইঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মূলেও কিছু উল্লেখ আছে।

পীতাম্বরস্য করুণা বরুণালয়স্য
কারুণ্যতঃ কৃতমুদেতি মুদে বুধানাম্।

পীবরী :—অভিনন্দের পত্নী। বসন নীলবর্ণ এবং শরীর পাটল বর্ণ (অথবা আকৃতি উন্নতা) অর্থভেদে—শতমূলী, (রত্নমালা); শালপর্ণী (ভাব-প্রকাশ ; তরুণী (সংক্ষিপ্তসার)।

পুণ্ডরীকা :—পুণ্ডরীকা প্রভৃতি সখীগণ যুদ্ধাদিতে আগ্রহযুক্তা বা বিবাদপ্রিয়া নহে। ইঁহার বসন শ্বেতপদ্মের ন্যায়, অঙ্গকান্তিও শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুভ্র। সমাগত পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ইনি তর্জ্জন করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদ্দীপিকা ২০৮ শ্লোক—

পুণ্ডরীকা পটং ধৃত্বা পুণ্ডরীকাজিনচ্ছবিঃ।
পুণ্ডরীকাঙ্গভা তর্জ্জেৎ পুণ্ডরীকাক্ষমাগতম্॥

পুষ্পমণ্ডন (ভূষণ) :—কিরীট, বালপাশ্যা, কর্ণপূর, ললাটীকা, গ্রৈবেয়ক, অঙ্গদ, কাঞ্চী, কটক, মণিবন্ধনী, হংসক, কঞ্চুলী ইত্যাদি বিবিধ ফুলের ভূষণ। মণি ও স্বর্ণাদিনির্ম্মিত অলঙ্কারের যেরূপ আকার ও প্রকার, ফুলনির্ম্মিত ভূষণও তদ্রূপ। মণি মাণিক্য, গোমেদ, মুক্তা, চন্দ্রমণি প্রভৃতি রত্ন যথাযথ বিন্যস্ত

হয়া অলঙ্কার সুষ্ঠু বিনির্ম্মিত হইলে যাদৃশী শোভা, রঙ্গিণী স্বর্ণযূথী, নবমালিকা, সুমালিকা প্রভৃতি পুষ্পনির্ম্মিত ভূষণসমূহের তাদৃশী শোভা।

পুষ্পহাস:—শ্রীকৃষ্ণের গন্ধ-সেবাকারী ভৃত্য। গন্ধ, অঙ্গরাগ ও পুষ্পাদিশোভিত মাল্যে কৃষ্ণের অঙ্গালঙ্কার-সেবায় দক্ষ। সুমনঃ, কুসুমোল্লাসও হরাদি ভৃত্যও এতাদৃশ সেবাপটু।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"সুমনঃ কুসুমোল্লাসপুষ্পহাসহরাদয়ঃ।
গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদিপুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ॥"

অর্থভেদে—(স্ত্রীলিঙ্গে) রজঃস্বলা (শব্দরত্নাবলী)।

পুষ্পী:—এই পুষ্পিকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গুঞ্জা থাকিবে। ইহা কতিপয় স্তবক বা পুষ্পগুচ্ছে নির্ম্মিত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৬ শ্লোক—

"মধ্যপর্য্যাপ্তগুঞ্জোঽয়ং স্তবকৈঃ পুষ্পিকোচ্যতে॥"

পৌর্ণমাসী:—ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবর্ষি নারদের প্রিয়শিষ্যা। গুরুদেবের আদেশক্রমে স্বীয় তনয় কৃষ্ণ-বলদেবের অধ্যাপক বিখ্যাত সান্দীপনি মুনিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভীষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ-ব্যাকুলা হইয়া অবন্তীপুরী হইতে গোকুলে আসিয়া বাস করেন। ইনি সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী এবং ব্রজেশ্বরাদি সমস্ত ব্রজবাসীর মান্যা। পরিধানে কাষায়বসন, গৌরবর্ণা, কেশ কাশপুষ্পের ন্যায় এবং আকৃতি দীর্ঘা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৭-৬৯ শ্লোক—

"পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িনী।
কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশী দরায়তা॥

মাত্তা ব্রজেশ্বরাদীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং।
দেবর্ষেঃ প্রিয়শিষ্যেয়মুপদেশেন তস্য যা॥
সান্দীপনিং সুতং সেয়ং হিত্বাবন্তী পুরীমপি।
স্বাভীষ্টদৈবতপ্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলাং গতা॥"

অর্থভেদে—পূর্ণিমা (অমর)।

প্রগুণঃ—শ্রীকৃষ্ণের একজন ক্ষৌরকার ভৃত্য। কেশের সংস্কার, অঙ্গমর্দ্দন,, দর্পণদান প্রভৃতি সমস্ত কেশপ্রসাধনে অধিকারী। স্বচ্ছ সুশীল প্রভৃতি ক্ষৌরকারগণও এতাদৃশ কেশ-সেবায় নিপুণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"নাপিতাঃ কেশ-সংস্কারে মর্দ্দনে দর্পণার্পণে।
কেশাধিকারিণঃ স্বচ্ছসুশীলপ্রগুণাদয়ঃ॥"

অর্থভেদে—ঋজু।

প্রেমকন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণের বেশ-রচনাকারী ভৃত্য। মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্র, মধুকন্দল, মকরন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণও ইঁহার ন্যায় তাদৃশ সেবা করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৮০ শ্লোক—

প্রেমকন্দো মহাগন্ধ-সৈরিন্ধ্র মধুকন্দলাঃ।
মকরন্দাদয়শ্চামী সদা শৃঙ্গারকারিণঃ॥

প্রেমদাসঃ—রাঢ়দেশীয় একজন পদকর্ত্তা। ইনি ১৬৩৪ শকাব্দায় সংস্কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের কবিতায় অনুবাদ করেন। তাহা শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন। 'বংশীশিক্ষা' নামক একখানি চারিটী উল্লাসবিশিষ্ট কবিতা-গ্রন্থ—যাহা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে নামক একব্যক্তি ১২৯৯ সালে হিন্দুপ্রেসে মুদ্রিত করিয়াছেন সেই

গ্রন্থেরও গ্রন্থকার বলিয়া প্রেমদাস উল্লিখিত হইয়াছেন। বংশীশিক্ষা ১৬৩৮ শকাব্দে লিখিত বলিয়া উল্লিখিত।

প্রেমদাসের পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র। নিবাস কুলীনগর। পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। অগ্রজদ্বয়ের নাম গোবিন্দরাম ও রাধাচরণ। গঙ্গাদাসের পিতা মুকুন্দানন্দ ও পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র। ইঁহারা কাশ্যপ-গোত্রীয়। পুরুষোত্তম সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'সিদ্ধান্তবাগীশ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর পাটুলি গ্রামের ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের তনয়ত্রয়ের অন্যতম। পাটুলির বাস ত্যাগ করিয়া তিনি কুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। ছকড়ির পিতা যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়, তৎপুত্র ছকড়ির অন্য নাম মাধবদাস, মধ্যম পুত্র তিনকড়ির অপর নাম হরিদাস এবং কনিষ্ঠ দোকড়ির অন্য নাম কৃষ্ণসম্পত্তি। বংশীদাসের জ্যেষ্ঠ তনয় চৈতন্যদাস ও কনিষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দদাস। চৈতন্যদাসের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব। রামচন্দ্রকে প্রেমদাস পরাৎপর গুরু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কাহারও মতে, রামচন্দ্রের আটটী শাখার মধ্যে পানাগড়ের শ্রীহরিদাস বা হরি ঠাকুরের ধারায় প্রেমদাস দীক্ষিত হ'ন; আবার কেহ বলেন, তিনি শচীর মধ্যম পুত্র শ্রীবল্লভের ধারায় দীক্ষিত। বাগ্‌নাপাড়ার ঠাকুর রামচন্দ্র শ্রীজাহ্নবা-মাতার শিষ্য।

ফুল্লর:—কৃষ্ণের তাম্বুল-প্রস্তুতকারী ভৃত্য। পল্লব, মঙ্গল, কোমল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস, রসাল, রসশালী, জম্বুল প্রভৃতি ভৃত্যগণও ঐরূপ তাম্বুল-সেবাকারী। ইঁহারা তাম্বুল পরিষ্কারপূর্ব্বক বীটিকা নির্ম্মাণ করিতে দক্ষ। সকলেই স্থূল এবং কৃষ্ণ-পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক কেলিকলালাপে প্রবৃত্ত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৭-৭৮ শ্লোক—

"পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলালাপকলাঙ্কুরাঃ।
পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলকপিলাদয়ঃ॥
সুবিলাস-বিলাসাখ্য-রসাল-রসশালিনঃ।
জম্বুলাদ্যাশ্চ তাম্বূলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ॥"

অর্থভেদে—বিকসিত, পুষ্প।

ফুল্লকলিকাঃ—পিতার নাম শ্রীমল্ল, মাতার নাম কমলিনী। নীলপদ্মের ন্যায় অঙ্গকান্তি এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় বসন, যেন তিলফুল সদৃশ নাসিকাতে পীতাভা গলিত হইতেছে, এরূপ। পতি বিদুর ইঁহাকে দূর হইতে স্ত্রী-সম্বোধনে আহ্বান করেন।

"শ্রীমল্লাৎফুল্লকলিকা কমলিন্যামভূৎ পিতুঃ।
সেয়মিন্দীবরশ্যামরুচিশ্চাপনিভাম্বরা॥
সহজে গলিতা পীততিলকে নাসিকস্থলে।
বিদুরোঽস্যাঃ পতির্দূরান্মহিষীবাহ্বয়ত্যসৌ॥"

বকুলঃ—কৃষ্ণের বস্ত্রধৌতকারী ভৃত্য। সারঙ্গ প্রভৃতি ভৃত্যগণও কৃষ্ণের তাদৃশ সেবাকারী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৯ শ্লোক—

বস্ত্রোপচারনিপুণাঃ সারঙ্গবকুলাদয়ঃ।

অর্থভেদে—বৃক্ষবিশেষ, কেশর, কেসর, বকুল, সিংহকেশর, বরলব্ধ, সীধুগন্ধ, মুকুল, স্ত্রীমুখমধু, দোহল, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমরানন্দ, স্থিরকুসুম, শারদিক, করক, সীসংজ্ঞ, বিশারদ, ব্যূঢ়পুষ্পক, ধন্বী, মদন, মদ্যামোদ, চিরপুষ্প।

বঙ্গবিহারী বিদ্যাভূষণঃ—ইনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত 'স্তবাবলী'গ্রন্থের 'কাশিকা'নাম্নী টীকার রচয়িতা।

ইঁহার নামান্তর বঙ্গেশ্বর। ইনি শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর শ্রীমধুসূদন নামক এক ব্যক্তির নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন। 'কাশিকা' টীকা-প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহার গুরুর নাম বৃন্দাবনচন্দ্র শব্দবিত্মার্ণব। টীকার শেষে লিখিয়াছেন যে গুরুর নাম তর্কালঙ্কার। টীকা-রচনার কাল ১৬৪৪ শকাব্দা।

বঙ্গেশ্বর কৃতি :—ইঁহার অপর নাম বঙ্গবিহারী বিদ্যাভূষণ। ঐ শব্দ দ্রষ্টব্য।

বর ঃ—অষ্টসখীর তুল্য অপর আটজন গোপী মিলিত হইয়া 'বর' নামক যূথ গঠিত হয়। ইঁহারা সকলেই দ্বাদশবর্ষবয়স্কা এবং চঞ্চলভাষিণী। কলাবতী, শুভাঙ্গদা, হিরণ্যাঙ্গী, রত্নলেখা, শিখাবতী, কন্দর্পমঞ্জরী, ফুল্লকলিকা এবং অনঙ্গমঞ্জরী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৯৬-৯৭ শ্লোক—

"এতদষ্টককল্পাভিরষ্টাভিঃ কথিতো বরঃ।
এতা দ্বাদশবর্ষীয়াশ্চলদ্বাণাঃ কলাবতী॥
শুভাঙ্গদা হিরণ্যাক্ষী রত্নলেখা শিখাবতী।
কন্দর্পমঞ্জরী ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী॥

অর্থভেদে—জামাতা, বৃতি, দেবতাদিগের নিকট প্রার্থিত। ষিড়্গা, শ্রেষ্ঠ (ত্রিলিঙ্গ—মেদিনী) ; গুগ্গুল (শব্দরত্নাবলী), পতি (হেমচন্দ্র)।

বরিষ্ঠ :—যূথের ভেদ কুল। কুলের অন্তর্গত সমাজ। সমাজের প্রকারভেদ সমন্বয় দ্বিবিধ—বরিষ্ঠ ও সুবর। বরিষ্ঠ সমাজ রস হেতু সতত সহায়রূপে বিখ্যাত। এতদুভয়ের যাহা সমান বা শ্রেষ্ঠ নহে তাহা প্রেমের সমাশ্রয় নহে। এই বরিষ্ঠ সকল সুহৃদের প্রিয় ও শরণাগত এবং অশেষ রূপগুণ এবং মাধুরী প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৫-৭৭ শ্লোক—

"বরিষ্ঠঃ সুবরশ্চেতি স সমন্বয় যুগ্মভাক্ ॥"

"বরিষ্ঠো রসতঃ খ্যাতঃ সদা সচিবতাং গতঃ।
তয়োরেবাসনোর্দ্ধো বা নাসৌ প্রেম্নঃ সমাশ্রয়ঃ ॥
প্রপন্নঃ সর্ব্বসুহৃদাং পরমাদরণীয়তাং।
অপারগুণরূপাদি মাধুরীভিশ্চ ভূষিতঃ ॥"

অর্থভেদে—বরতম, উরুতম (মেদিনী); বৎস (অজয়); তিত্তিরী পক্ষী (মেদিনী); নারঙ্গ বৃক্ষ (রাজনির্ঘণ্ট)।

বরীয়সী:—শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী। তিনি পর্জ্জন্য গোপের সহধর্ম্মিণী। পর্জ্জন্যের ঔরসে ইঁহার গর্ভে উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ এবং নন্দন নামে পাঁচটী পুত্র এবং সানন্দা ও নন্দিনী নাম্নী কন্যাদ্বয় উৎপত্তি লাভ করেন। ইঁহার তৃতীয় পুত্র নন্দ সুমুখের কন্যা যশোদার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পুত্ররূপেই বিশ্বপতি নারায়ণ গোপ-গৃহে উদিত হন। ভদ্রানাম্নী একটী কন্যা কৃষ্ণের ভগিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। বরীয়সী সকল গোপগোপীর মাননীয়া। তাঁহার গাত্রবর্ণ কুসুম্ভ পুষ্পের ন্যায়, বাস সবুজ এবং কেশগুলি একেবারে শুভ্র। কেশী অসুরের দৌরাত্ম্যে পতি পর্জ্জন্যের সহিত ইনি নন্দীশ্বরের বাস উঠাইয়া মহাবনে বসতি স্থাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশে ইঁহার প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে যথা—

"বরীয়সীতি বিখ্যাতা বরা ক্ষীরাভকুন্তলা"

বর্গ:—যূথের অঙ্গ কুল। কুলের অঙ্গ বর্গ। বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণপ্রেম, সমাজ ও মণ্ডলান্তবর্ত্তী ব্রজবাসিগণের অপেক্ষা ন্যূন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৪ শ্লোক—

"সমাজো মণ্ডলঞ্চেতি বর্গশ্চেতি তদুচ্যতে।"

অর্থভেদে—সজাতীয়সমূহ, গ্রন্থপরিচ্ছেদ।

বহিষ্ঠ :—কৃষ্ণের পাঁচ প্রকার পরিবার মধ্যে কারু বা নানাপ্রকার শিল্পজীবিগণকে বহিষ্ঠ বলে।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা দ্বাদশ শ্লোক—

"বহিষ্ঠাঃ কারবঃ প্রোক্তাঃ নানাশিল্পোজীবিনঃ।
এভিঃ পঞ্চবিধৈরেব পরীবারা হরেরিহ।"

বৈশ্য আভীর ও গুর্জ্জর, এই ত্রিবিধ পশুপাল, এবং বিপ্র ও বহিষ্ঠ—একত্রে পাঁচ প্রকার পরিবার।

বাটু :—কৃষ্ণের বৈমাত্রের ক্ষত্রিয় ভ্রাতা। নন্দের ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভজাত। ইঁহার অপর সহোদরের নাম চাটু। সুবলের সহিত ইঁহাদের এতাদৃশ হৃদ্যতা যে সুবলের হর্ষ উপস্থিত হইলে ইঁহাদেরও হর্ষ হয়। ইঁহাদের মুখপদ্ম মনোহর। ইঁহারা কৃষ্ণের নবনীত-আহরণকারী। কেশপাশ খোঁপাকারে বদ্ধ। কৃষ্ণের ভ্রাতা হইলেও ইনি কৃষ্ণের মাতৃস্বসা 'যশস্বিনী' অর্থাৎ 'বাহবীর' পতি।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪০ শ্লোক—

"রাজন্যৌ তৌ তু দায়াদৌ নাম্না তৌ চাটু-বাটুকৌ।"

বামনী :—ব্রজবাসীর পূজ্যা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৬ শ্লোক—

"কুঞ্জীকা বামনী স্বাহা সুলভাশ্চাম্বিনী স্বধা।

বারিদ :—শ্রীকৃষ্ণের জল-সমাহরণকারী ভৃত্য। পয়োদ প্রভৃতি ভৃত্যগণও তাদৃশ সেবাপরায়ণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৯ শ্লোক—

"পয়োদবারিদাত্মাশ্চ নীরসংস্কারকারিণঃ।"

অর্থভেদে—মেঘ, মুস্তক ; (ক্লীবে) বলয়।

বালপাশ্যা :—বিচিত্র কলিকাসমূহদ্বারা গাঢ়রূপে গ্রথিত হইয়া কেশবন্ধনের ডোরীরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা সীমন্তের ভূষণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৪ শ্লোক—

"কেশবন্ধনডোরী চ বিচিত্রৈঃ কোরকাদিভিঃ।
আবলিগুম্ফিতা গাঢ়ং বালপাশ্যেতি কীর্ত্তিতা॥"

বিপ্র :—হরির পাঁচ প্রকার ব্রজের পরিবার মধ্যে ইঁহারা অন্যতম। তাঁহারা সর্ব্ববেদ-শাস্ত্রকুশল এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহণপরায়ণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬।১১।১২—

"তে কৃষ্ণস্য পরীবারা যে জনা ব্রজবাসিনঃ।
পশুপালাস্তথাবিপ্রা বহিষ্ঠাশ্চেতি তে ত্রিধা।
বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদবিদো যাজনাদ্যধিকারিণঃ।
এভিঃ পঞ্চবিধৈরেব পরীবারা হরেরিহ।"

বিলাস :—কৃষ্ণের তাম্বূল সেবাকারী-ভৃত্য — তাম্বূল পরিষ্কার-ক্রিয়ায় বিচক্ষণ এবং আকৃতি স্থূল। কৃষ্ণের পার্শ্বে গমনপূর্ব্বক কেলিবিদ্যালাপপ্রমত্ত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৭-৭৮ শ্লোক—

"সুবিলাস-বিলাসাখ্য-রসাল-রসশালিনঃ
জম্বূলাদ্যাশ্চ তাম্বূল-পরিষ্কারবিচক্ষণাঃ॥"

অর্থভেদে—হাব-ভেদ (অমর) ; লীলা (মেদিনী)।

বিষ্ণুস্বামী :—শ্রীধর স্বামী ভাগবত ৩য় স্কঃ, ১২শ অধ্যায় ৩য় শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

পাতঞ্জলেপ্যেত এবোক্তাঃ অবিদ্যাঽস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশা পঞ্চক্লেশা ইতি। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রোক্তা বা। অজ্ঞানবিপর্য্যাসভেদভয়শোকা স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাস। ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী "তদুক্তং বিষ্ণুস্বামিনা হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥" তথা,—'স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূত পরানন্দঃ স্বাবির্ভূত সুদুঃখভূঃ॥" 'স্বাদৃগুত্থ বিপর্য্যাস ভবভেদজভীশুচঃ। যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ॥"

বেণা :—যশোদাসমা গোপাঙ্গনা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬২ শ্লোক—

"বিশালা শল্লকী বেণা বর্ত্তিকাদ্যাঃ প্রসূপমাঃ।"

বেদগর্ভ —গোকুলবাসী পুরোহিতবিশেষের সংজ্ঞা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

"বেদগর্ভো মহাযজ্ঞা ভাগুর্য্যাদ্যাঃ পুরোধসঃ।"

অর্থভেদে—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ (হেমচন্দ্র)।

বৈশ্য :—গো পালন করাইয়া গো-রসাদিতে প্রধানতঃ জীবিকা-নির্ব্বাহকারী এবং পরম্পর পরস্পরের অনুগমনকারী। কেহ কেহ বৈশ্যগণকেই 'আভীর' সংজ্ঞা দেন। কিন্তু আভীরগণের ন্যায় বৈশ্যগণ শূদ্র নহেন এবং 'ঘোষ' উপাধি বিশিষ্ট নহেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা অষ্টম শ্লোক—

"প্রায়ো গোবৃত্তয়ো মুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতাঃ।
অন্যোঽন্যানুমতাঃ কেচিদাভীরা ইতিবিশ্রুতাঃ॥"

ইঁহারা কৃষ্ণের পাঁচ প্রকার পরিবার এবং ব্রজবাসীর অন্যতম পশুপাল।

ব্রজবাসীঃ—কৃষ্ণের পরিবারবর্গই ব্রজবাসী। তাহারা তিন প্রকার। পশুপাল, বিপ্র এবং বহিষ্ঠ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা. ষষ্ঠ শ্লোক—

"তে কৃষ্ণস্য পরীবারা যে জনা ব্রজবাসিনঃ।
পশুপালাস্তথা বিপ্রা বহিষ্ঠাশ্চেতি তে ত্রিধা॥"

ভক্তিরত্নাকরঃ—এইগ্রন্থ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথের পুত্র শ্রীনরহরিদাস চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যামদাস ঠাকুর প্রণীত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-কালে যে সমস্ত ভক্ত আবির্ভূত হন তাঁহাদের বিবরণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-প্রণীত শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামি-প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-লিখিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু সকল ভক্তের বিস্তৃত বিবরণ উক্ত তিন গ্রন্থে নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি যে সকল মহাজন আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালীয় যে সকল ভক্তগণের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল তাহা ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত ও গ্রন্থানুবাদ-নামক একটী পরিশিষ্টসংযুক্ত।

প্রথম তরঙ্গে গ্রন্থকারের হরি-গুরু বৈষ্ণব-বন্দনাদ্বারা মঙ্গলাচরণ। গ্রন্থকার শ্রীনিবাস প্রভুর শাখার শিষ্য। প্রকট ও অপ্রকট-লীলার অভেদ। গৌরকৃষ্ণ লীলার নিত্যত্ব। যেরূপ গৌরকৃষ্ণে ভেদ নাই, তদ্রূপ নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের অভেদ-বর্ণন। গোপাল ভট্টের বিবরণ। দক্ষিণদেশবাসী ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ, এই ভ্রাতৃ-

ত্রয়ের গৃহে শ্রীরঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণকালে চারিমাস কাল অবস্থান। পূর্ব্বে ইঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন, পরে প্রভুর কৃপাতে রাধাকৃষ্ণের উপাসক হন। গোপাল ভট্ট ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র। গোপালকর্ত্তৃক মহাপ্রভুর সযত্ন-সেবা। গোপালের স্বপ্নে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ কীর্ত্তন-বিহার দর্শন। স্বপ্নভঙ্গে প্রভুকে শ্যাম-সুন্দর গোপবেশ ও সন্ন্যাসীরূপে দর্শন। অচিরে বৃন্দাবনে রূপসনাতনের দর্শন ঘটিবে বলিয়া প্রভুর কৃপাবাণী। গৌরাঙ্গ-সেবায় পুত্রের প্রীতি-দর্শনে ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্রকে গৌরাঙ্গ-চরণে সমর্পণ। গোপালকে প্রবোধ দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন। গোপালের গৌরগুণ-মহিমা-প্রচার ও মায়াবাদ-খণ্ডন। প্রবোধানন্দের নিকট বাল্যকাল হইতে শাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রবোধানন্দের সরস্বতী-খ্যাতি। মাতাপিতৃ-কর্ত্তৃক বৃন্দাবন যাইতে গোপালের আজ্ঞা-প্রাপ্তি। বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সহিত মিলন। শ্রীরূপসনাতনকর্ত্তৃক গৌরচন্দ্র-সমীপে গোপালের আগমন-বার্ত্তাবহ পত্র। উত্তরে গোপালকে নিজভ্রাতৃ-সম জ্ঞান করিবে বলিয়া পত্র ও ডোর, কৌপীন, বহির্ব্বাস সহ পত্রবাহকের রূপসনাতনের নিকট আগমন। গোপালের বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রণয়নে ইচ্ছা। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর গোপালের নামে 'হরিভক্তিবিলাস' সম্পাদন। গোপালের বিগ্রহ-সেবার ইচ্ছা হওয়ায় শ্রীরূপ গোস্বামী গোপালের দ্বারা শ্রীরাধারমণ-সেবার প্রাকট্যসাধন। বৃন্দাবনে গোপালের লোকনাথ, ভূগর্ত্ত, কাশীশ্বর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত শ্রীচৈতন্য-কথা-প্রসঙ্গও রাধারমণ সেবা। গোপাল ভট্ট ও লোকনাথ গোস্বামী দ্বয়ের নিষেধহেতু মহাপ্রভুর উত্তরদক্ষিণ ভারত-ভ্রমণপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামিকর্ত্তৃক তাঁহাদের নাম মাত্র উল্লেখ।

তত্ত্ব গ্রন্থকারের গোপাল ভট্টের চরিত্রবর্ণন-প্রবৃত্তি। কৃষ্ণকর্ণামৃতে-টীকা-রচনা। শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে আগমন; গোপাল ভট্টের শিষ্যত্ব-গ্রহণ ও গৌড়দেশে ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশ। আচার্য্যের রামচন্দ্র, গোকুলানন্দ প্রভৃতি বহুশিষ্যকরণ। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দুই সহোদর। পিতা চিরঞ্জীব, মাতামহ শ্রীখণ্ডনিবাসী কবি দামোদর সেন। রামচন্দ্রের রূপবর্ণন। শ্রীনিবাস-আচার্য্যের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ, শ্রীজীব গোস্বামি-প্রমুখ বৃন্দাবনবাসিকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের 'কবিরাজ' উপাধি। নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র উভয়ে পরস্পর অভিন্নাত্মা। উভয়েরই সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত্য বিচক্ষণতা ও শুদ্ধভক্তিপ্রচার। নরোত্তমের, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য। শ্রীচৈতন্যের আকর্ষণেই মাঘী পূর্ণিমায় তাঁহার জন্মগ্রহণ; রাজপুত্র হইয়াও বাল্যাবধি বিষয়ে বিতৃষ্ণা ও গৃহত্যাগে সচেষ্টতা; গণসহ মহাপ্রভুর স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন ও প্রবোধ-দান। পিতা ও পিতৃব্যের স্থানান্তরে থাকা কালে নরোত্তমের রক্ষককে প্রতারণা ও মায়ের নিকট হইতে ছলে বিদায়গ্রহণ এবং গোপনে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিবসে বৃন্দাবনে আগমন। তথায় শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসীতে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ। নরোত্তমের মাতার নাম নারায়ণী।

লোকনাথের মাতার নাম সীতাদেবী, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী। পদ্মনাভ অদ্বৈত প্রভুর অতি প্রিয়পাত্র। লোকনাথের বাল্যাবধি গৃহে ঔদাসীন্য। সর্ব্বত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট নবদ্বীপে আগমন। মহাপ্রভুর লোকনাথকে শীঘ্র বৃন্দাবন-গমনে আদেশ দান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসান্তে দক্ষিণদেশে গমনে লোকনাথের তথায় অনুসরণ। দক্ষিণ হইতে মহাপ্রভুর ব্রজে আগমনশ্রবণে লোকনাথের তথায় আগমন।

তথায় প্রভুর অদর্শনহেতু প্রয়াগে প্রভুসকাশে যাইবার জন্য উদ্যোগ। স্বপ্নে লোকনাথকে মহাপ্রভুর ব্রজে থাকিতে আদেশদান। রূপ-সনাতনের সহিত মিলন। লোকনাথ ও ভূগর্ভ অভিন্নাত্মা। কৃষ্ণ-লীলাস্থান দর্শন ও কিশোরীকুণ্ডে নির্জ্জন বাস। বিগ্রহসেবায় অভিলাষ ও কোনও অজ্ঞাতপুরুষকর্ত্তৃক রাধাবিনোদবিগ্রহ দান। শ্রীবিগ্রহের তৎসমীপে ভোজনপ্রার্থনা। লোকনাথের বিগ্রহসেবা ও বৈরাগ্য। বৃন্দাবনে আগমন। রূপ সনাতনের অপ্রকটে কাতরতা। এ সময় তথায় নরোত্তমের আগমন। লোকনাথের সেবা ও শিষ্যত্ব-গ্রহণ। নরোত্তমের 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি। নরোত্তমের প্রতি গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীবের স্নেহ। বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দসহ মিলন।

শ্যামানন্দ চরিত—পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। উভয়েই সদ্গোপকুলোদ্ভব ও হরিগুরুবৈষ্ণব-ভক্ত। দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস, আদি নিবাস ধারেন্দা বাহাদুরপুর—এখানেই শ্যামানন্দের জন্ম বলিয়া প্রবাদ। কয়েকটী পুত্রকন্যার মৃত্যুর পর মাতাপিতৃ-কর্ত্তৃক শ্যামানন্দের 'দুঃখী' নামকরণ। নির্জ্জন বাসচেষ্টা। অল্প বয়সেই তাঁহার ব্যাকরণাদিতে অধিকার। বৈষ্ণববৃন্দের মুখে গৌর-নিত্যানন্দচরিত শুনিয়া সর্ব্বদা অনুরাগভরে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন। কালনা অম্বিকায় শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখাস্থ হৃদয়চৈতন্য প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্রগ্রহণ। 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নাম প্রাপ্তি। বৃন্দাবন যাইতে আদেশলাভ। গৌড়মণ্ডল দর্শন। বৃন্দাবনে আগমন। বৃন্দাবনে 'শ্যামানন্দ' নামপ্রাপ্তি। শ্রীজীবপ্রভুকর্ত্তৃক শাস্ত্রশিক্ষা-দান। হৃদয়চৈতন্যের নিকট হইতে শ্রীজীব গোস্বামীর পত্রপ্রাপ্তি।

শ্রীজীবকে গুরুবুদ্ধি করিতে ও বৈষ্ণব—অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবার জন্য শ্যামানন্দের উপদেশপত্র-প্রাপ্তি। পুনরায় গৌড়ে আগমন ও উৎকলে মুরারি প্রভৃতিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ। নরোত্তমের সহিত প্রণয়। নরোত্তমের পুনরায় গৌড়ে আগমন। বিপ্রকুলোদ্ভূত শিষ্য বসন্ত নামক জনৈক ব্যক্তির প্রভুর চরিত্রগীতি। নরোত্তমের গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ, রাধাকান্ত—এই ছয় বিগ্রহ-সেবা প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণবসেবা ও হরিসংকীর্ত্তন। শ্রীজাহ্নবী দেবীর খেতরিতে আগমন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, সন্তোষ দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে নরোত্তমের শিষ্যত্বে গ্রহণ। শ্রীরামচন্দ্রানুজ গোবিন্দ কবিরাজের নরোত্তমচরিত্র-গীতি। নরোত্তমের শুদ্ধভক্তি ও সংকীর্ত্তনপ্রভাবে অভক্তসম্প্রদায়ের পলায়ন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হরিনারায়ণ রাজার গুণবর্ণন। 'সঙ্গীত মাধব' নাটক। সন্তোষ দত্তের আখ্যান। সন্তোষ দত্তের পিতৃব্য রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। রাজধানী পদ্মাবতীতীরবর্ত্তী গোপালপুর নগর। কৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। সন্তোষ দত্ত নরোত্তমের পিতৃব্য ও শিষ্য। সন্তোষের গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিষ্ঠা। গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তীর বিবরণ। চৈতন্যপার্ষদ দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য, তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাম। উভয়েই শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপাপাত্র। শ্রীরূপ সনাতন ও শ্রীজীবের ভক্তিগ্রন্থপ্রকাশ। শ্রীসনাতনের ভাগবতে প্রীতি ও 'বৈষ্ণবতোষিণী' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা। শ্রীজীবগোস্বামীর ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের বিবরণ। কর্ণাট দেশের রাজা যজুর্বেদী ভারদ্বাজগোত্রীয় সর্ব্ববেদের অধ্যাপক-শিরোমণি বিপ্ররাজ নামক ব্রাহ্মণ শ্রীজীবপ্রভুর ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ। বিপ্ররাজের পুত্র অনিরুদ্ধ দেব, তাঁহার দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর, রূপেশ্বরের পুত্র

পদ্মনাভ। গঙ্গাতীরে বাসমানসে ইঁহার নবহট্ট বা নৈহাটি গ্রামে আগমন। পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও শ্রীপুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে পঞ্চপুত্র। শ্রীমুকুন্দের সদাচারী ও নৈষ্ঠিক পুত্র শ্রীকুমারদেবের নৈহাটী ত্যাগ করিয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস। কুমারদেবের অনেক সন্তানের মধ্যে বৈষ্ণবপ্রাণ পুত্র তিনটী—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও বল্লভ। সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, শ্রীবল্লভ সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। শ্রীজীব বল্লভের পুত্র। গৌড়ের বাদসাহের অনুরোধে সনাতন ও রূপের রাজার মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ। অতুল ঐশ্বর্য্য ও গৌড়ে রামকেলি গ্রামে বাস। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা। বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীসনাতনের শাস্ত্রগুরু। গৃহের নিকটে নিভৃত স্থানে উভয়ের বৃন্দাবন-লীলা-ভজন ও স্মরণ। মদনমোহনবিগ্রহ-সেবা। ম্লেচ্ছসেবাত্যাগ-চেষ্টা ও আত্মগ্লানি। শ্রীচৈতন্য-দর্শনার্থে ব্যাকুলতা। ভক্ত-বৎসল শ্রীগৌরসুন্দরের বৃন্দাবন যাইবার পথে রামকেলি গ্রামে আগমন। মহাপ্রভুর জগতে সনাতন ও রূপের দ্বারা দৈন্য, রামানন্দদ্বারা জিতেন্দ্রিয়তা, দামোদরের দ্বারা নিরপেক্ষতা ও হরিদাসের দ্বারা সহিষ্ণুতা শিক্ষাপ্রদান। সনাতন ও রূপকে কৃপা। শ্রীজীবের মহাপ্রভুর দর্শন। শ্রীজীবের বাল্যবয়সেই ব্যাকরণে ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি। সনাতন ও রূপের বিপ্র ও বৈষ্ণবে ধনাদি বিতরণ, ও সংসারত্যাগের বিবিধ চেষ্টা। প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যসহ রূপ ও বল্লভের মিলন এবং প্রভুর কৃপা পাইয়া বৃন্দাবনযাত্রা। রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণের সহিত সনাতনের নিজ গৃহে শাস্ত্রবিচার। পলায়ন ও কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলন। প্রভুর আজ্ঞায় ব্রজে গমন। শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক বল্লভের 'অনুপম' নামকরণ। অনুপমের

রঘুনাথ বিগ্রহ-সেবায় নিষ্ঠা। শ্রীরূপের অনুপমসহ গৌড়ে আগমন। গঙ্গাতীরে অনুপমের অপ্রকট। রূপের নীলাচলে গমন ও গণসহ মহাপ্রভুর কৃপালাভ। প্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় ব্রজে গমন। বৃন্দাবন হইতে সনাতনের নীলাদ্রি-আগমন ও প্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় বৃন্দাবনে গমন ও রূপের সহিত পুনর্মিলন। জনৈক বিপ্রকুমারের সনাতনের নিকট শিষ্যত্বগ্রহণ। মাড়গ্রামে সেই বিপ্রকুমারের বংশাবলী। মাথুরমণ্ডলের লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার। শ্রীজীবের ব্রজে আগমন। শ্রীজীবের বৈরাগ্য, নামসংকীর্ত্তনে ভাবাবেশ ও ব্যাকুলতা। স্বপ্নে স্বগণসহ গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে নৃত্য ও জগতে দুর্লভ প্রেমদানলীলা-দর্শন।

শ্রীজীবের বাল্যাবধি কৃষ্ণপ্রীতি। বাল্যে কৃষ্ণবলরাম-পূজা। স্বপ্নে গৌরনিত্যানন্দের কৃপা। শ্রীজীবের অধ্যয়নচ্ছলে নবদ্বীপযাত্রা। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ ও কৃপালাভ। ভক্তবৃন্দের স্নেহ। কাশীগমন ও মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন ও অদ্বিতীয় পারদর্শিতালাভ। কৃষ্ণের গোপবালকরূপে রূপসনাতনকে দর্শনদান। সনাতনগোস্বামীর গ্রন্থচতুষ্টয়—(১) বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, (২) হরিভক্তিবিলাসের দিক্‌প্রদর্শিনী টীকা, (৩) 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক দশম স্কন্ধের টীকা, (৪) লীলাস্তব। শ্রীরূপ গোস্বামীর ষোড়শ গ্রন্থ—(১) হংসদূত, (২) উদ্ধবসন্দেশ, (৩) কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি, (৪) কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, (৫) লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, (৬) স্তবমালা, (৭) বিদগ্ধমাধব, (৮) ললিতমাধব, (৯) দানকেলিকৌমুদী, (১০) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (১১) উজ্জ্বলনীলমণি, (১২) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, (১৩) মথুরামহিমা, (১৪) পদ্যাবলী, (১৫) নাটকচন্দ্রিকা, (১৬) লঘুভাগবতামৃত। রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়—(১)

পদ্মনাভ। গঙ্গাতীরে বাসমানসে ইঁহার নবহট্ট বা নৈহাটি গ্রামে আগমন। পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও শ্রীপুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ নামে পঞ্চপুত্র। শ্রীমুকুন্দের সদাচারী ও নৈষ্ঠিক পুত্র শ্রীকুমারদেবের নৈহাটী ত্যাগ করিয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস। কুমারদেবের অনেক সন্তানের মধ্যে বৈষ্ণবপ্রাণ পুত্র তিনটী—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও বল্লভ। সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, শ্রীবল্লভ সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। শ্রীজীব বল্লভের পুত্র। গৌড়ের বাদসাহের অনুরোধে সনাতন ও রূপের রাজার মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ। অতুল ঐশ্বর্য্য ও গৌড়ে রামকেলি গ্রামে বাস। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা। বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীসনাতনের শাস্ত্রগুরু। গৃহের নিকটে নিভৃত স্থানে উভয়ের বৃন্দাবন-লীলা-ভজন ও স্মরণ। মদনমোহনবিগ্রহ-সেবা। ম্লেচ্ছসেবাত্যাগ-চেষ্টা ও আত্মগ্লানি। শ্রীচৈতন্য-দর্শনার্থে ব্যাকুলতা। ভক্ত-বৎসল শ্রীগৌরসুন্দরের বৃন্দাবন যাইবার পথে রামকেলি গ্রামে আগমন। মহাপ্রভুর জগতে সনাতন ও রূপের দ্বারা দৈন্য, রামানন্দদ্বারা জিতেন্দ্রিয়তা, দামোদরের দ্বারা নিরপেক্ষতা ও হরিদাসের দ্বারা সহিষ্ণুতা শিক্ষাপ্রদান। সনাতন ও রূপকে কৃপা। শ্রীজীবের মহাপ্রভুর দর্শন। শ্রীজীবের বাল্যবয়সেই ব্যাকরণে ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি। সনাতন ও রূপের বিপ্র ও বৈষ্ণবে ধনাদি বিতরণ, ও সংসারত্যাগের বিবিধ চেষ্টা। প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যসহ রূপ ও বল্লভের মিলন এবং প্রভুর কৃপা পাইয়া বৃন্দাবনযাত্রা। রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণের সহিত সনাতনের নিজ গৃহে শাস্ত্রবিচার। পলায়ন ও কাশীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলন। প্রভুর আজ্ঞায় ব্রজে গমন। শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক বল্লভের 'অনুপম' নামকরণ। অনুপমের

রঘুনাথ বিগ্রহ-সেবায় নিষ্ঠা। শ্রীরূপের অনুপমসহ গৌড়ে আগমন। গঙ্গাতীরে অনুপমের অপ্রকট। রূপের নীলাচলে গমন ও গণসহ মহাপ্রভুর কৃপালাভ। প্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় ব্রজে গমন। বৃন্দাবন হইতে সনাতনের নীলাদ্রি-আগমন ও প্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় বৃন্দাবনে গমন ও রূপের সহিত পুনর্মিলন। জনৈক বিপ্রকুমারের সনাতনের নিকট শিষ্যত্বগ্রহণ। মাড়গ্রামে সেই বিপ্রকুমারের বংশাবলী। মাথুরমণ্ডলের লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার। শ্রীজীবের ব্রজে আগমন। শ্রীজীবের বৈরাগ্য, নামসংকীর্ত্তনে ভাবাবেশ ও ব্যাকুলতা। স্বপ্নে স্বগণসহ গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে নৃত্য ও জগতে দুর্লভ প্রেমদানলীলা-দর্শন।

শ্রীজীবের বাল্যাবধি কৃষ্ণপ্রীতি। বাল্যে কৃষ্ণবলরাম-পূজা। স্বপ্নে গৌরনিত্যানন্দের কৃপা। শ্রীজীবের অধ্যয়নচ্ছলে নবদ্বীপযাত্রা। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ ও কৃপালাভ। ভক্তবৃন্দের স্নেহ। কাশীগমন ও মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন ও অদ্বিতীয় পারদর্শিতালাভ। কৃষ্ণের গোপবালকরূপে রূপসনাতনকে দর্শনদান। সনাতনগোস্বামীর গ্রন্থচতুষ্টয়—(১) বৃহদ্ভাগবতামৃত, (২) হরিভক্তিবিলাসের দিক্‌প্রদর্শিনী টীকা, (৩) 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক দশম স্কন্ধের টীকা, (৪) লীলাস্তব। শ্রীরূপ গোস্বামীর ষোড়শ গ্রন্থ—(১) হংসদূত, (২) উদ্ধবসন্দেশ, (৩) কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি, (৪) কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, (৫) লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, (৬) স্তবমালা, (৭) বিদগ্ধমাধব, (৮) ললিতমাধব, (৯) দানকেলিকৌমুদী, (১০) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (১১) উজ্জ্বলনীলমণি, (১২) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, (১৩) মথুরামহিমা, (১৪) পদ্যাবলী, (১৫) নাটকচন্দ্রিকা, (১৬) লঘুভাগবতামৃত। রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়—(১)

স্তবাবলী, (২) শ্রীদান চরিত, (৩) মুক্তাচরিত। শ্রীজীবের পঞ্চবিংশতি গ্রন্থ—(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) সূত্রমালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ (৪) কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, (৫) গোপালবিরুদাবলী, (৬) রসামৃতশেষ, (৭) শ্রীমাধবমহোৎসব, (৮) শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, (৯) ভাবার্থসূচক চম্পূ, (১০) গোপালতাপনী টীকা, (১১) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (১২) ভক্তিরসামৃতের টীকা, (১৩) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকা, (১৪) যোগসারস্তবের টীকা, (১৫) অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রীর ভাষ্য, (১৬) পদ্মপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-পদচিহ্ন, (১৭) শ্রীরাধিকা-করপদচিহ্ন, (১৮) গোপাল চম্পূ, (১৯) তত্ত্বসন্দর্ভ, (২০) পরমাত্মসন্দর্ভ, (২১) ভগবৎসন্দর্ভ, (২২) কৃষ্ণ-সন্দর্ভ (২৩) ভক্তিসন্দর্ভ, (২৪) প্রীতিসন্দর্ভ, (২৫) ক্রমসন্দর্ভ।

শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত—গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দি গ্রামে বিপ্র চৈতন্যের গৃহে জন্ম। বাল্যবয়সে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন। নীলাচলাভিমুখে যাত্রা। পথে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখ—স্বপ্নে প্রভুর দর্শন ও সান্ত্বনা। নীলাচলে ভক্তবৃন্দের দর্শন ও কৃপালাভ। তাঁহাদের আদেশে গৌড়ে আগমন। যাজপুরে পণ্ডিতগোস্বামীর অপ্রকটসংবাদ-শ্রবণ—স্বপ্নে গদাধর গোস্বামীর আচার্য্যকে প্রবোধদান। একদিন গৌড়পথে আচার্য্যের নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর অপ্রকটসংবাদ-শ্রবণ। দুই প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন। শ্রীখণ্ড হইতে বৃন্দাবনে শ্রীগোপাল-ভট্টপদে আত্মসমর্পণ। নরোত্তমের সহিত মিলন ও গোস্বামিগণের নিকট গ্রন্থ-অধ্যয়ন। তাঁহাদের আজ্ঞায় গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাত্রা। পথে বিষ্ণুপুরে রাজা বীরহাম্বীরকর্ত্তৃক গ্রন্থচুরি। শ্রীসরকার ঠাকুরের অনুরোধে বিবাহ। গৌড়ে নরোত্তমের সহিত সংকীর্ত্তনবিলাস ও শিষ্যগণের সহিত ভক্তিরসাস্বাদন।

দ্বিতীয় তরঙ্গে—চাথন্দিনিবাসী বিপ্র চৈতন্যদাসের আখ্যান। পূর্ব্বের নাম গদাধর ভট্টাচার্য্য। শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সন্ন্যাসহেতু উক্ত ভট্টাচার্য্যের সর্ব্বদা খেদ। এইজন্য 'শ্রীচৈতন্যদাস' নাম। পতিব্রতা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ পুত্র-কামনায় নীলাচলে গমন। শ্রীনিবাসের জন্মসম্বন্ধে মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী। শ্রীচৈতন্যদাসের ভক্তিনিষ্ঠা। বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীনিবাসের জন্ম—বালকের অপূর্ব্ব দর্শন। শ্রীনিবাসের মাতৃমুখে মহাপ্রভু ও তদীয়গণের গুণকীর্ত্তন-শ্রবণ। ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধিকার-লাভ। ঠাকুর নরহরির যাজিগ্রামে আগমন। সরকার ঠাকুর ব্রজের মধুমতী। পিতৃসমীপে গৌরাঙ্গচরিত-শ্রবণ।

শ্রীরূপসনাতনের বৃন্দাবনে আচার্য্যত্ব, শাস্ত্রপ্রমাণ-বলে লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার। শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের প্রাকট্যবিষয়ে চিন্তা, তজ্জন্য সর্ব্বত্র ভ্রমণ ও বিবিধ চেষ্টা। একদিন হঠাৎ এক ব্রজবাসীর মুখে গোমাটিলা নামক যোগপীঠে প্রত্যহ এক গাভীর পূর্ব্বাহ্ন সময়ে দুগ্ধস্রাবের কথা-শ্রবণ এবং সেইস্থলে লুক্কায়িত শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শনার্থে গমন। ব্রজবাসীর অন্তর্ধান ও শ্রীরূপের মূর্চ্ছা। পরে শ্রীরূপের ঐ স্থান খনন ও গোবিন্দদেব-প্রাপ্তি। মহাপ্রভুর নিকট গোবিন্দদেবের প্রকট-সংবাদ প্রেরণ। মহাপ্রভুর কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ। কাশীশ্বরের মহাপ্রভুর একটী স্বরূপ-বিগ্রহ লইয়া বৃন্দাবনে আগমন। শ্রীগোবিন্দদেবের দক্ষিণে প্রভুকে স্থাপন ও সযত্নে সেবা। স্বপ্নে শ্রীবৃন্দাদেবীর ইচ্ছা জানিয়া ব্রহ্মকুণ্ড-তট হইতে তাঁহাকে প্রকটীকরণ।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর কথা। মধ্যে মধ্যে মহাবনে বাস। বালকের সঙ্গে মদনগোপালের ক্রীড়া ও সনাতনের তাহা দর্শন। স্বপ্নে মদন-

গোপালের দর্শনদান ও আবির্ভাব-ইচ্ছা জ্ঞাপন। রজনীপ্রভাতে সনাতনসমীপে আগমন ও শুষ্করুটীভোজনহেতু মনঃকষ্ট। কৃষ্ণদাস নামে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির আগমন—সনাতনের তাঁহাকে মদন-গোপালের চরণে অর্পণ। কৃষ্ণদাসের মদনগোপালের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ, এবং বসন ভূষণ, ও সেবার উত্তম ব্যবস্থা।

বংশীবটে গোপীনাথের বিলাসস্থান। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমধুপণ্ডিতের গোপীনাথ-প্রেম। স্বপ্নে গোপীনাথকে দর্শন ও সেবা-ধিকার-লাভ।

তৃতীয় তরঙ্গে—শ্রীনিবাসের গৌরপ্রীতি ও পিতামাতার সেবা। যাজিগ্রামে গমন ও বাস। নীলাচলগমনে উৎকণ্ঠা। শ্রীখণ্ডে গমন। মহাপ্রভুর শীঘ্রই অপ্রকট সম্ভাবনায় শ্রীনিবাসকে স্নেহবৎসল শ্রীনরহরি ঠাকুরের নীলাচলে যাইতে অনুমোদন। খণ্ডবাসী ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ। মাতৃসমীপে শ্রীনিবাসের বিদায়গ্রহণ ও মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে নীলাচলযাত্রা। পথে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটসংবাদ শ্রবণে দুঃখপূর্ণ বিলাপ ও প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প। স্বপ্নে শ্রীগৌরচন্দ্রের দর্শন ও সান্ত্বনাপ্রদান, পরে নীলাচলে যাইতে আদেশ। সিংহদ্বারে স্বপ্নে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দর্শন। স্বপ্নে পরিকরসহ গৌরসুন্দরের দর্শন ও কৃপোক্তি। পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট আগমন। শ্রীগৌরচন্দ্রের অপ্রকটে গদাধরের বিরহ—নির্জ্জনে ভাগবতালোচনা ও প্রেমাশ্রুপাত। শ্রীনিবাসের আগমনে গদাধরের পরম আনন্দ ও বাৎসল্য এবং অন্যান্য ভক্তগণকে দর্শন করিতে অনুমোদন। শ্রীনিবাসের সার্ব্ব-ভৌমের বাটীতে রায় রামানন্দসহ গৌরগুণকথন-দর্শন—তৎপ্রতি তাঁহাদের বাৎসল্য। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নিকট গমন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভুর

বিরহ-কাতর শ্রীপরমানন্দ পুরী আদি ভক্তগণের হর্ষোদয় ও স্নেহ। শিখি মাইতির ভবনে গমন ও শিখি মাইতির ভগ্নীর উক্তি। বাণী-নাথ প্রভৃতি ভক্তগণের অপার স্নেহ। গোবিন্দ ও শঙ্করের দর্শনে গমন। গোপীনাথ আচার্য্যকে দর্শন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যাকুল ভক্তবৃন্দের আনন্দ। স্বরূপ ও রঘুনাথের অদর্শনে তাঁহার ব্যাকুল ক্রন্দন। স্বরূপের অপ্রকট এবং মহাপ্রভুর বিরহে রঘুনাথের বৃন্দাবনে বাস। রঘুনাথের ভজনস্থান-দর্শনে আর্ত্তি। প্রতাপরুদ্রের কথা শ্রবণ। গৌরাঙ্গের বিয়োগে প্রতাপরুদ্রের অন্যত্র বাস। রাজার অদর্শনে ক্রন্দন। সমুদ্রতীরে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-দর্শন ও প্রেমাশ্রু-বর্ষণ। পুনঃ গদাধরাদেশে জগন্নাথদর্শনে গমন। চক্রবেড়ে সমস্ত শ্রীবিগ্রহদর্শনান্তে পুনঃ গোপীনাথ-দর্শন ও মহাপ্রসাদ-সেবন। পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ভা-বতার্থ কথন ও আশীর্ব্বাদ। শ্রীনিবাসকে গৌড়ে যাইতে শ্রীগদাধরের আজ্ঞা। পথে গৌড় হইতে আগত ভক্তের মুখে শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুর অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণে প্রাণপরিত্যাগের সঙ্কল্প। স্বপ্নে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুর দর্শন ও কৃপাশীর্ব্বচন ও সান্ত্বনা। নবদ্বীপে আগমন।

চতুর্থ তরঙ্গে—শ্রীনিবাসের শ্রীগৌরাঙ্গবিরহিত নবদ্বীপদর্শনে আকুল ক্রন্দন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রিয় শিষ্য বংশীবদন ঠাকুর কর্তৃক তাঁহার আগমনবার্ত্তা দেবীকে জ্ঞাপন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিদ্রাত্যাগ—তণ্ডুলদ্বারা হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ করিয়া সেই সংখ্যাত তণ্ডুলের অন্ন মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদানান্তে তাহার কিয়দংশ-গ্রহণ। শ্রীনিবাসকে কৃপাহেতুই বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহ-ধারণ। স্বপ্নে শচীমাতার কৃপালাভ, শ্রীমুরারি, শ্রীবাস, পণ্ডিত

দামোদর, সঞ্জয়, বিজয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর প্রভৃতি প্রিয়ভক্তগণের কৃপালাভ। তৎপ্রতি মালিনী প্রভৃতির বাৎসল্য। বৃন্দাবন যাইতে বৈষ্ণবগণের আদেশ। শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে গমন। মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ। খড়দহে নিত্যানন্দালয়ে গমন ও পরমেশ্বরীদাসের সহিত মিলন। জাহ্নবা, বসুধা দেবী এবং বীরভদ্র প্রভুর আনন্দ ও বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞাপ্রদান। ঠাকুর অভিরাম ও তৎপত্নী মালিনী দেবীর শ্রীগোপীনাথমূর্ত্তিপ্রাপ্তি। রামকুণ্ডের বিবরণ। শ্রীঅভিরামের গৃহে আগমন। শ্রীঅভিরামের শ্রীনিবাসকে পরীক্ষা—শ্রীনিবাসের ঐশ্বর্য্য। ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্রীনিবাসকে শ্রীজয়মঙ্গল নামক চাবুক দ্বারা স্পর্শ। খানাকুলবাসী বৈষ্ণববৃন্দের সহিত এবং শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত শ্রীনিবাসের মিলন ও বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞাপ্রাপ্তি। মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, মৌড়েশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া একচক্রা গ্রামে হাড়ু ওঝার গৃহে গমন ও স্বপ্নে সঙ্গিগণসহ নিত্যানন্দের বিলাসদর্শন। পরে গয়া ক্ষেত্রে আসিয়া বিষ্ণুপদদর্শন। কাশীতে চন্দ্রশেখরগৃহে আসিয়া ভক্তগণের সহিত মিলন। অযোধ্যা ও প্রয়াগদর্শনান্তে ব্রজে আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গোপনহেতু শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকটবার্ত্তা-শ্রবণ। শ্রীরঘুনাথদাস ও শ্রীগোপাল ভট্টের প্রভুবিচ্ছেদে কোন প্রকারে তনুধারণ। শ্রীরূপ-সনাতনকে স্বপ্নে দর্শন এবং শ্রীগোপাল ভট্টের নিকট মন্ত্র ও শ্রীজীব-পাদের নিকট অধ্যয়নান্তর শ্রীগ্রন্থসমূহের শ্রীগৌড়ে প্রচারের আদেশ-প্রাপ্তি। শ্রীজীব ও শ্রীনিবাসের মিলন। শ্রীজীবের কৃপা ও রাধা-দামোদরের চরণে সমর্পণ। শালগ্রাম হইতে শ্রীরাধারমণ মূর্ত্তির প্রাকট্য।

রাধারমণ বিগ্রহই গোপাল ভট্টের প্রাণ। শ্রীজীবের প্রেরণায় শ্রীরাধারমণ-সন্নিধানে শ্রীনিবাসের শ্রীগোপাল ভট্ট হইতে দীক্ষা ও সাধনপ্রক্রিয়া-গ্রহণ। দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিত রাধাকুণ্ডে শ্রীনিবাসের মিলন। তথায় তিন দিবস অবস্থানান্তে বৃন্দাবনে আগমন। একদিবস শ্রীজীবের উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপন ভাবের একটী শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তি না পাওয়ায় শ্রীনিবাসকর্ত্তৃক উহার সুষ্ঠু ভাবব্যাখ্যা। সর্ব্ব বৈষ্ণবের অনুমতি অনুসারে শ্রীজীবকর্ত্তৃক শ্রীনিবাসকে 'আচার্য্য' পদবী-দান। শ্রীজীবের আদেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক ব্রজবাসী বৈষ্ণব-গণের অধ্যাপনা। নরোত্তমের ব্রজে আগমন ও শ্রীনিবাসের সহিত মিলন। নরোত্তমের লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ ও শ্রীজীব-সমীপে বহুশাস্ত্র-অধ্যয়ন। নরোত্তমকে শ্রীজীবকর্ত্তৃক 'শ্রীঠাকুর মহাশয়' উপাধি দান। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম শ্রীজীবের বাহুযুগলসদৃশ।

পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরকে শ্রীরাঘব গোস্বামীর সহিত মথুরামণ্ডলদর্শনে প্রেরণ। রাঘব গোসাঞি দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাকুলীন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-কৃষ্ণলীলায় তিনি চম্পক-লতা। রাঘবের অতুল প্রেম ও বৈরাগ্য। বিংশতিযোজন মথুরা-মণ্ডলের মাহাত্ম্য। শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি—কর্ণিকারে কেশব, পশ্চিম পত্রে হরি, উত্তর পত্রে শ্রীগোবিন্দ, পূর্ব্বপত্রে 'বিশ্রান্তি'সংজ্ঞক দেব, দক্ষিণ পত্রে বরাহ-স্থিতি। মহাপ্রভুর ভিক্ষাদাতা সনোড়িয়া বিপ্রের গৃহদর্শন। বৈষ্ণবনিন্দক ব্রাহ্মণের শরণাগতি ও অদ্বৈতপ্রভুর ক্ষমা। শ্রীনিবাসকে অর্দ্ধচন্দ্র স্থানঃ প্রদর্শন ও তাহার মাহাত্ম্য। বাসুদেব ও দেবকীর গৃহ-প্রদর্শন, কেশব-স্থান, পদ্মনাভ স্বায়ম্ভুব, একানংশা দেবী, যশোদা, দেবকী, ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর মহাদেব। শ্রীবিশ্রান্তিতীর্থ প্রদর্শন ও তন্মাহাত্ম্য।

গুহ্ প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য্য, বটস্বামি, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, কোটি, বোধি, দ্বাদশ, নব, সংযম, ধারাপতন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্ম, সোম, সরস্বতী-পতন, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ, কোটি, যমুনার চতুর্ব্বিংশতি ঘাট, কৃষ্ণগঙ্গা, বৈকুণ্ঠ, অসিকুণ্ড, চতুঃসামুদ্রিক কূপ প্রভৃতি তীর্থসমূহ প্রদর্শন। শ্রীরাঘবকর্তৃক যমুনা ও মথুরাবাসীর মহিমা বর্ণন। শ্রীমথুরাপুরী দ্বাদশ বনযুক্তা। মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির, শ্রীবৃন্দাবন—এই সপ্তবন যমুনার পশ্চিমপারে এবং শ্রীভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লোহ, মহাবন —যমুনার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। দতি উপবন দর্শন–যথায় কৃষ্ণকর্তৃক দন্তবক্র বিনষ্ট হয়। গৌরবাই গ্রাম বৃত্তান্ত। শ্রীরাঘবের পরিক্রমা-পথে বনভ্রমণ। ষষ্ঠীঘরা ও শকটারোহণ, গরুড় গোবিন্দ, গন্ধেশ্বর স্থান, সাতোঙা গ্রাম, ময়ূর গ্রাম, রাওলগ্রাম, আরিট গ্রাম, শ্রীরাধাকুণ্ড ললিতাদি অষ্টসখীকুঞ্জ, সুবলাদিকুঞ্জ ও শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন। শ্রীরাধা-কুণ্ডের মহিমা-বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকর্তৃক শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড গুপ্ততীর্থদ্বয়ের প্রাকট্য। ধান্যক্ষেত্রাচ্ছাদিত অল্পতোয় কুণ্ডদ্বয়ে শ্রীচৈতন্যের স্নান ও মৃত্তিকার দ্বারা তিলককরণ। মহাপ্রভুর দর্শনে সকলের আনন্দ। কুণ্ডদর্শনে প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ। দাস গোস্বামীর কুণ্ডদ্বয়ের জলপরিপূর্ণতার অভিলাষ। উহা অর্থাকাঙ্ক্ষাহেতু নিজেকে। ধিক্কার। জনৈক ধনিকর্তৃক কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার। শ্যামকুণ্ডের বক্রতার কারণ রঘুনাথের দিবারাত্র কুণ্ডদ্বয়ের তটস্থিত বৃক্ষতলে বাস। শ্রীসনাতনের এক ব্যাঘ্রের জলপান দর্শন। ধ্যানভঙ্গের পর রঘুনাথের শ্রীসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ। সনাতনের আদর্শে রঘুনাথের কুটীরে বাস। দাস নামে এক ব্রজবাসিকর্তৃক দাস গোস্বামীর সেবা। গোস্বামীর এক দোনা মাত্র তক্রপান। একদিন উক্ত ব্রজবাসীর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ তক্র

আনয়নে দাস গোস্বামীর উহা গ্রহণে অস্বীকার। গোস্বামীর সিদ্ধদেহের ক্রিয়া। রঘুনাথের কৃপাবলে জীবের রাধাকুণ্ডে বাস সিদ্ধ হয়। শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জাহারদর্শন। শ্রীমুক্তাচরিত গ্রন্থ। রাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাস ও নরোত্তমসহ দাস গোস্বামীর নিকট গমন, তথায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও দাস ব্রজবাসীর সহিত সাক্ষাৎ। কুণ্ডতীরবাসী বৈষ্ণববৃন্দের সহিত নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের মিলন। সুবলকুঞ্জ, মানস পাবন, ও তথায় বৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের স্থিতি দর্শন ও স্নান। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কুটীরে মহাপ্রসাদসেবন। মুখরাই গ্রাম, গোবর্দ্ধন পার্শ্বস্থ লীলাস্থলী—কুসুম সরোবর, নারদকুণ্ড, পরাসৌলি গ্রাম, গন্ধর্ব্ব-কুণ্ড, পৈঠ গ্রাম (রাসকালে কৃষ্ণ এই স্থানে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন), গৌরীতীর্থ, আনোয়ার গ্রাম, গোবিন্দ কুণ্ড, দান নিবর্ত্তন কুণ্ড, শ্যামঢাক সুরভি কুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, কদমখণ্ডি, দানঘাটি, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসগঙ্গা (এখানে কৃষ্ণ নৌকাবিহার করেন), হরিদেব, মথুরার পশ্চিম ভাগে মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে গোবর্দ্ধন ক্ষেত্র দর্শন করেন। গোবর্দ্ধন-মহিমা-বর্ণন। রাঘব পণ্ডিতকর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন-সন্নিকটবাসী বলদেবভক্ত অর্থবসন্ত নামক জনৈক বিপ্রের বৃত্তান্তকথন। গোবর্দ্ধনে রাধাকৃষ্ণের দোলক্রীড়াভূমি। চক্রতীর্থ দর্শন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর চক্রতীর্থে বনের ভিতরে কুটীরে বাস ও প্রতিদিন দ্বাদশ ক্রোশ গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা। বৃদ্ধ বয়সে সনাতনের এরূপ পরিশ্রম দেখিয়া গোপবালকবেশে গোপীনাথের সনাতনকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে এক কৃষ্ণপদ চিহ্নপ্রদান এবং উহার পরিক্রমাদ্বারা গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে বলিয়া অন্তর্ধান। সোঁকরাই গ্রাম, সখীস্থলী গ্রাম ও শ্রীগোবিন্দ ঘাট দর্শন। গোবিন্দ ঘাটে শ্রীরূপ রঘুনাথকে দেখিতে

আসেন। শ্রীরূপকর্ত্তৃক শ্রীরাধার বেণীর সহিত ফণীর উপমা। সনাতনের অস্বীকার। কয়েকটী ক্রীড়ারতা বালিকার উন্মুক্ত বেণী দর্শনে সনাতনের সর্পভ্রম। পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপের উপমা স্বীকার। বিপ্রলম্ভাত্মক ললিতমাধব আস্বাদনে রঘুনাথের দিবানিশি ক্রন্দন, তজ্জন্য শ্রীরূপের দানকেলিকৌমুদী রচনা। নিমগ্রাম, পাটলগ্রাম ডেরাবলি, কুঞ্জুরা গ্রাম, সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম রাধাকৃষ্ণের হোলি খেলার স্থান, গাঠুলি গ্রাম ও বিট্‌ঠলের সেবা, কৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ, দর্শন। মুনিশীর্ষস্থান কুণ্ড, প্রমোদনা গ্রাম, ঝুলনস্থলী, কদম্ব কানন, ইন্দ্রের তপস্যা স্থান ইন্দ্রোলি, কণ্ব মুনির তপঃস্থান, কনোয়ার গ্রাম, কাম্যবন, শ্রীচরণ, বিমল, যশোদা, নারদ, কামনা, সমুদ্রবন্ধন লীলাস্থান, সেতুবন্ধ, লুক-লুকানি, গোমতী, দ্বারকা, ধ্যান, ক্রীড়া, পঞ্চ গোপ, ঘোষরাণী, স্নান, গোহিনী, বলভদ্র, সুরভি, চতুর্ভুজ প্রভৃতি কুণ্ডসকল, ব্যজনশিলা, সন্তন কুণ্ড, অযোধ্যাকুণ্ড, ধূলাউড়া গ্রাম, উধা গ্রাম, আটোর গ্রাম, কদম্বখণ্ডী, বৃষভানুপুর বা বর্ষাণে পর্ব্বতসমীপে বৃষভানুর গৃহ, তমাল কুঞ্জ, চিকসৌলী শীতিলাকুণ্ড, পিয়াল সরোবর, প্রেম সরোবর, সঙ্কেত কুঞ্জ, কুঞ্জবন, তড়াগতীর্থ, ক্ষুন্নাহার সরোবর, ধোয়ানি, ললিতা, বিশাখা পৌর্ণমাসী, শ্রীযশোদা, করেল প্রভৃতি কুণ্ড সকল, নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণের পদচিহ্ন, মধুসূদন কুণ্ড, পাণিহারি কুণ্ড, সাহসি কুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, অক্রূরের স্থান, গোশালা স্থান, গুপ্তকুণ্ড, অভিমন্যুর আলয়, কৃষ্ণকুণ্ড, পীবনকুণ্ড, নারদকুণ্ড, যাবট গ্রাম (যথায় শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রচ্ছন্ন বেশে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন) প্রভৃতি দর্শন। যুগলমিলন-গীতি। কোকিলা বন (যথায় শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় শব্দ করিয়া রাধিকাকে আকর্ষণ করিতেন) আজনক গ্রাম. পরসো গ্রাম, কামাইগ্রাম (বিশাখার জন্মভূমি),

করালা গ্রাম (ললিতার স্থান), পিয়াসো গ্রাম, সাহার গ্রাম (উপনন্দের বসতিস্থল), সাঁথি, গ্রাম ও রামকুণ্ড দর্শন। উমরাও গ্রামের ইতিহাস বর্ণন। কিশোরী কুণ্ডের সংলগ্ন বনে লোকনাথ গোস্বামীর নির্জ্জনে বাস। এ স্থানেই তাঁহার রাধাবিনোদ বিগ্রহের সেবা। ঠাকুরকে বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া নিজের রৌদ্র বৃষ্টি সহিয়া বর্ষাশীতাদিতেও বৃক্ষতলে বাস। সঙ্গম কুণ্ড, নেওছাক (ভোজনবিলাসস্থান) ভাণ্ডাগোর দর্শন। সনাতন গোস্বামীর কুটীর দর্শন। গোস্বামীর নির্জ্জনে ভোজনের চেষ্টারহিত হইয়া এই কুটীরে ভজন ও প্রেমে বিহ্বলতা। একদা গোপবালকরূপে সনাতনকে দুগ্ধদান ও কুটীরে বাস করিতে অনুরোধ। ব্রজবাসিদ্বারা কুটীরনির্ম্মাণ। বৈঠানগ্রাম দর্শন। সনাতন গোস্বামীর এই স্থানে অবস্থান। ব্রজপরিক্রমাকালে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতার সনাতনের অনুসরণ। কুন্তল কুণ্ড, চরণপাহাড়ি, হারোয়াল গ্রাম (এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত পাশাখেলায় হারিয়া যায়), শ্রীশন্তন মুনির তপস্যার স্থান, সাতেঙো গ্রাম, বিছোর গ্রাম, তিলোয়ার গ্রাম, শৃঙ্গার বট (এই স্থানে কৃষ্ণ রাধিকাকে শৃঙ্গার করান), কোটর বল, ক্ষীর সমুদ্র (এস্থানে কৃষ্ণ অনন্তশয্যায় শায়িত) কদম্বকানন, খেলন বন (কৃষ্ণবলরামের খেলাস্থান) ও বলরামের রাসস্থলী দর্শন। বলরামের রাস বর্ণন। রামঘাট দর্শন। রামঘাটে রাস-বিলাসী নিত্যানন্দের তীর্থপর্য্যটনকালে বলদেব-আবেশে বিলাস। কচ্ছবন, ভূষণ বন, অক্ষয় বট, ভাণ্ডীর বট, (এস্থানে বলরাম প্রলম্বকে বধ করেন) মুঞ্জাটবী, ভাণ্ডারী গ্রাম, তপোবন (গোপকন্যাগণের তপঃস্থান), চীরঘাট (বা বস্ত্রহরণ ঘাট), নাদনঘাট, ভয়গ্রাম, উনাই গ্রাম, বলিহারা গ্রাম, পরিখম (এস্থানে ব্রহ্মা কৃষ্ণের শিশু বৎস হরণ করেন),

এচোমুহা গ্রাম (এ স্থানে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তব করেন), অথবন (এ স্থানে অঘাসুর সর্পবধ হয়। তরোলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ডটীলা আটসু (অষ্টবক্র মুনির তপঃক্ষেত্র), শকরোয়া, নন্দঘাটে নির্জ্জন স্থানে শ্রীজীবের অজ্ঞাত বাস। শ্রীবল্লভ ভট্ট নামক এক ব্যক্তি শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মঙ্গলাচরণে ভ্রম নির্দ্দেশ করায় শ্রীজীবকর্ত্তৃক শাস্ত্রবিচারে শ্রীবল্লভ ভট্টের পরাজয়। শ্রীরূপের নিকট বল্লভকর্ত্তৃক শ্রীজীবের প্রশংসা এবং শাস্ত্রবিচার বর্ণন। শ্রীরূপকর্ত্তৃক শ্রীজীবকে শিষ্যোচিত ভাষায় স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ, তাহাতে শ্রীজীবের উক্ত নির্জ্জন বনে অজ্ঞাত বাস। শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীজীবের অবস্থা দর্শনে গমন এবং শ্রীরূপের নিকট রসামৃতসিন্ধুর প্রকাশের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা। শ্রীরূপের 'শ্রীজীবের সংশোধনের অপেক্ষায় আছেন' উক্তিতে শ্রীসনাতনের শ্রীজীবের বিষয় শ্রীরূপকে জ্ঞাপন। শ্রীরূপের তৎক্ষণাৎ শ্রীজীবকে তৎসমীপে আনয়ন। শ্রীজীবকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ি-পরাভব। তৎপরে ভদ্রবন, ভাণ্ডীর বন, ছাহেরি, মাঠগ্রাম, বিল্ববন, লোহবন, লোহজঙ্ঘ বন প্রভৃতি দর্শন। অবশেষে রাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাস ও নরোত্তম সহ মহাবনে আগমন এবং শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে যাবতীয় লীলাক্ষেত্র প্রদর্শন। গোকুল ও মহাবন শ্রীকৃষ্ণদেহস্বরূপ পঞ্চ যোজন পরিমিত। তথায় সূক্ষ্মরূপে সকল দেবতার বাস। চিন্ময়হেতু প্রেম-চক্ষুর গোচরত্ব। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেব। প্রাপঞ্চিক লোক শ্রীগোবিন্দকে প্রতিমা আকার দর্শন করিলেও গোবিন্দের স্বজনেরই গোবিন্দের নিত্যলীলা দর্শন-সামর্থ্য। এ স্থানে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় শ্রীগোবিন্দের প্রিয়াজীসহ বিলাস। বেদ ও পুরাণে উল্লেখ। শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন (যিনি মদনগোপাল নামে খ্যাত) এই তিন

ভক্তগণের প্রাণধন। এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ। কালীয় তীর্থ-দর্শন! শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাসকে স্কন্দন ঘাট-প্রদর্শন। এই স্থানে অদ্বৈতপ্রভুর কিছুদিন বনের ভিতর বটবৃক্ষতলে কৃষ্ণ-আরাধনা। শ্রীহট্টে নবগ্রামে কুবেরপণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী নাভাদেবীর বাস। অবশেষে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আসিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজন। একদিন বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে উভয়ের প্রাণপরিত্যাগ-সঙ্কল্প। স্বপ্নে একটী পুরুষ অপর এক সুন্দর পুরুষকে ধরাতে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান এবং শেষোক্ত পুরুষটীর সম্মতিপ্রদান-দর্শন। নাভাদেবীর গর্ভ। কুবের পণ্ডিতের পুনরায় নবগ্রামে গিয়া বাস। এস্থানেই অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব অদ্বৈতের অপর নাম কমলাক্ষ। কুবেরের পুনরায় শান্তিপুরে আগমন। অদ্বৈতের শাস্ত্র-অধ্যাপনা। মাতাপিতার অদর্শনের পর অদ্বৈতের গয়াযাত্রাচ্ছলে নানাতীর্থ-ভ্রমণ এবং মাধবেন্দ্র পুরীর স্থানে দীক্ষাগ্রহণ। ব্রজে আগমন ও মহাপ্রভুর প্রকটের সময় জানিয়া গৌড়ে গমন। অদ্বৈত বট। রাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাসের নিকট গৌরাঙ্গচরিত-বর্ণন। সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র বিফল। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সম্প্রদায়। রামানুজাচার্য্য, মধ্বমুনি, বিষ্ণুস্বামী এবং নিম্বাদিত্যের যথাক্রমে এই চারিটী সম্প্রদায়-স্বীকার। পরে রামানুজসম্প্রদায়ী রামানন্দকর্তৃক রামানন্দীসম্প্রদায়ের উৎপত্তি। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য হইতে 'বল্লভী'সম্প্রদায়। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা-নির্দ্দেশ। গৌর-অবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিকৃত তারকব্রহ্মনামের অর্থ। নিত্যানন্দচরিত-বর্ণন। রাঢ়ে একচক্রা-গ্রামে নিত্যানন্দের আবির্ভাব। পিতা হাড়াই পণ্ডিত। মাতা পদ্মাবতী। দ্বাদশ বৎসরের বালক নিত্যানন্দকে জনৈক সন্ন্যাসিকর্তৃক প্রার্থনা

ও গ্রহণ। নিত্যানন্দের অবধূতবেশে নানাতীর্থ-ভ্রমণ। মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু লক্ষ্মীপতি তীর্থের স্বপ্নে বলদেবরূপে নিত্যানন্দ-দর্শন ও তৎপ্রদত্ত মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে দীক্ষাদেশ-প্রাপ্ত। লক্ষ্মীপতির তিরোভাব। অবধূত নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রের সহিত প্রতীচী তীর্থে মিলন। মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দের প্রতি বন্ধুজ্ঞান এবং নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রের প্রতি গুরুবুদ্ধি। নিত্যানন্দের সেতুবন্ধে রামেশ্বরদর্শনে গমন। মথুরা নগরে আগমন। শ্রীগোকুল মহাবনে মদনগোপাল-দর্শন। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকর্তৃক শ্রীনিবাসকে ধীর সমীর, মণিকর্ণিকা, বংশীবট ও রাসস্থলী-প্রদর্শন। রাসস্থলীপ্রদর্শন-প্রসঙ্গে সঙ্গীত-শাস্ত্রের বিবিধরহস্য-কথন, রাগ, রাগিণী, মূর্চ্ছনা ও গ্রামাদির বিস্তার, বাদ্য, বিবিধ প্রকার নৃত্য, অঙ্গাভিনয় প্রভৃতি দর্শন। শ্রীরাসেতে গীতাদির অপ্রাকৃতত্ব ও সর্বদোষশূন্যতা। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা, ঝুলন, ফাগুখেলা ও নায়ক-নায়িকার সম্যক্ ভেদাদি-বর্ণন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার আনন্দ ব্রজের অনুগত জনেরই লভ্য। জনৈক ব্রাহ্মণের শ্রীরূপ গোস্বামীর সিদ্ধদেহের ভাবের নিন্দা। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে বিজ্ঞেরও অসামর্থ্য।

ষষ্ঠতরঙ্গ—শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর স্থানে দুঃখী কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দের মিলন। শ্যামানন্দের চৈত্র পূর্ণিমাতে জন্ম, যৌবনে গৃহত্যাগ, হৃদয়চৈতন্য প্রভুর শিষ্যত্বস্বীকার। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীদাসগোস্বামীর দর্শন ও অনুগ্রহ-লাভ, শ্রীজীবের আজ্ঞায় শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহ ভক্তিগ্রন্থাস্বাদন। কিয়দ্দিবস পরে শ্যামানন্দের অধ্যাপনা। শ্রীজীবকর্তৃক দুঃখী কৃষ্ণদাসকে মানস-সেবার অধিকার প্রদান ও 'শ্যামানন্দ' নামপ্রদান। শ্রীগোবিন্দ ও মদনমোহন-প্রকটসময়ে শ্রীমতীর অভাবহেতু শ্রীপ্রতাপরুদ্র-তনয় পুরুষোত্তম জানা কর্তৃক

দুইটি শ্রীরাধামূর্ত্তি-প্রেরণ। একটীকে শ্রীরাধা ও অপরটীকে শ্রীললিতারূপে রাখিতে সেবাধিকারীকে স্বপ্নে মদনমোহনের আদেশ। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহকে শ্রীরাধামূর্ত্তি-প্রেরণে পুরুষোত্তম জানার যত্ন ও স্বপ্নে শ্রীরাধিকার দর্শন। চক্রবেড়ে রাধিকার স্থিতিবিষয়ক আখ্যায়িকা। শ্রীনিবাসের মানসে নবদ্বীপলীলা ও কৃষ্ণলীলা-ভাবনা। নরোত্তমের মানস-সেবা। শ্রীনিবাসকে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে পাঠাইবার জন্য সঙ্কল্প। অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে সর্ব্ব-বৈষ্ণববৃন্দের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করাইয়া ও শ্রীমদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহের আজ্ঞামালা প্রদান করিয়া ও সর্ব্ববৈষ্ণবের সমাধিস্থলে প্রণাম করাইয়া শ্রীজীবের শ্রীনিবাসকে গ্রন্থের সহিত গৌড়ে প্রেরণ। শ্রীজীবের আদেশে মথুরার কোন আঢ্য ব্যক্তির শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গ্রন্থ লইবার জন্য যান, বর্ষাভয়-নিবারণের জন্য কাষ্ঠ-সম্পুট ও অগ্রে পশ্চাতে পদাতিক-সরবরাহ। শ্রীজীবপ্রভুর শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে প্রেরণ।

সপ্তম তরঙ্গে—নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের পদাতিকগণসহ গ্রন্থসম্পুট লইয়া গৌড়ের পথে যাত্রা ও রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগণকর্ত্তৃক রাজাদেশে বিষ্ণুপুরের পথে গাড়ীসমেত গ্রন্থরাজি-অপহরণ। গ্রন্থরাজি-দর্শনে রাজার হঠাৎ নির্ব্বেদ ও গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা। স্বপ্নে গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন ও আশ্বাস প্রাপ্তি। এদিকে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুর গ্রন্থ-অপহরণবার্ত্তায় প্রাণ-পরিত্যাগে সঙ্কল্প। জনৈক ব্যক্তির নিকট শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে রাজসমীপে গ্রন্থপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা অবগতি। শ্রীনিবাসকর্ত্তৃক নরোত্তমকে খেতরিতে ও শ্যামানন্দকে অম্বিকা হইয়া উৎকলে প্রেরণ। খেতরিতে

নরোত্তমের সন্তোষের প্রতি কৃপা। শ্রীনিবাসের বনবিষ্ণুপুরে একাকী গমন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে জনৈক ব্রাহ্মণকুমারকর্তৃক শ্রীনিবাসকে রাজসভায় আনয়ন। শ্রীনিবাসের রাজার নিকট শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা ও ভ্রমরগীতা-পাঠ। শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া রাজার, তাহার পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত আনন্দ। বীরহাম্বীরের আত্মগ্লানি ও নির্জ্জনে শ্রীনিবাসের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা। রাজার বিবিধ প্রকারে গ্রন্থপূজন রাজার গৃহিণীর ব্যাকুলতা। শ্রীনিবাস আচার্য্যের রাজাকে হরিনাম মহামন্ত্র-উপদেশ এবং পরে গ্রন্থাস্বাদন করাইতে ও মন্ত্রদীক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতি। আচার্য্যপ্রভুর গ্রন্থপ্রাপ্তি ও বীরহাম্বীরের উদ্ধারবিষয়ক এক পত্র এবং সেই গাড়ীপূর্ণ নানাদ্রব্য বৃন্দাবনে প্রেরণ। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের ও শ্যামানন্দপ্রভুর নিকট এবিষয়ের জ্ঞাপন। শ্যামানন্দের উৎকলে গমন। সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীগৌরদাস পণ্ডিতের বিবরণ। শালিগ্রাম গ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে অম্বিকায় আসিয়া বাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্তৃক গৌরদাস পণ্ডিতকে জীবের ভবনদী-পারের কর্ণধার করণ সম্বন্ধে আখ্যায়িকা-বর্ণন। পণ্ডিতের মহাপ্রভুদত্ত গীতা-পাঠে সদা আত্মনিয়োগ। গৌরনিত্যানন্দগত-প্রাণ গৌরীদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনাইয়া নিত্যানন্দ সহ তাঁহার (শ্রীগৌরাঙ্গের) প্রকটীকরণে আদেশ। গৌরদাসের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা। গৌরীদাস পণ্ডিতের দুই প্রভুর প্রতি নানা রঙ্গ। গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য। ইঁহার পূর্ব্বের নাম হৃদয়ানন্দ। গদাধর পণ্ডিতকর্তৃক হৃদয়ানন্দকে গৌরীদাসের হস্তে অর্পণ। গদাধরের হৃদয়ানন্দকে বাল্যাবধি পালন ও তাহাকে গৌরীদাস পণ্ডিতের দীক্ষা-দান। হৃদয়ানন্দের 'হৃদয়চৈতন্য' নাম হইবার কারণ।

শ্রীনিবাসের যাজিগ্রাম, কাটোয়া ও নবদ্বীপে ভ্রমণ। ঠাকুর নরহরি কর্তৃক শ্রীনিবাসকে বিবাহ করিতে অনুরোধ ও শ্রীনিবাসের সম্মতি।

অষ্টম তরঙ্গে—ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপক আচার্য্যপ্রভুকর্তৃক মায়াবাদিগণের দর্পচূর্ণ। ঠাকুর মহাশয়ের নবদ্বীপে যাত্রা ও মায়াপুরে প্রবেশ। মিশ্রের ভবনে গমন ও শ্রীঈশানের নরোত্তমকে স্নেহালিঙ্গন। অন্যান্য প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলন। কয়েক দিবস পরে নরোত্তমের নীলাচলে যাত্রা। শান্তিপুরে আগমন ও অচ্যুতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ। গঙ্গাপার হইয়া হরিনদী গ্রামে আগমন। অম্বিকানগরে গিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের নিতাইচৈতন্যবিগ্রহ-দর্শন। হৃদয়চৈতন্য প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণের সহিত নরোত্তমের মিলন। গৌড়ভূমি পুণ্যতীর্থসমূহের মস্তকভূষণ। সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে নরোত্তমের গমন। খড়দহ গ্রামে গমন। তথায় বসুধা, জাহ্নবী ও বীরভদ্রপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ। খানাকুল কৃষ্ণনগরের অভিরাম ঠাকুর ও তৎপত্নী শ্রীমালিনী দেবীর চরণ-দর্শন। নরোত্তমের নীলাচলে আগমন ও প্রভুর ভক্তগণকর্তৃক নরোত্তমকে জগন্নাথদর্শনে প্রেরণ। গোপীনাথ আচার্য্যের নিদেশে নরোত্তমের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্তগণের ও তাঁহাদের লীলাস্থান-দর্শনার্থে গমন। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি ও গদাধর পণ্ডিতের স্থান-দর্শন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য মামু গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ। নরোত্তমের কাশীমিশ্রের ভবনদর্শন। শ্রীগোপালগুরুর সহ মিলন। গুণ্ডিচাদর্শনে গমন। উৎকল হইতে শ্যামানন্দের শিষ্যগণ-সহ ঠাকুর মহাশয়ের দর্শনে আগমন। শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের ভবনে নরোত্তমের গমন। যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর গৃহে গমন। কাটোয়ায় দাস গদাধরের সহিত মিলন। যাজিগ্রামের

শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর কন্যার পূর্ব্বের নাম দ্রৌপদী, বিবাহের সময়ের নাম 'ঈশ্বরী'। আচার্য্যপ্রভুকর্ত্তৃক বিবাহকালে ঈশ্বরীকে ও শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীকে, শ্যামদাস ও রামচন্দ্র নামক চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্রকে দীক্ষা-দান। গৌরপ্রিয় দ্বিজ হরিদাসের শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ নামক পুত্রদ্বয়ের আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র-প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে গ্রন্থাভ্যাসে আদেশ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত কুমারনগরবাসী দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের মিলন। শ্রীনিবাসকর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে রাধাকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা-দান।

নবম তরঙ্গে—বীরহাম্বীর রাজার আচার্য্যপ্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা। ব্রজ হইতে শ্রীজীব গোস্বামীর লিখিত আচার্য্যপ্রভুর ও রাজার নামীয় দুই পত্র লইয়া দুইজন পত্রবাহকের রাজার নিকট আগমন। নবদ্বীপ হইতে আসিতে কোনও বৈষ্ণবের যাজিগ্রামে আচার্য্য প্রভুর নিকট শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও দাস গদাধর প্রভুর সঙ্গোপনবার্ত্তা-জ্ঞাপন। ঠাকুরের নরহরির অদর্শন। শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনযাত্রা। তথায় জনৈক মাথুর ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শ্রীনিবাসকে দ্বিজ হরিদাসাচার্য্যের সঙ্গোপনবার্ত্তা-কথন। শ্রীগোপালভট্ট, ভূগর্ভ, লোকনাথ, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ। ব্রজে শ্যামানন্দপ্রভুর আগমন। শ্যামানন্দের শ্রীজীবপ্রভুর নিকট গ্রন্থ-অনুশীলন। রামচন্দ্র কবিরাজের ব্রজে আগমন। রামচন্দ্র কবিরাজের অনুজ গোবিন্দের পূর্ব্ব বিবরণ। গোবিন্দের ভগবতীবিষয়ক অনেক গীতিপদ্য-রচনা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে শ্রীআচার্য্য প্রভুর স্থানে দীক্ষিত দর্শনে ভগবতীর আদেশে স্বীয় ভববন্ধন-মোচনেচ্ছায় আচার্য্য প্রভুর কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা। রামচন্দ্রের কবিত্বে পারদর্শিতাহেতু 'কবিরাজ' উপাধি। শ্রীনিবাস

আচার্য্যকর্ত্তৃক বীরহাম্বীর রাজাকে রাধাকৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা-দান ও 'চৈতন্যদাস' নামকরণ। রাণী ও তৎপুত্রকে আচার্য্য প্রভুর দীক্ষাপ্রদান। রাজার কালাচাঁদের সেবা-প্রকাশ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেরণায় ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রের হরিনারায়ণ রাজাকে রামমন্ত্রে দীক্ষিতকরণ। কাটোয়ায় দাস গদাধরের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীনিবাসের মিলন। দাস গদাধরের সঙ্গোপনে যদুনন্দনের অধৈর্য্য। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে দাস গদাধরের অদর্শন। মার্গশীর্ষ কৃষ্ণা-একাদশীতে নরহরি ঠাকুরের অদর্শন। কাটোয়ার যদুনন্দন চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক দাস গদাধরের তিরোভাব-মহোৎসবে মহান্তগণের আগমন। অদ্বৈতপ্রভুর দুইপুত্র ও নিত্যানন্দ-নন্দন বীরভদ্র প্রভুর আগমন। বীরভদ্রের অদ্ভুত নর্ত্তন। শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরির অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা-একাদশীতে তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব। মহান্তগণের আগমন ও -শ্রীআচার্য্য প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ। দ্বাদশীতে পারণ ও মহা-মহোৎসব। বীরভদ্রের কৃপায় জনৈক অন্ধের নয়নপ্রাপ্তি। শ্রীখণ্ড হইতে মহান্তগণের বিদায়।

দশম তরঙ্গে—শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শ্রীখণ্ড হইতে যাজিগ্রামে আগমন। শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীদাম প্রভৃতিকে আচার্য্যকর্ত্তৃক দীক্ষামন্ত্র-দান। হরিদাস আচার্য্যের তিরোভাব মহোৎসব। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কতিপয় শিষ্যের নাম :—রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীদাম, গোকুলানন্দ, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ, চক্রবর্ত্তি ব্যাসাচার্য্য, শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ, নৃসিংহ কবিরাজ, কর্ণপূর কবিরাজ ইত্যাদি। রামচন্দ্র কবিরাজের অনুজ ভ্রাতা গোবিন্দকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দীক্ষাপ্রদান। লোকনাথ গোস্বামীর নরোত্তমকে গৌড়ে যাইয়া শ্রীবিগ্রহ-বৈষ্ণব-সেবা ও সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ। নরোত্তমের শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা ছয় বিগ্রহ

স্থাপন। খেতরি গ্রামে আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছায় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব। রামচন্দ্রালয়ে দিবারাত্র অদ্ভুত বিলাস। গোবিন্দের কাব্যে পারদর্শিতা-দর্শনে শ্রীআচার্য্য প্রভুকর্ত্তৃক 'কবিরাজ' উপাধি দান। বংশীদাস চক্রবর্ত্তীকে আচার্য্য প্রভুর দীক্ষা-দান। শ্রীনিবাস আচার্য্যকর্ত্তৃক ছয় বিগ্রহের অভিষেক। স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইলেন, বিগ্রহগণের সে সে নাম।

গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥

অদ্ভুত সংকীর্ত্তনবিলাস ও ফাগুখেলা-মহামহোৎসব। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর উদ্যোগ ও উৎসাহে মহোৎসব-সমাপ্তি। ভক্তগণের নিজ নিজ দেশে গমন।

একাদশ তরঙ্গে—খেতরিতে বিগ্রহ-দর্শনার্থে নানাস্থান হইতে লোকের আগমন। নরোত্তম ও রামচন্দ্র প্রভৃতির কৃষ্ণচরিত্র-আস্বাদন। জাহ্নবী ঈশ্বরী কর্ত্তৃক পাষণ্ড ও দস্যুগণের উদ্ধার। জাহ্নবী দেবীর বৃন্দাবনে গমন। শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ, মধু পণ্ডিত, শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিবৃন্দের অভ্যর্থনা। শ্রীজীবের নির্দ্দিষ্ট বাসায় জাহ্নবী দেবীর অবস্থান। শ্রীজাহ্নবী দেবীর গোস্বামিগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহদর্শনে গমন। বৈষ্ণবগণবেষ্টিত হইয়া শ্রীজাহ্নবী দেবীর রাধাকুণ্ডে গমন। সদা নামগ্রহণে নিরত ও ক্ষীণতনু শ্রীদাস গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ। ২।৩ দিবস রাধাকুণ্ডে অবস্থান। জাহ্নবী দেবীর কুণ্ডতীরে বংশীধ্বনিশ্রবণ, শ্যামসুন্দরের দর্শনে ভাবাবেশ ও নন্দগ্রামাদি-দর্শন। শ্রীজাহ্নবী দেবীর শ্রবণেচ্ছাহেতু শ্রীজীব প্রভুর গ্রন্থপাঠ। বৃহদ্ভাগবতামৃত-শ্রবণে প্রেমাবেশ। জাহ্নবী দেবীর

সকলের সহিত বনভ্রমণে গমন। একদিন রাধাগোপীনাথ-দর্শনে শ্রীজাহ্নবী দেবীর ক্ষুদ্রকায়া রাধার উচ্চতা-বাঞ্ছা। স্বপ্নে গৌড় হইতে শ্রীরাধাব উচ্চমূর্ত্তি-প্রেরণাদেশ। বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আগমন ও খেতরি গ্রামে তিন চারি দিন অবস্থান। বুধরিতে আগমন। তাঁহার ইচ্ছায় শ্রীবংশীদাসের ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা হেমলতাব সঙ্গে বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ। একচক্রা গ্রামে আগমন। একচক্রার ইতিবৃত্ত। এ স্থানে একচক্রেশ্বর শিব ও দেবাদির প্রাচীন মূর্ত্তি। অধিবাসিগণের পাণ্ডিত্য। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহ এবং পিতা হাড়াই পণ্ডিতের বিবরণ। নিত্যানন্দের বাল্য চরিত্র। জনৈক সন্ন্যাসি কর্ত্তৃক নিত্যানন্দকে বাল্য-বয়সে তীর্থভ্রমণে গ্রহণ। শ্রীজাহ্নবী দেবীর নিত্যানন্দ প্রভুর ইতিহাস শ্রবণ এবং হাড়াই পণ্ডিতের শূন্য ও ভগ্নগৃহে অবস্থান। জাহ্নবী দেবীর স্বপ্নময় একচক্রা গ্রাম, নিত্যানন্দ-ভবন এবং শ্বশুর-শাশুড়ী-দাসদাসীবেষ্টিত নিত্যানন্দ-বলরামের দর্শন। কাটোয়ায় গমন। শ্রীযদুনন্দন ও যাজিগ্রাম হইতে আগত শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ। যাজিগ্রাম গমন। নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দনের আগমন। শ্রীনিবাসের ঈশ্বরীর আজ্ঞায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ। নারায়ণ দাসের তিন পুত্র—মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি। মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই। শ্রীখণ্ডে ঈশ্বরীর গৌরাঙ্গদর্শনে প্রেমাবেশ। মদনগোপালদর্শন। জাহ্নবী দেবীর নদীয়ায় আগমন। ঈশানের সহিত সাক্ষাৎ। অম্বিকায় আগমন। জাহ্নবীদেবীর উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে গমন ও তথায় অবস্থান। জাহ্নবী দেবীর খড়দেহে আগমন। বীরভদ্র ও বসুধা দেবীর নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণন। নয়ান ভাস্করকে শ্রীগোপীনাথের জন্য শ্রীরাধিকা-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে আদেশ।

দ্বাদশ তরঙ্গে—শ্রীনিবাসের নরোত্তম ও রামচন্দ্র সহ নবদ্বীপে প্রবেশ। বিষ্ণুপুরাণে নবদ্বীপের উল্লেখ। নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ—শ্রবণাদি নববিধ ভক্তির দীপ্তিস্থল। গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিমপারে নয়টী দ্বীপ। গঙ্গার পূর্ব্ব পারে—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্ত, গোদ্রুম ও মধ্যদ্বীপ, এবং পশ্চিম পারে কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্রদ্বীপ। নবদ্বীপমণ্ডল অষ্টদল পদ্মাকৃতি। কর্ণিকারে গৌরচন্দ্রের জন্মভূমি মায়াপুর। শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র ও নরোত্তমের মায়াপুরে প্রবেশ। শচীমাতার সেবক ও গৌরচন্দ্রের প্রিয় বৃদ্ধ ঈশানের সহিত শ্রীনিবাসাদির সাক্ষাৎ ও তৎসহ নবদ্বীপ-পরিক্রমা। মায়াপুর হইতে আতাপুর বা অন্তর্দ্বীপে প্রবেশ। এ স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মাকে অন্তরের কথা অর্থাৎ তাঁহার নাম-প্রেম বিতরণ করিতে কলির প্রথমে আগমন ও ব্রহ্মার হরিদাস-রূপে নীচকুলে আবির্ভূত হইয়া হরিনামের মহিমা প্রকাশ করিবার কথা বলায় অন্তর্দ্বীপ নাম। ঈশানকর্তৃক সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া গ্রাম প্রদর্শন। এ স্থানে পার্ব্বতী গৌরসুন্দরের পদধূলি সীমন্তে ধারণ করেন, এই হেতু সীমন্তদ্বীপ। গোদ্রুম বা গাদিগাছা গ্রামে আগমন। এ স্থানে ইন্দ্রসহ সুরভি গাভী শ্রীগৌরসুন্দরকে আরাধনা করেন। সুরভী গাভী দ্রুমতলে বিলাস করেন করিয়া গোদ্রুমদ্বীপ। মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা গ্রামে আগমন। এ স্থানে সপ্তর্ষিকর্তৃক মহাপ্রভুর আরাধনা। মধ্যাহ্ন সময়ে গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে এস্থানে দর্শন দেন। এজন্য মধ্যদ্বীপ। শ্রীঈশানকর্তৃক পুষ্কর তীর্থের চিহ্নস্থান-প্রদর্শন। শ্রীপুষ্কর তীর্থকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে কৃপাহেতু ব্রাহ্মণপুষ্কর বা বামন-পৌখরা নাম। উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা গ্রাম দর্শন। ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ-কর্ত্তৃক এখানে নামের হাটে উচ্চসংকীর্ত্তনহেতু উচ্চহট্ট নাম।

কুলিয়া পাহাড়পুর বা কোলদ্বীপে প্রবেশ। শ্রীকোলদেবের (বরাহ-দেবের) আরাধনাহেতু ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শ্রীগৌরহরিকে কোলরূপে দর্শন। পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ বরাহদেবের গৌর-অবতারে দর্শনদান-প্রতিশ্রুতি। পর্ব্বতপ্রমাণ কোলদেবকে দর্শনহেতু কোলদ্বীপ নাম। সমুদ্রগড় বা সমুদ্রগতি গ্রামে প্রবেশ। এ স্থানে গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্রের শ্রীগৌরচন্দ্র-দর্শনে আগমনহেতু সমুদ্রগতি নাম। চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটি গ্রামে আগমন। প্রাচীন চম্পকবৃক্ষবনের অবস্থিতি। এ স্থানে চম্পক পুষ্পের হাট বলিয়া চাঁপাহাটী। এ স্থানে গৌরপ্রিয় বিপ্র বাণীনাথের ভবন। শ্রীঈশান ও শ্রীনিবাসাদির রাতুপুর ও ঋতুদ্বীপে আগমন। এ স্থানে ঋতুরাজ বসন্তসহ ঋতুগণকর্ত্তৃক শ্রীগৌরাবতারের চিন্তা ও আরাধনাহেতু ঋতুদ্বীপ। বিদ্যানগরে প্রবেশ। এ স্থানে বৃহস্পতির গৌরসুন্দরের আরাধনা। শ্রীগৌরসুন্দরের বৃহস্পতিকে বিদ্যাপ্রচারে আদেশ। বিদ্যাপ্রচারস্থল বলিয়া বিদ্যানগর নাম। এ স্থান দর্শনে অবিদ্যার বিনাশ। জান্নগরে বা জহ্নুদ্বীপে আগমন। এ স্থানে জহ্নুমুনি কর্ত্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্রকে আরাধনাহেতু জহ্নুদ্বীপ নাম। মাউগাছি বা মোদদ্রুম দ্বীপে আগমন। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্রের জানকী দেবীর সহিত এ স্থানে আগমন। এ স্থানে এক বৃহদ্বটদ্রুম-ছায়ায় শ্রীরামসীতার বিশ্রাম; এবং রামকর্ত্তৃক কলিতে গৌর-অবতারের এ স্থানে সংকীর্ত্তনানন্দ হইবে বলিয়া সীতাদেবীকে ভবিষ্যদ্বাণী॥ এস্থানে মোদবৃদ্ধিহেতু এ স্থানের নাম মোদদ্রুম দ্বীপ। মাউগাছি-নিবাসী জনৈক রামভক্ত বিপ্রকে গৌরচন্দ্রকর্ত্তৃক রামরূপে দর্শন-দান। বৈকুণ্ঠপুরে আগমন। নারায়ণ-পীঠ দর্শন। মাতাপুর বা মহৎপুরে আগমন। বলদেবকর্ত্তৃক রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্বপ্নে কলিতে সপার্ষদ শ্রীগৌরচন্দ্রের

আগমনবার্ত্তা-জ্ঞাপন। এস্থানে মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অবস্থান-হেতু মহৎপুর নাম। রাহুপুর বা রুদ্রদ্বীপে আগমন। এ স্থানে গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবস্মরণে গণসহ রুদ্রদেবের নৃত্য ও গৌরচরিত্র-কীর্ত্তন। বেলপোখেরা বা বিল্বপক্ষদর্শন। এস্থলে একপক্ষ কাল ব্রাহ্মণগণ বিল্বদলে পঞ্চবক্ত্র শিবকে গৌরচন্দ্রকে ধরায় অবতীর্ণ দর্শনের জন্য পূজা। ভারইডাঙ্গা বা ভরদ্বাজটীলাদর্শন। এস্থানে ভরদ্বাজ মুনির গৌরচন্দ্রকে আরাধনা। সুবর্ণবিহারে আগমন। এক সময় নারদ মুনির কোনও শিষ্যকর্ত্তৃক এস্থানের রাজাকে কৃপা ও নবদ্বীপে অবতারের কথা-জ্ঞাপন। রাজার স্বপ্নে শ্যামসুন্দররূপ-দর্শন ও তৎপরক্ষণেই সেই মূর্ত্তির সুবর্ণপ্রতিমা আকারধারণ। সুবর্ণ-বিগ্রহের বিহার-স্থলহেতু সুবর্ণবিহার। সুবর্ণবিহার হইতে মায়াপুরে মিশ্রের গৃহে আগমন। মিশ্রের আলয় দর্শন-প্রসঙ্গে জগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা, বিশ্বরূপ, অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীগৌরচন্দ্রের চরিতবর্ণন। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মবৃত্তান্ত, বাল্যলীলা, বিশ্বম্ভরের পাঠাভ্যাস। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, গৌরসুন্দরের যজ্ঞোপবীত, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ। লক্ষ্মীদেবীর গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদরূপ সর্প-দংশনে অপ্রকট ও সনাতন মিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পুনরায় বিবাহ। মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা। গয়া হইতে আগমন, প্রভুর প্রেম-প্রকাশ ও শ্রীবাসাদি ভক্ত-গণের গৃহে সংকীর্ত্তনানন্দ। নিত্যানন্দের আবির্ভাব। নিত্যানন্দের বাল্যক্রীড়া ও দ্বাদশ বৎসর কাল গৃহে বাস ও তীর্থপর্য্যটনে বহির্গমন। অদ্বৈত প্রভুর পিতৃপুরুষের শ্রীহট্টের নিকটে নবগ্রামে বাস। পিতা শ্রীকুবের ও মাতা নাভাদেবীর গঙ্গাবাসেচ্ছায় শান্তিপুরে আগমন। মাতাপিতার বিয়োগান্তে অদ্বৈত প্রভুর 'তীর্থ-

পর্য্যটন ও বৃন্দাবনে বাস। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটসময় উপস্থিতহেতু শান্তিপুরে আগমন। অদ্বৈতপ্রভুর নৃসিংহ ভাতুড়ীর দুই কন্যার সহিত বিবাহ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত। বিদ্যানিধির চট্টগ্রামের নিকট চক্রশালা গ্রামেতে বাস। মহাপ্রভুর আকর্ষণে নদীয়ায় আগমন। বাহিরে বিষয়ীর ন্যায়, কিন্তু অন্তরে মহাবৈষ্ণবতা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিনিশায় শ্রীবাসমন্দিরে কীর্ত্তন এবং কোন কোন দিন চন্দ্রশেখরভবনে কীর্ত্তন। চন্দ্রশেখরের গৃহে লক্ষ্মীপ্রভৃতি বেশে নৃত্য। অদ্বৈতের প্রতি গৌরচন্দ্রের গুরুবুদ্ধি, তজ্জন্য অদ্বৈতের মহা-দুঃখ। প্রভুর নিকট হইতে শাস্তি পাইবার জন্য অদ্বৈতের ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-ব্যাখ্যা—মহাপ্রভুর বিষম ক্রোধ ও অদ্বৈতকে চুল ধরিয়া প্রহার—অদ্বৈতের আনন্দ। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য্যের শাখা শঙ্কর নামে এক ব্যক্তির জ্ঞানে নিষ্ঠা। অদ্বৈত প্রভুর নিষেধসত্ত্বেও ত্যাগ না করাতে অদ্বৈতপ্রভুকর্ত্তৃক তাহার পরিত্যাগ। মহাপ্রভুর সকলকে সর্ব্বদা হরিনাম-কীর্ত্তনে উপদেশ। নামের অর্থবাদ শুনিয়া মহাপ্রভুর গণসহ সচেল গঙ্গাস্নান। আম্রবীজ-রোপণমাত্রই বৃক্ষ ও ফল-উৎপত্তি ও ফল-আস্বাদন। লোকশিক্ষাহেতু স্বহস্তে বিষ্ণুগৃহ-মার্জ্জন। মহাপ্রভুর নানাবিধ লীলা ও চরিত-বর্ণন। শ্রীগদাধরের পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিস্থানে দীক্ষাগ্রহণ। নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসপত্নী মালিনীর পুত্র-বাৎসল্য। শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক শ্রীমুরারি গুপ্তের রামনিষ্ঠা-দর্শনে গুপ্তের ললাটে 'রামদাস' লিখন। জগাই, মাধাই, উদ্ধার-প্রসঙ্গ। গৌরসুন্দরের বিবিধ লীলাবিষয়ক সঙ্গীত। গৌরাঙ্গের নগরকীর্ত্তন, গৌরগদাধরের ঝুলন, দোল। নিত্যানন্দের অপূর্ব্ব নৃত্য-বর্ণন। অদ্বৈত প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্যবর্ণন। সালিগ্রামনিবাসী

সরখেল সূর্য্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত বিবাহ। নিত্যানন্দের বিবাহবর্ণন। শ্রীনিবাসকর্তৃক স্বপ্নে রত্নময় নবদ্বীপ ধামে বামে ও দক্ষিণে লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতপ্রভু, গদাধর, শ্রীবাস ও প্রভুর যাবতীয় ভক্তগণকে দর্শন। বৈকুণ্ঠবিলাস, অযোধ্যাবিলাস, দ্বারকাবিলাস, মথুরাবিলাস, ব্রজবিহার প্রভৃতি দর্শন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গে—শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের শ্রীঈশান ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ। তিন জনের যাজিগ্রামে আগমন। বীরহাম্বীর রাজার যাজিগ্রামে আগমন। শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের রামচন্দ্র ও নরোত্তমের সহিত শ্রীখণ্ডে আসিয়া তৎপর দিবস খেতরি গমন। বুধরি গ্রামে অবস্থান করিয়া খেতরি আগমন। খেতরিতে দিবানিশি সংকীর্ত্তন-বিলাস। রঘুনন্দন ঠাকুরের সঙ্গোপন ও তৎপুত্র ঠাকুর কানাই কর্তৃক অপ্রকট-মহোৎসব। রাঢ়দেশে গোপালপুর গ্রামবাসী শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়ার সহিত শ্রীনিবাসের বিবাহ। জাহ্নবী দেবীর আজ্ঞায় তড়া-আঁটপুর গ্রামে শ্রীপরমেশ্বরী দাস কর্তৃক রাধাগোপীনাথ-সেবাপ্রকাশ। রাজবলহাটের সন্নিপতি ঝামটপুর গ্রামে শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীমতী ও নারায়ণী নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ। যদুনন্দন আচার্য্যের ও তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বীরচন্দ্র প্রভুর শিষ্যত্বগ্রহণ। বীরচন্দ্রের ভগ্নী গঙ্গাদেবী, ইনিই বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা। তাঁহার ভর্ত্তা আচার্য্য মাধব। শ্রীরাধাগোপীনাথ জাহ্নবী দেবীর প্রাণ। বীরচন্দ্রের বৃন্দাবনযাত্রা ও বণিক্-ভবনে কীর্ত্তন। শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর কানাইকর্তৃক অভ্যর্থনা। যাজিগ্রামে আচার্য্য ঠাকুর

কর্তৃক অভ্যর্থনা এবং খেতরিতে ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক বীরচন্দ্র প্রভুর অভ্যর্থনা। শ্রীঠাকুর মহাশয়কে লইয়া বীরচন্দ্র প্রভুর ব্রজে গমন। বৃন্দাবনে বীরচন্দ্র প্রভুর আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের অভ্যর্থনা। বীরচন্দ্রের গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন, রাধাবিনোদ, রাধারমণ ও রাধাদামোদর-দর্শন। শ্রীজীব ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতির স্থানে অনুমতি লইয়া বনভ্রমণে গমন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ। বৃষভানুপুর ও নন্দগ্রামে গমন। বীরচন্দ্র প্রভুর গৌড়ে প্রত্যাগমন।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গে—শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতি ব্রজের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবপ্রভুর পত্র। পত্রমধ্যে উক্ত বৃন্দাবনদাসই শ্রীনিবাস-আচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতি শ্রীজীবের ভগবদ্ভক্তি-বিচারদ্বারা পাষণ্ডিদিগকে দলন করিবার আদেশ প্রভৃতি জ্ঞাপন করিয়া দ্বিতীয় পত্র। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম ও গোবিন্দ কবিরাজের নিকট শ্রীজীবপ্রভুর তৃতীয় পত্র। গোবিন্দ কবিরাজের নিকট শ্রীজীব প্রভুর চতুর্থ পত্র। গোবিন্দের শ্রীজীবপ্রভুর নিকট গীতামৃত-প্রেরণ। রামচন্দ্র কবিরাজের যাজিগ্রামে আগমন ও আচার্য্য পত্নীদ্বয়ের দর্শন। আচার্য্য প্রভুর বুধরিগ্রামে আগমন ও ঠাকুর মহাশয়কে তথায় লোকদ্বারা আনয়ন। বুধরি গ্রামে সংকীর্ত্তনানন্দ বোরাকুলি গ্রামে যাত্রা। বোরাকুলি গ্রামে শ্রীআচার্য্য প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভবনে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহপ্রকাশ-মহোৎসব। ভক্তগণের মহানন্দ। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ভাবাবেশ-দর্শনে বৈষ্ণবগণকর্তৃক গোবিন্দকে 'শ্রীভাবক চক্রবর্ত্তী'খ্যাতি-প্রদান। রাঢ়-দেশে কাঁদরানিবাসী জয়গোপালদাস নামক কায়স্থের অভিমান-

হেতু বীরচন্দ্র প্রভুকর্ত্তৃক শিষ্যত্ব হইতে তাঁহাকে পরিত্যাগকরণ। বীরচন্দ্র প্রভুর প্রেমভক্তিময় তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ, মধ্যম রামকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের গুণকীর্ত্তন।

পঞ্চদশ তরঙ্গে—রয়ণী গ্রামের অধিপতি অচ্যুতের তনয় শ্রীরসিকানন্দ বা শ্রীমুরারির চরিত। রসিকানন্দের শ্যামানন্দ প্রভুর নিকট হইতে রাধাকৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা-প্রাপ্তি। দামোদর নামে যোগীকে শ্যামানন্দ প্রভুর কৃপা ও তাঁহাকে ভক্তিরসে প্রবর্ত্তন। শ্যামানন্দ প্রভুর কতিপয় শিষ্যের নাম—রাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, মনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীরাধামোহন প্রভৃতি। শ্যামানন্দ প্রভুকর্ত্তৃক রসিকানন্দকে শ্রীগোবিন্দ-সেবা-অর্পণ। রসিকানন্দের ভক্তিপ্রচার ও পাষণ্ড-উদ্ধার। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, তৎশিষ্য হরিরাম আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রেমভক্তি-দানে জীবের কল্মষবিনাশ। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য্যকর্ত্তৃক পাষণ্ডমতখণ্ডন। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তিদ্বারাও পাষণ্ডমতখণ্ডন ও শুদ্ধভক্তিপ্রচার।

গ্রন্থের শেষে 'গ্রন্থানুবাদ' নামে একটী পরিশিষ্ট আছে, ইহাতে গ্রন্থমধ্যে যে যে তরঙ্গে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বকীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পিতা জগন্নাথ বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। গ্রন্থকারের দুইনাম—ঘনশ্যাম ও নরহরিদাস।

ভঙ্গুর :—শ্রীকৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। ইনি এবং অন্যান্য চেটগণ কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টি ও পাশ প্রভৃতি ধারণ করেন এবং ধাতক দ্রব্যসমূহের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৫ শ্লোক—

"চেটা ভঙ্গুরভৃঙ্গারসান্ধিকগান্ধিকাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥"

অর্থভেদে—কুটীল (জটাধর), নদীর বক্রতা (শব্দমালা)।

ভাগুরি :—গোকুলবাসী পুরোহিত বিশেষের সংজ্ঞা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

"বৈদগর্ভৌ মহাযজ্ঞা ভাগুর্য্যাদ্যা পুরোধসঃ।"

অর্থভেদে—স্মৃতি-ব্যাকরণ-কর্ত্তা মুনিবিশেষ, শতলুম্পক (জটাধর)।

ভার্গবী :—ব্রজবাসিপূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা ৬৬ শ্লোক—

"ভার্গবীত্যাদয়ো বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ্যো ব্রজপূজিতাঃ।"

অর্থভেদে—পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, দূর্ব্বা (মেদিনী), নীল দূর্ব্বা (শব্দ-রত্নাবলী), শ্বেত দূর্ব্বা (রাজনির্ঘণ্ট)।

ভৃঙ্গার :—কৃষ্ণের ভৃত্যবিশেষ। 'চেট' নামে অভিহিত। তিনি এবং অপর চেটগণ কৃষ্ণের বেণু, শিঙ্গা, মুরলী, যষ্টি ও পাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

"চেটা ভঙ্গুর ভৃঙ্গার সান্ধিকগান্ধিকাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥"

অর্থভেদে—স্বর্ণের বারিপাত্র, কনকালুকা (অমর), গুড়ুক, গড়ুক (শব্দরত্নাবলী), ভৃঙ্গরাজ (জটাধর), ক্লীং—লবঙ্গ, স্বর্ণ (রাজনির্ঘণ্ট)।

ভোগিনী :—যশোদার তুল্যবয়স্কা গোপিকা, কৃষ্ণের মাতৃসমা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬১ শ্লোক—

"সাঙ্কলী বিম্বী সুমিত্রা সুভগা ভোগিনী প্রভা।"

অর্থভেদে—মহিষী ভিন্ন অপর নৃপপত্নী (অমর)।

মকরন্দ :—কৃষ্ণের জনৈক শৃঙ্গার-সেবাকারী ভৃত্য। প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্র, মধুকন্দল প্রভৃতি ভৃত্যগণও তাদৃশ সেবা করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮০ শ্লোক—

"প্রেমকন্দো মহাগন্ধসৈরিন্ধ্রমধুকন্দলাঃ।
মকরন্দাদয়শ্চামী সদা শৃঙ্গারকারিণঃ॥"

অর্থভেদে—পুষ্পরস, কুন্দ পুষ্প বৃক্ষ, কিঞ্জল্ক।

মণিবন্ধনী :—চারি বর্ণের পুষ্পে যে গুচ্ছ রচিত হয়, তাহাতে তিনটী ধার লম্বমান থাকিলে তাহা মণিবন্ধনী। ইহা হস্তের ডোরী ও পুষ্পনির্ম্মিত মণিবন্ধনী নামেও পরিচিত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৩ শ্লোক :—

"চতুর্বর্ণপ্রসূনাঙ্গগুচ্ছলম্বিত্রিধারিকা।
করডোরী কুসুমজা কীর্ত্তিতা মণিবন্ধনী॥"

মণ্ডল :—যূথের অঙ্গ কুল। কুলের অঙ্গ মণ্ডল। সমাজান্তর্গত ব্রজবাসী অপেক্ষা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ব্রজবাসীর কৃষ্ণপ্রীতি একটু ন্যূনতর।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৪ শ্লোক—

"সমাজো মণ্ডলঞ্চেতি বর্গশ্চেতি তদুচ্যতে।"

অর্থভেদে—(ক্লীং) চন্দ্রসূর্য্যের বহির্বেষ্টন, পরিবেশঃ, পরিবেষ, পরিধি, উপসূর্য্যক (অমর); চক্রবাল (অমর); কোঠরোগ; দেশ, দ্বাদশ রাজ-শাসিত রাজ্য (মেদিনী); গোল (অনেকার্থকোষ); চক্র

(ত্রিকাণ্ডশেষ); সংঘাত (হেমচন্দ্র); নখাঘাত (শব্দমালা); ধনুর্ধারিগণের অবস্থিতিবিশেষ (শব্দরত্নাবলী), 'ব্যাঘ্রনখ' নামক গন্ধ-দ্রব্য (শব্দচন্দ্রিকা); ব্যূহবিশেষ (ভরত-ধৃত কামন্দকি-বচন); ত্রিলিঙ্গে—বিশ্ব (অমর); পুং—কুক্কুর (মেদিনী); সর্পবিশেষ (বিশ্ব)।

মধুকণ্ঠ :—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। রক্তকাদির ন্যায় ইনি কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী ও যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্য-সমূহ উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ।"

অর্থভেদে—কোকিল (ত্রিকাণ্ডশেষ)

মধুকন্দল :—কৃষ্ণের বেশ-রচনাকারী ভৃত্য। প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্র, মকরন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণও এতাদৃশ সেবাপরায়ণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮০ শ্লোক—

"প্রেমকন্দো মহাগন্ধসৈরিন্ধ্রাঃমধুকন্দলা।
মকরন্দাদয়শ্চামী সদা শৃঙ্গারকারিণঃ॥"

মধুব্রত :—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। রক্তকাদির ন্যায় ইনি কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী ও যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যসমূহের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।

"তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥"

অর্থভেদে—ভ্রমর (অমর)।

মধুসূদন :—শ্রীগোপাল ভট্টের শিষ্য, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের জনৈক বংশধর। ইনি সপ্তদশ শকশতাব্দীতে প্রাকট্য লাভ করেন। ইহার সম্বন্ধে ইহাঁর শিষ্য শ্রীবঙ্গবিহারী বিদ্যাভূষণ বা বঙ্গেশ্বর কৃতী ১৬৭৪ শকাব্দে শ্রীদাস গোস্বামীর বিরচিত 'স্তবাবলী'র 'কাশিকা' টীকার শেষাংশে লিখিয়াছেন—

"শাকে বেদ সরিৎপতৌ রসবিধৌ বৈশাখমাসে সিতে
পক্ষে শ্রীমধুসূদন-প্রবিলসৎ-পাদাব্জভৃঙ্গস্ত্বয়ং।
চৈতন্যাদেশবলৈর্বলী ব্যরচয়ৎ স্তোত্রাবলী-কাশিকাং
টীকামাত্ম-সুবোধয়ে সুবিবৃতাং মাৎসর্য্যহীনায় চ॥"

মহাগন্ধ :—শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গারকারী ভৃত্য। প্রেমকন্দ, সৈরিন্ধ্র মধুকন্দল, মকরন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণও এতাদশ শৃঙ্গার-সেবাপরায়ণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮০ শ্লোক—

"প্রেমকন্দো মহাগন্ধসৈরিন্ধ্রমধুকন্দলাঃ।
মকরন্দাদয়শ্চামী সদা শৃঙ্গারকারিণঃ॥"

অর্থভেদে—কুটজবৃক্ষ, জলবেতস, হরিচন্দন, বোল।

মহানীল :—পর্জ্জন্যের জামাতা এবং সানন্দার পতি। মহারাজের ভগ্নিপতি। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৩৮ শ্লোক :—

"সানন্দা নন্দিনী চেতি পিতুরেতৎ সহোদরা।
মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবেতয়োঃ ক্রমাৎ॥"

অর্থভেদে—ভৃঙ্গরাজ, নাগবিশেষ, মণিবিশেষ (মেদিনী)।

মহাযজ্ঞা :—গোকুলবাসী পুরোহিতবিশেষের সংজ্ঞা।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

"বেদগর্ভো মহাযজ্ঞা ভাগুর্য্যাদ্যাঃ পুরোধসঃ ॥"

মাঠর :—নন্দের জ্ঞাতি ও কৃষ্ণের পিতৃতুল্য গোপ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক—

"মঙ্গলঃ পিঙ্গলঃ পিঙ্গো মাঠরঃ পীঠপট্টিশৌ।"

অর্থভেদে—সূর্য্য-পার্শ্বপরিবর্ত্তিবিশেষ, ব্যাস (মেদিনী); বিপ্র (হেমচন্দ্র); শৌণ্ডিক (সিদ্ধান্ত-কৌমুদী)।

মানধর :—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। শালিকাদির ন্যায় ইনি কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী ও যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যসমূহের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৫-৭৬ শ্লোক—

"শালিকাস্তালিকো মালী মানমালধরাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ॥
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ।"

মালাধর :—কৃষ্ণের চেট জাতীয় ভৃত্য। শালিক প্রভৃতির ন্যায় ইনি কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী ও যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যসমূহের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পবিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

"শালিকস্তালিকো মালী মানমালাধরাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ।"

অর্থভেদে—মালাধারক ব মালাধারী।

মালী :—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। শালিকাদির ন্যায় ইনি কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী ও যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্য-সমূহের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৫-৭৬ শ্লোক—

"শালিকস্তালিকো মালী মানমালাধরাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥"

অর্থভেদে—সুকেশ রাক্ষসের পুত্র; মালাকার যথা—

চৈতন্য চরিতামৃতের প্রয়োগ :—

আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল। আদি ৯।১১
নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়। আদি ৯।১২
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল। আদি ৯।২৭
মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধর। আদি ৯।৩৪
মালী হৈঞা বৃক্ষ হইলাঙ এইত ইচ্ছাতে। আদি ৯।৩৫
এই মালীর, এই বৃক্ষের অকথ্য কথন। আদি ১০।৩
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ মধ্য ১৯।১৫২
ইহাঁ মালী সেচে কীর্ত্তন-শ্রবণাদি জল। মধ্য ১৯।১৫৫
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ। মধ্য ১৯।১৫৭
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ মধ্য ১৯।১৬২ ইত্যাদি।

মুখরা :—কৃষ্ণের মাতামহী রাজ্ঞী পাটলার প্রিয় সহচরী গোপী। স্বীয় সখীর স্নেহভরে ব্রজেশ্বরীকে স্তন্য প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৩ শ্লোক—

"প্রিয় সহচরী তস্যা মুখরা নাম বল্লবী।
ব্রজেশ্বর্য্যৈ দদৌ স্তন্যং সখীস্নেহভরেণ যা।"

অর্থভেদে—অপ্রিয়বাদিনী, দুর্মুখা, অবদ্ধমুখা (অমর)।

যশস্বিনী :—সুমুখের কন্যা। যশোদার সহোদরা। কৃষ্ণের মাতৃস্বসা। ইঁহার নামান্তর বাহবী। অপর ভগ্নীর নাম যশোদেবী অর্থাৎ দধিমা। কৃষ্ণের ক্ষত্রিয় ভ্রাতা 'বাটু'র সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বর্ণ গৌর এবং হিঙ্গুলবর্ণের বসন। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৮-৪৯ শ্লোক—

"যশোদেবী-যশস্বিন্যাবভে মাতুঃ সহোদরে।
দধিমা বাহবী সা বৈ ইত্যন্যে নামনী তয়োঃ।"

অর্থভেদে—বনকার্পাসী (শব্দরত্নাবলী); যবতিক্তা, মহাজ্যোতিষ্মতী (রাজনির্ঘণ্ট)।

যশোদেব :—সুমুখের পুত্র, যশোদার ভ্রাতা, সুতরাং কৃষ্ণের মাতুল। ইঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় যশোধর ও সুদেব এবং ভগ্নীদ্বয় যশোদেবী ও যশস্বিনী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৬ শ্লোক—

"যশোধর-যশোদেব সুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ॥"

যশোদেবী :—যশোদার সহোদরা। সুমুখের কন্যা। কৃষ্ণের মাতৃস্বসা। ইঁহার নামান্তর দধিমা। অপর ভগ্নীর নাম যশস্বিনী অর্থাৎ বাহবী। কৃষ্ণের ক্ষত্রিয় ভ্রাতা 'চাটু'র সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। শ্যামবর্ণা এবং বসন হিঙ্গুলের ন্যায়। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৮-৪৯ শ্লোক—

"যশোদেবী-যশস্বিন্যাবুভে মাতুঃ সহোদরে।
দধিমা বাহবী সা বৈ ইত্যন্যে নামনী তয়োঃ॥"

যশোধর :—সুমুখের পুত্র, যশোদার ভ্রাতা, অতএব কৃষ্ণের

মাতুল। ইঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় যশোদেব ও সুদেব এবং ভগ্নীদ্বয় যশোদেবী ও যশস্বিনী। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৬ শ্লোক—

"যশোধর-যশোদেব-সুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ।"

যূথঃ—দুই প্রকার পরিজনের যে প্রকাণ্ড মিলন, তাহাকে **যূথ** বলে। যূথের তিনটী প্রধান কুলঃ—বয়স্য, দাসী ও দূতী। ১। যূথের অবান্তর ভেদ ৯টী, যথা—যূথের কুল, কুলের মণ্ডল, মণ্ডলের বর্গ, বর্গের গণ, গণের সমবায়, সমবায়ের সঞ্চয়, সঞ্চয়ের সমাজ এবং সমাজের সমন্বয়, এই নয়টী ভেদ লক্ষিতব্য বিষয়। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭০-৭২ শ্লোক—

যূথঃ পরিজনানাং স্যাৎ দ্বিবিধানাং মহোচ্চয়ঃ।
বয়স্য-দাসিকা-দূত্য ইত্যসৌ ত্রিকুলো মতঃ॥
যূথস্যাবান্তরা ভেদাঃ কুলং তস্য তু মণ্ডলং।
মণ্ডলস্য তু বর্গঃ স্যাৎ বর্গস্য গণ উচ্যতে॥
গণস্য সমবায়ঃ স্যাৎ সমবায়স্য সঞ্চয়ঃ।
সঞ্চয়স্য সমাজঃ স্যাৎ সমাজস্য সমন্বয়ঃ॥

রক্তকঃ—কৃষ্ণের চেটজাতীয় ভৃত্য। ইনি এবং পত্রকাদি অপর চেটগণ কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টি ও পাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক—

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ॥
অমীষাং চেটকশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ॥"

অর্থভেদে—অম্লানবৃক্ষ, বন্ধুকবৃক্ষ, রক্তবস্ত্র, অনুরাগী (মেদিনী); বিনোদী (শব্দরত্নাবলী), রক্তশিগ্রু, রক্তএরণ্ড (রাজনির্ঘণ্ট)।

রত্নলেখা :—সূর্য্য নামক গোপরাজ স্বীয় ভগ্নীর পুত্রকে পুত্র বলিয়া আহ্বান করিতেন। তাঁহার পুত্র সত্ত্বেও পত্নী মিত্রা কন্যাভিলাষিণী হইয়া শ্রদ্ধার সহিত সূর্য্যের আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে রত্নলেখাকে প্রসব করেন। তাহার মনঃশিলার ন্যায় কান্তি, ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় বসন। ইনি বৃষভাণুসুতা শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তমা সখীরূপে সূর্য্যপূজায় রত থাকিয়া একান্তভাবে আরাধনা করিতেন। ইঁহার মাতা সূর্য্যের অর্দ্ধ পূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ইনি চক্ষু ঘূর্ণন করিতে করিতে তর্জ্জন করিতেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১১০-১১২ শ্লোক —

"সুতমাত্র স্বসুঃ সূর্য্যসাহ্বয়স্য পয়োনিধেঃ।
তস্য পুত্রবতঃ পত্নী মিত্রা কন্যাভিলাষিণী॥
শ্রদ্ধয়ারাধয়াঞ্চক্রে ভাস্করং সুতবস্করা।
প্রসাদেনাভবত্তস্য রত্নলেখামসূত সা॥"

রসশালী :—কৃষ্ণের তাম্বূল-সেবাকারী ভৃত্য। তাম্বূল পরিষ্কার করিতে দক্ষ, দেখিতে স্থূল এবং কৃষ্ণের পার্শ্বে থাকিয়া কেলিকলাবিষয়ক আলাপে পটু। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৭-৭৮ শ্লোক—

"পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলালাপকলাঙ্কুরাঃ।
সুবিলাসবিলাসাখ্যরসালরসশালিনঃ॥"

রসাল :—কৃষ্ণের-তাম্বূল সম্পাদনকারী ভৃত্য। তাম্বূল পরিষ্কার করিতে দক্ষ। ইনি স্থূলকায় এবং কৃষ্ণের পার্শ্বে গমন করিয়া কেলিকলা-বিষয়ক আলাপে নিপুণ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৮ শ্লোক—

"পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলালাপকলাঙ্কুরাঃ।
সুবিলাসবিলাসাখ্যরসালরসশালিনঃ॥"

অর্থভেদে—ইক্ষু, আম্র (অমর), পনস (শব্দরত্নাবলী), কুন্দরতৃণ, গোধূম, পুণ্ড্রক নামক ইক্ষু (রাজনির্ঘণ্ট)।

রাজন্যঃ—কৃষ্ণের পিতামহ পর্জ্জন্যের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। মধ্যম ভ্রাতার নাম উর্জ্জন্য। ইঁহার সহোদরা ভগ্নী সুবের্জ্জনা গুণবীর গোপের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা বল্লব গোপ এবং নন্দীশ্বরবাসী। কেশীর উৎপাতে নন্দীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া মহাবনে সগোষ্ঠী চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। ইনি নন্দমহারাজের কনিষ্ঠ পিতৃব্য।

অর্থভেদে—(পুং) ক্ষত্রিয় (অমর); রাজপুত্র, অগ্নি (উণাদি কোষ); ক্ষীরিকা বৃক্ষ (জটাধর)।

রাধাদামোদর শর্ম্মাঃ—ইনি শ্রীবৃন্দাবন শ্যামসুন্দরকুঞ্জ-বাসী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। সপ্তদশ শকশতাব্দীর মধ্যভাগে ইঁহার প্রাদুর্ভাব কাল। ইনি গোপীবল্লভপুরের শ্রীরসিকানন্দ মুরারির প্রশিষ্য এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের দীক্ষাদাতা গুরুদেব। ইঁহার পাণ্ডিত্যের ও মন্ত্রোপদেশের কথা শ্রীবিদ্যাভূষণ মহাশয় বেদান্তপীঠক বা সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের শেষভাগে উল্লেখ করিয়াছেন।

"বিজয়ন্তে শ্রীরাধাদামোদর-পদপঙ্কজধূলয়ঃ।
যাভিঃ সকৃদুদিতাভির্নির্ম্মিতো মে মহান্ মোদঃ॥"

ইনি সম্বন্ধদেশিক বা দীক্ষাদাতৃরূপে বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকে কৃপা করেন। শ্রীরসিকানন্দ মুরারির পৌত্র এবং শিষ্য রাধানন্দপুত্র শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের গুরু। ইনি 'বেদান্তস্যমন্তক' নামক সংস্কৃত বেদান্তসন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকে 'বেদান্তস্যমন্তক' শ্রীবলদেবের রচিত বলিয়া ভ্রম করেন, কিন্তু গ্রন্থের উল্লেখমতে উক্ত গ্রন্থ শ্রীরাধাদামোদরের রচিত।

শ্রীউদ্ধবদাসকৃত উপাসনা-পদ্ধতিতে ইহাঁর গুরুপরম্পরা যেরূপ প্রদত্ত আছে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'সাহিত্যকৌমুদী' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ণয়সাগরযন্ত্রের প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
শ্রীমদ্‌গৌরদাসসংজ্ঞঃ পণ্ডিতঃ খ্যাতভূতলঃ॥
হৃদয়ানন্দচৈতন্যঃ শ্রীশ্যামানন্দবিগ্রহঃ।
রসিকানন্দগোস্বামী নয়নানন্দদেবকঃ॥
রাধাদামোদরো দেবো শ্রীবিদ্যাভূষণাত্মকঃ।
এষাং পাদসরোজানি ধ্যায়ত্যুদ্ধবদাসকঃ॥"

রেমাঃ—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যকন্যা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৮ শ্লোক—

"রেমা রোমা সুরেমাখ্যাঃ পাবনস্য পিতৃব্যজাঃ।"

রোমাঃ—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যদুহিতা। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৮ শ্লোক—

"রেমা রোমা সুরেমাখ্যাঃ পাবনস্য পিতৃব্যজাঃ।"

রোহিণীঃ—বলরামের মাতা। বসুদেবের পত্নী। ইনি সর্ব্বদাই হর্ষময়ী। কৃষ্ণ ইহাঁকে "বড় মা" বলিয়া সম্বোধন করেন। ইনি পুত্র বলরাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কোটীগুণ অধিক স্নেহ করেন। কৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা ৩১ শ্লোক—

"রোহিণী বৃহদম্বাস্য প্রহর্ষা রোহিণী সদা।"
স্নেহং যা কুরুতে রামস্নেহাৎ কোটীগুণোত্তরং॥

অর্থভেদে—স্ত্রীং—গবী (অমর); তড়িৎ, কটুম্ভরা, সোমবল্ক, লোহিতা (মেদিনী); জৈনদিগের বিদ্যাদেবীবিশেষ (হেমচন্দ্র);

কাশ্মরী, হরিতকী, মঞ্জিষ্ঠা, (রাজনির্ঘণ্ট) সুরভী, নবম বর্ষীয়া কন্যা, নক্ষত্রবিশেষ (শব্দরত্নাবলী,) ব্রাহ্মী (হেমচন্দ্র)।

ললাটিকা:—দুই বর্ণের পুষ্প দ্বারা রচিত হয়। দুই পার্শ্ব যুক্ত, মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, কেশরাশির মূলদেশে অবস্থিত পুষ্পবাটী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৮ শ্লোক—

"দ্বিবর্ণ-পুষ্পরচিতা দ্বিপার্শ্বা শোণমধ্যমা।
অলকাবলিমূলস্থা পুষ্পবাটী ললাটিকা॥"

অর্থভেদে—স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত ললাটাভরণ-কণ্টিকা (অমর); ললাটস্থ চন্দন (শব্দরত্নাবলী)।

শঙ্কর-গ্রন্থতালিকা:—

১। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য
২। দশোপনিষদ্-ভাষ্য
৩। গীতাভাষ্য
৪। কেনোপনিষৎ বাঁজবাক্যভাষ্য
৫। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ভাষ্য
৬। সনৎসুজাতীয় ভাষ্য
৭। নৃসিংহতাপনী ভাষ্য
৮। গায়ত্রী ভাষ্য
৯। উপদেশ-সাহস্রী
১০। শত শ্লোকী
১১। বিষ্ণু-সহস্রনাম ভাষ্য
১২। অপরোক্ষানুভূতি
১৩। স্বাত্মনিরূপণ
১৪। বিবেকচূড়ামণি
১৫। দক্ষিণামূর্ত্তি স্তব
১৬। আত্মষট্ক
১৭। গোবিন্দাষ্টক
১৮। বিজ্ঞান নৌকা
১৯। মনীষা পঞ্চক
২০। সাধন পঞ্চক
২১। তত্ত্বানুসন্ধান
২২। প্রবোধ সুধাকর
২৩। অদ্বৈত কৌস্তুভ
২৪। বেদান্ত মুক্তাবলী

২৫। বেদান্ত সার
২৬। হরিমীড়ে হরিস্তুতি
২৭। আত্মবোধ
২৮। মহাবাক্য বিবরণ
২৯। তত্ত্ববোধ
৩০। মহাবাক্য বিবেক
৩১। বাক্যবৃত্তি দর্পণ
৩২। বাক্যবৃত্তি মধ্যম
৩৩। বাক্যবৃত্তি লঘু
৩৪। আত্মচিন্তন
৩৫। রত্ন পঞ্চক
৩৬। বিবেকাদর্শ
৩৭। পঞ্চীকরণ
৩৮। সিদ্ধান্তবিন্দু
৩৯। ষট্‌পদী
৪০। একশ্লোকী
৪১। একশ্লোক
৪২। ত্রিশ্লোকী
৪৩। চতুঃশ্লোকী
৪৪। আত্মপঞ্চক
৪৫। মনীষা পঞ্চক
৪৬। সাধন পঞ্চক
৪৭। কৌপীন পঞ্চক
৪৮। কাশী পঞ্চক
৪৯। বৈরাগ্য পঞ্চক
৫০। শিবমানসপূজা
৫১। শিবমানস পূজা (বীজ)
৫২। বিষ্ণুমানস পূজা
৫৩। চতুষষ্ট্যুপচার ভবানীমানসপূজা
৫৪। ভগবন্মানসপূজা
৫৫। নির্ব্বাণ ষট্‌ক
৫৬। সপ্তশ্লোকী গীতা
৫৭। নির্ব্বাণ দশক
৫৮। সদাচার
৫৯। চর্পট পঞ্জরী
৬০। দ্বাদশ পঞ্জরিকা
৬১। আত্মানাত্মবিবেক
৬২। অদ্বৈতানুভূতি
৬৩। বালবোধিনী
৬৪। হরিনামমালা
৬৫। ব্রহ্মনামাবলী স্তোত্র
৬৬। প্রশ্নোত্তরনামাবলী
৬৭। নক্ষত্রমালা
৬৮। নিগম চূড়ামণি
৬৯। মোহমুদ্গার
৭০। যতিপঞ্চক

১১৬। কামাক্ষ্যাষ্টক

১১৭। রাজযোগ

১১৮। যোগতারাবলী

১১৯। অমরুজাতক

শচীনন্দনঃ—বাঘ্‌নাপাড়ার গোস্বামিবংশের পূর্ব্ব পুরুষ। তিনি বাঘ্‌নাপাড়া গ্রাম-পত্তনকারী রামচন্দ্র ঠাকুর বা রামাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কথিত আছে যে, তিনি ১৪৭০ শকাব্দায় কুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাটলী গ্রামে যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র মাধবদাস চট্টোপাধ্যায়, নামান্তর ছকড়ি পাটলী হইতে কুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। ছকড়ির দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়ি ও দোকড়ি, হরিদাস ও কৃষ্ণসম্পত্তি নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর হালিসহর হইতে নৌকা করিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম ভাগে কুলিয়া গ্রামে আসিয়া সপ্তাহকাল বাস করেন। মাধবের একমাত্র পুত্র শ্রীবংশীবদন। বংশীবদনের দুই পুত্র চৈতন্যদাস ও নিত্যানন্দদাস। চৈতন্যদাসের পত্নী সতীর গর্ভজাত চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিনটী পুত্র রাজবল্লভ, বল্লভ এবং কেশব। তাঁহাদিগের সন্তানগণই বাঘ্‌নাপাড়া এবং বৈঁচির গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-গৃহিণী শ্রীশ্রীজাহ্নবা দেবী বীরচন্দ্র ও রামচন্দ্রকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র জাহ্নবার পালিত পুত্র। শচীনন্দনও শ্রীজাহ্নবা-মাতার নিকট দীক্ষিত হন। শচীনন্দনের পুত্রগণ রামচন্দ্রের প্রধান শিষ্য।

শচীনন্দন প্রথম জীবনে কুলিয়ায় বাস করিতেন। কিন্তু অগ্রজ

রামচন্দ্র বাঘনাপাড়ার রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করিবার পরে শচীনন্দন কুলিয়ার বাস ছাড়িয়া ১৪৮৮ শকাব্দে পুত্রাদি সহ বাঘনাপাড়ার সেবা লাভ করেন। রামচন্দ্র আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের বংশধরগণ ক্রমশঃ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর চারিটী প্রধান মেলের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

ইনি 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক একখানি গ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শব্দবিদ্যার্ণব:—ইঁহার নাম বৃন্দাবনচন্দ্র শব্দবিদ্যার্ণব। ইনি শ্রীদাস গোস্বামি-বিরচিত 'স্তবাবলীর' 'কাশিকা' টীকার রচয়িতা বঙ্গেশ্বর কৃতী বা বঙ্গবিহারী বিদ্যাভূষণের অধ্যাপক। সপ্তদশ শক শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইঁহার উদয়-কাল। "স্তোত্রাবলী-কাশিকা" শব্দ দ্রষ্টব্য।

শার্ঙ্গ ঠাকুর:—অপর নাম সারঙ্গদাস ঠাকুর। শার্ঙ্গপাণি ও শার্ঙ্গধর বলিয়াও তাঁহাকে কেহ কেহ বলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি দশমে ১১৩ সংখ্যায় তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভুর নিজশাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে—"ভাগবতাচার্য্য আর ঠাকুর সার্ঙ্গদাশ।" ইনি শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। ভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে, যাঁহার সহিত আগামী কল্য প্রাতে দেখা হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী-স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাকেই পুনর্জ্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যতে গ্রহণ করেন। ইনিই

'শ্রীঠাকুর মুরারি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশ-পরম্পরায় সম্প্রতি স্বব্ নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীশার্ঙ্গের নামের সহিত মুরারির কথা সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। শার্ঙ্গ-মুরারি' বলিয়া প্রসিদ্ধি এখনও সর্বত্র শুনা যায়।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-লেখক শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীপরমানন্দ সেন মহোদয় তাঁহার গ্রন্থের ১৭২ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—"ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গ ঠকুরঃ। প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিৎ মৎপিত্রা স ন মন্যতে॥" তিনি কৃষ্ণলীলায় নান্দীমুখী ছিলেন, কাহারও মতে তিনি প্রহ্লাদ ছিলেন কিন্তু কবিকর্ণপূরের পিতা শ্রীশিবানন্দ সেন তাহা স্বীকার করেন না।

সম্প্রতি শার্ঙ্গ ঠাকুরের একটি প্রাচীন সেবা মামগাছি গ্রামে আছে। অল্পদিন হইল, শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির প্রাচীন বকুলবৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবার বন্দোবস্ত আরো ভাল হওয়া প্রার্থনীয়।

শয়ন :—চম্পক, অশোক ও পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে মল্লিকা পুষ্পে তোষক রচনা করিয়া নবমল্লিকা পুষ্পে তূলী অর্থাৎ বালিশ প্রস্তুত করিয়া বিস্তীর্ণ শয্যা নির্ম্মিত হয়। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৭ শ্লোক—

"চম্পকাশোকপর্য্যাপ্তমল্লীগুম্ফিত তোষকা।
নবমালীকৃতা তূলী বিস্তীর্ণা শয়নং ভবেৎ॥"

অর্থভেদে—নিদ্রা, শয্যা (অমর), মৈথুন (মেদিনী)।

শালিক :—কৃষ্ণের চেট-জাতীয় ভৃত্য। রক্তকাদির ন্যায় ইনি কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্য উপহার প্রদান করেন। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা পরিশিষ্ট ৭৫ শ্লোক—

"শালিকস্তালিকো মালী মানমালাধবাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ।
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ।"

শিখাবতী :—'ধন্য-ধন্য'নামক গোপ ইঁহার পিতা এবং সুশিখা জননী। ইনি কুন্দলতার কনিষ্ঠা ভগ্নী। কর্ণিকারের ন্যায় অঙ্গদ্যুতি এবং বৃদ্ধ তিত্তির পক্ষীর ন্যায় ইঁহার বিচিত্র বসন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়*মূর্ত্তি। 'গরুড়' নামধারী গোপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১১৩-১১৪ শ্লোক—

"ধন্যধন্যাত্মভূদ্ধন্যা সুশিখায়াং শিখাবতী।
কর্ণিকারদ্যুতিঃ কুন্দলতিকায়াঃ কনীয়সী॥
জরত্তিত্তিরকিম্মীরপটা মূর্ত্তীরমাধুরী।
উদূঢ়া গরুড়েনেয়ং গরুড়াখ্যেন গোদুহা॥"

* অর্থভেদে—মূর্ব্বা (শব্দচন্দ্রিকা)।

শুভাঙ্গদা :—'বর' নামক যূথের অন্তর্গতা গোপী। 'পাবন' গোপের কন্যা। বিশাখার কনিষ্ঠা। শুভ্রকান্তি। চিত্রাপতি পীঠরের অনুজ পতত্রি ইঁহার পতি। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১০০ শ্লোক—

"শুভাবদাতবর্ণেয়ং বিশাখায়াঃ কনীয়সী।
পীঠরস্যানুজেনেয়ং পরিণীতা পতত্রিণা॥"

সন্নন্দ :—ইঁহার অপর নাম সুনন্দ। ইঁহার পিতার নাম পর্জ্জন্য ও জননী বরীয়সী। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় উপনন্দ, অভিনন্দ ও নন্দ এবং কনিষ্ঠ সহোদর নন্দন। ইঁহার পত্নীর নাম তুঙ্গী। ইনি কৃষ্ণের পিতৃব্য। ইঁহার ভগ্নিদ্বয় সানন্দা ও নন্দিনী। কেশী অসুরের ভয়ে ইঁহারা নন্দীশ্বর হইতে মহাবনে স্থানান্তরিত হন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৩৫ শ্লোক—

"সুনন্দা পরপর্য্যায়ঃ সন্নন্দস্য চ পাণ্ডবঃ।"

সমাজ :—যূথের অঙ্গ কুল। প্রেমের তারতম্যবশতঃ এই কুল আবার ত্রিবিধ :—সমাজ,মণ্ডল ও বর্গ। পরম-প্রেষ্ঠসখিগণের দলকে

সমাজ বলে। ইঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সমাজের প্রকার-ভেদ সমন্বয় দ্বিবিধ :—বরিষ্ঠ ও সুবর। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৭৪-৭৫ শ্লোক—

"তারতম্যাত্তয়োঃ প্রেম্নাং কুলস্যাস্য ত্রিরূপতা।
সমাজো মণ্ডলশ্চেতি বর্গশ্চেতি তদুচ্যতে॥"
"সমাজঃ পরমপ্রেষ্ঠসখীনাং প্রথমো মতঃ।
বরিষ্ঠঃ সুবরশ্চেতি স সমন্বয়যুগ্মভাক্॥"

অর্থভেদে—পশুদিগের সংঘ (অমর)। সভা (হেমচন্দ্র)। হস্তী (অনেকার্থ-কোষ)।

স্মানন্দা :—ইহাঁর পিতা কৃষ্ণপিতামহ পর্জ্জন্য গোপ এবং জননী বরীয়সী। ইহাঁর অপরা ভগিনী নন্দিনী এবং উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সুনন্দ ও নন্দন পাঁচটী সহোদর। ইহাঁর সহিত মহানীলের পরিণয় হয়। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা।

অর্থভেদে—(স্ত্রীং) আহ্লাদযুক্তা।

স্মান্ধিক :—কৃষ্ণের চেট-জাতীয় ভৃত্য। ইনি এবং অন্যান্য চেটগণ কৃষ্ণের বেণু, শিঙা, মুরলী, যষ্টিপাশাদি ধারণ করেন এবং ধাতব দ্রব্যের উপহার প্রদান করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৫-৭৬ শ্লোক :—

"চেটা ভঙ্গুরভৃঙ্গারসান্ধিক-গান্ধিকাদয়ঃ।
তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলীযষ্টিপাশাদিধারিণঃ॥
অমীষাং চেটকাশ্চামী ধাতূনাং চোপহারকাঃ।"

অর্থভেদে :—শৌণ্ডিক, সন্ধিকর্ত্তা।

স্মারঘ :—নন্দের জ্ঞাতি ও কৃষ্ণের পিতৃসদৃশ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫৬ শ্লোক—

"শঙ্করঃ সঙ্করো ভঙ্গো ঘৃণিঘাটিকসারঘাঃ।"

অর্থভেদে— (ক্লীং) মধু (জটাধর)।

সারঙ্গ ঃ—কৃষ্ণের বসন-পরিষ্কারকারী ভৃত্য। বকুল প্রভৃতি ভৃত্যগণও কৃষ্ণের তাদৃশ সেবা করেন।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৯ শ্লোক—

"বস্ত্রোপচারনিপুণাঃ সারঙ্গবকুলাদয়ঃ।"

অর্থভেদে - চাতকপক্ষী, হরিণ, মাতঙ্গ, রাগ-ভেদ, ভৃঙ্গ, পক্ষীবিশেষ, ছত্র, রাজহংস, চিত্রমৃগ, মণি, বৃক্ষ, বাদ্যযন্ত্র-ভেদ, অংশুক, নানাবর্ণ, ময়ূর, কামদেব, স্বর্গ, ধনু, কেশ, স্বর্ণ, আভরণ, পদ্ম, শঙ্খ, চন্দন, কর্পূর, পুষ্প, কোকিল, মেঘ, পৃথিবী, রাত্রি, দীপ্তি, সিংহ; এবং যিনি সারগান করেন অর্থাৎ ভক্ত। (স্ত্রীলিঙ্গে) শবল।

প্রয়োগ ঃ—১। উজ্জ্বল-নীলমণি সহায়ভেদপ্রকরণে দ্বিতীয় শ্লোক—শ্যামার প্রতি কড়ারের উক্তি—

"ব্রজে সারঙ্গাক্ষী বিততিভিরনুল্লঙ্ঘ্য বচনঃ
সখাহং ত্বদ্বক্ষোশ্চটুভিরভিযাচে মুহুরিদং।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১১।২৯ শ্লোকে—

"শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্।
বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্॥"

শ্রীধর-টীকা—"সারং গায়ন্তীতি সারঙ্গা ভক্তাঃ।" শার্ঙ্গ দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধান্ত-দর্পণ ঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত একটী বেদান্ত-গ্রন্থ। তাঁহার শিষ্য নন্দ মিশ্র এই গ্রন্থের একটী টীপ্পনী রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের আদিম শ্লোক ঃ—

"নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারির্নঃ
নিরবদ্যো নির্বৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য।

পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা।

তং ব্যাসং বদরীবাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে॥”

শেষ শ্লোক ঃ—

“সদ্যুক্তিভূষণব্রাতে বিদ্যাভূষণ-নির্ম্মিতে।

সিদ্ধান্তদর্পণে বাঞ্ছা সতামস্তু মুদর্পণে॥”

সুগন্ধ ঃ—কৃষ্ণের এই ভৃত্য, গন্ধ অঙ্গরাগ ও পুষ্পরচিত মালাদি-দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ শোভিত করিতে দক্ষ। সুগন্ধ, কর্পূর, কুসুম প্রভৃতি ভৃত্যগণও এইরূপ সেবাপরায়ণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট—৮১ শ্লোক।

“গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ।

দক্ষাঃ সুবন্ধ কর্পূর সুগন্ধকুসুমাদয়ঃ॥”

অর্থভেদে ঃ—(পুংলিঙ্গ) রক্তশিগ্রু, গন্ধক, চণক, ভূতৃণ, খশ্‌খশ্‌ (ত্রিলিঙ্গে) সমবায়াতিরিক্ত সংযোগাদি সম্বন্ধজন্য সদ্‌গন্ধযুক্ত; (ক্লীবে) ক্ষুদ্রজীরা, গন্ধতৃণ, নীলোৎপল, চন্দন (রাজনির্ঘণ্ট); গ্রন্থিপর্ণ (ভাবপ্রকাশ)।

সুচারু ঃ—কৃষ্ণের মাতামহ সুমুখের অনুজ চারুমুখের পুত্র। ভার্য্যার নাম তুলাবতী, পুত্রের নাম গোলবাহ। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৫০-৫১ শ্লোক—

“পুত্রশ্চারুমুখস্যৈকঃ সুচারু নামশোভনঃ।

গোলবাহঃ সুতো যস্য ভার্য্যা নাম্না তুলাবতী॥”

অর্থভেদে—(ত্রিলিঙ্গ) মনোহর।

সুদেব ঃ—শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। ইঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম যশোধরো ও যশোদেব। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৬ শ্লোক—

“যশোধরযশোদেবসুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ।”

সুনন্দ :—ইঁহার অপর নাম সন্নন্দ। ইনি নন্দ মহারাজের কনিষ্ঠ, সুতরাং কৃষ্ণের পিতৃব্য। ইহাঁর পিতা পর্জ্জন্য গোপ ও মাতা বরীয়সী। ইহাঁর আরোও চারিটী সহোদরের মধ্যে উপনন্দ, অভিনন্দ ও নন্দ জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ নন্দন বা পাণ্ডব। ইহাঁর পত্নীর নাম তুঙ্গী। ইহাঁর দুইটী ভগ্নী সানন্দা ও নন্দিনী নামে প্রসিদ্ধা। ইহাঁর আবাস নন্দীশ্বর, কিন্তু কেশী-দৈত্যের অত্যাচারে মহাবনে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা।

অর্থভেদে—দ্বাদশবিধ রাজগৃহান্তর্গত গৃহবিশেষ; দৈর্ঘ্য ৫১, প্রস্থ ৪০; পাঠান্তরে সুন্দর (যুক্তিকল্পতরু)।

সুনীল :—পর্জ্জন্যের জামাতা এবং নন্দিনীর পতি। নন্দ মহা-রাজের ভগ্নিপতি। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৩৮ শ্লোক—

"সানন্দা নন্দিনী চেতি পিতুরেতৎ সহোদরা।
মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবেতয়োঃ ক্রমাৎ॥"

অর্থভেদে—দাড়িম (রাজনির্ঘণ্ট); সুন্দর ও নীলবর্ণ।

সুরেম্মা :—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-তনয়া। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪৮ শ্লোক—

"রেমারোমাসুরেমাখ্যাঃ পাবনস্য পিতৃব্যজাঃ।"

সুলতা :—ব্রজবাসিগণের পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। শ্রীকৃষ্ণগণো-দ্দেশদীপিকা ৬৬ শ্লোক—

"কুঞ্জিকা যামিনী স্বাহা সুলতাশ্চাশ্বিনী স্বধা।"

সুলভা :—ব্রজবাসিনী শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৫ শ্লোক—

"সুলভা গৌতমী গার্গী চণ্ডিল্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো বরাঃ।"

অর্থভেদে—মাসপর্ণী, ধূম্রবর্ণী, ধূম্রপত্র (রাজনির্ঘণ্ট)।

সুবন্ধ :—কৃষ্ণের জনৈক গন্ধ-সেবাকারী ভৃত্য। গন্ধ, অঙ্গরাগ ও পুষ্পাদি-রচিত মাল্যাদিদ্বারা কৃষ্ণের অঙ্গ শোভিত করিতে সিদ্ধহস্ত। কর্পূর, সুগন্ধ, কুসুম প্রভৃতি ভৃত্যগণও এতাদৃশ সেবাপটু। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮ শ্লোক :—

"গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি-পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ।
দক্ষাঃ সুবন্ধকর্পূরসুগন্ধকুসুমাদয়ঃ॥"

অর্থভেদে :—তিল (শব্দচন্দ্রিকা)।

সুবর :—যূথের অন্তর্গত কুল। কুলের কুল ত্রিবিধ, তন্মধ্যে সমাজের অন্তর্গত বরিষ্ঠ ও সুবর। সমাজ দ্রষ্টব্য।

সুবিলাস :—কৃষ্ণের তাম্বূল-সেবাকারী ভৃত্য। তাম্বূল পরিষ্কার-ক্রিয়ায় দক্ষ। দেখিতে স্থূল এবং কৃষ্ণপার্শ্বে থাকিয়া বিবিধ কেলি-কলালাপে প্রমত্ত থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৭৭-৭৮ শ্লোক—

"পৃথুকাঃ পার্শ্বগাঃ কেলিকলালাপকলাঙ্কুরাঃ।"
সুবিলাসবিলাসাখ্যরসালরসশালিনঃ।
জম্বূলাদ্যাশ্চ তাম্বূলপরিষ্কারবিচক্ষণাঃ॥"

সুবের্জনা :—কৃষ্ণ-পিতামহ পর্জ্জন্যের সহোদরা ভগিনী। সুতরাং নন্দ মহারাজের পিতৃস্বসা। ইহাঁর পিতৃগৃহ নন্দীশ্বর এবং শ্বশুর-গৃহ সূর্য্যকুণ্ড। ইনি নৃত্যবিদ্যাপরায়ণা। গুণবীর নামক গোপের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় ইহাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। ২।১২ শ্লোক—

"নটী সুবের্জনাখ্যাপি পিতামহ-সহোদরা।
গুণবীরঃ পতির্যস্যাঃ সূর্য্যস্যাহ্বয়পত্তনং॥"

সুমনাঃ :—শ্রীকৃষ্ণের গন্ধসেবাকারী ভৃত্য। গন্ধ, অঙ্গরাগ ও

পুষ্পশোভিত মাল্যাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। কুসুমোল্লাস, পুষ্পহাস, হর প্রভৃতি ভৃত্যগণ ইহাঁর ন্যায় সেবানিপুণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"সুমনঃ কুসুমোল্লাসপুষ্পহাসহরাদয়ঃ।
গন্ধাঙ্গরাগমাল্যাদি-পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ॥"

অর্থভেদে—গোধূম, গম্; ধুস্তুর, ধুতরা; (ত্রিলিঙ্গে) মনোহর। পুষ্প; শোভনমনোযুক্ত উত্তম মন; (ক্লীবে) পুষ্প।

সুমুখ:—কৃষ্ণের মাতামহ। পর্জ্জন্যের সহিত ইহার আবাল্য বন্ধুতা। পত্নীর নাম পাটলা। কনিষ্ঠভ্রাতার নাম চারুমুখ। লম্বা শঙ্খের ন্যায় শ্বেতশ্মশ্রু। পক্ক জম্বুফলের ন্যায় চেহারা। ইহার কন্যা কৃষ্ণমাতা নন্দপত্নী যশোদা। যশোদা ব্যতীত ইহার অপর কন্যাদ্বয়ের অর্থাৎ যশোদেবী বা দধিমা এবং যশস্বিনী বা বায়বীর সহিত যথাক্রমে চাটু ও বাটু নামক কৃষ্ণের ক্ষত্রিয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ হয়। যশোধর, যশোদেব ও সুদেব নামক ইহার তিনটী পুত্র।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৪১ শ্লোক—

"মাতামহোমহোৎসাহো স্যাদস্য সুমুখাভিধঃ।
লম্বকম্বুসমশ্মশ্রুঃ পক্কজম্বুফলচ্ছবিঃ॥"

অর্থভেদে—গরুড়পুত্র, গণেশ, শাকবিশেষ,নাগবিশেষ (শব্দরত্নাবলী), পণ্ডিত (বিশ্ব); সিতার্জ্জক, বনবর্ব্বরিকা, বর্ব্বর (রাজনির্ঘণ্ট)।

সুশীল:—শ্রীকৃষ্ণের ক্ষৌরকার। কেশসংস্কার, অঙ্গমর্দ্দন, দর্পণ, দান প্রভৃতি কেশসম্বন্ধীয় যাবতীয় সেবার অধিকারী। স্বচ্ছ, প্রগুণ প্রভৃতি ক্ষৌরকারগণও ইহার তুল্য সেবাপরায়ণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"নাপিতাঃ কেশসংস্কারে মর্দ্দনে দর্পণার্পণে।
কেশাধিকারিণঃ স্বচ্ছসুশীলপ্রগুণাদয়ঃ ॥"

অর্থভেদে—চোলরাজ, শোভনশীলবিশিষ্ট।

সৈরিন্ধ্র ঃ—কৃষ্ণের বেশরচনাকারী ভৃত্য। প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, মধুকন্দল, মকরন্দ প্রভৃতি ভৃত্যগণও এরূপ সেবা-পরায়ণ।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮০ শ্লোক—

"প্রেমকন্দো মহাগন্ধসৈরিন্ধ্রমধুকন্দলাঃ।
মকরন্দাদয়শ্চামী সদা শৃঙ্গারকারিণঃ ॥"

স্তোত্রাবলী-কাশিকা ঃ—এই টীকা শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট-শিষ্য শ্রীআচার্য্যপ্রভুবংশধর মধুসূদনের শিষ্য বঙ্গেশ্বর বা বঙ্গবিহারী বিদ্যাভূষণ-রচিত। টীকা-প্রণয়নের কাল ১৬৪৪ শকাব্দ। টীকাকার, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শব্দবিদ্যার্ণব-তর্কালঙ্কারকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। টীকা-প্রারম্ভশ্লোকঃ—

"শ্রীমন্তং গৌরচন্দ্রং প্রচুরকরুণয়া দীননিস্তার প্রাপ্তং
প্রাকট্যং গৌড়দেশে ত্রিভুবন-জয়িনি শ্রীনবদ্বীপশৈলে।
শ্রীকৃষ্ণং স্বপ্রিয়ায়াঃ সরসসুরসন ব্যগ্রতায়াঃ স্বভাবং
বিভ্রাণং দীনচিত্তঃ স্মরণপথিকতাং নেতুমাকাঙ্ক্ষ এষঃ ॥
কবিসুরবরমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্র প্রবীণং
স্বরূপম নিজকীর্ত্ত্যা কীর্ত্তিতং সর্ব্বদেশে।
গুরুবরমহমদ্য প্রার্থয়েঽজ্ঞঃ স্বকীর্ত্তেঃ
প্রচুর সুঘটনার্থং শ্রীল বৃন্দাবনেন্দুং ॥
শব্দবিদ্যার্ণবং বন্দে ময়ি ক্ষুদ্রে কৃপাকুলং।
অহং বিদ্যাভূষণশ্চ সদা গ্রাসসমন্বিতঃ ॥

তত্তচ্ছাত্রং যতোঽধীতং তেষাং পাদযুগানি মে।
বিশস্তু হৃদয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে প্রার্থয়েত্বিদং ॥
স্বেষাং নির্ম্মৎসরত্বাম্মদ্বালটীকাগ্রহে রুচিঃ।
ক্রিয়তাং সাধবো মূর্দ্ধ্নি বিবৃতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ ॥
যুষ্মৎপাদরজোলম্বী কোঽপি বঙ্গেশ্বরঃ কৃতী।
স্তবাবল্যাস্বাদনার্থং টীকামেতাং তনোত্যসৌ ॥”

টীকা-শেষ—

“স্বস্তাবার্থবিকাশনে যদি মম ভ্রান্ত্যা ভবেন্ন্যূনতা
তাদৃগ্বিঘ্নকুলাকুলস্য নু পুনঃ শ্রীদাস-গোস্বামিনঃ।
পাদাঃ স্বানুগতস্য তু ক্ষময়িতুং তদ্দোষমার্য্যৈর্গুণৈঃ
সংপ্রত্যর্হথ মানসং মম পুনর্নেতুঞ্চ স্বস্যান্তিকং ॥১॥
শাকে বেদসরিৎপতৌ রসবিধৌ বৈশাখমাসে সিতে
পক্ষে শ্রীমধুসূদন প্রবিলসৎপাদাব্জভৃঙ্গস্ত্বয়ং।
চৈত্যাদেশবলৈর্বলী ব্যরচয়ৎ স্তোত্রাবলী কাশিকাং
টীকামাত্মসুবোধয়ে স্ববিবৃতাং মাৎসর্য্যহীনায় চ ॥২॥

অথ কলিকলিত-কলুষিতান্তঃকরণ-সকলজীব-জীবনাবতার-শ্রীযুক্ত মহাপ্রভু-চরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবাগ্রগণ্য-শ্রীগোপালভট্টগোস্বামি-প্রিয়ানুচর-শ্রীযুতাচার্য্যঠক্কুরান্বয়-শ্রীযুতমধুসূদনপ্রভুবরচরণানুচর-শ্রীবঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কার-বিরচিতা স্তোত্রাবলী-কাশিকা টীকা সমাপ্তা ॥

নমামি গুরবে তর্কালঙ্কারায় সুধীমতে।
দৃষ্ট্বা যস্য পরং জ্ঞানং পরে প্রাপুঃ পরং ক্ষয়ং ॥”

স্বচ্ছঃ—শ্রীকৃষ্ণের নাপিত, কেশসংস্কার, অঙ্গমর্দ্দন, দর্পণার্পণ প্রভৃতি কেশসম্বন্ধীয় যাবতীয় সেবার অধিকারী। সুশীল ও প্রগুণ প্রভৃতি অন্যান্য নাপিতগণও ইঁহার ন্যায় সেবাতৎপর।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্ট ৮১ শ্লোক—

"নাপিতাঃ কেশসংস্কারমর্দ্দনে দর্পণার্পণে।
কেশাধিকারিণঃ স্বচ্ছসুশীলপ্রগুণাদয়ঃ॥"

অর্থভেদে—রোগবিমুক্ত, শুক্ল, নির্ম্মল, স্ফটিক, বিমলোপরস, মুক্তা।

স্বধা :—ব্রজজন-পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৬ শ্লোক :—

"কুঞ্জিকা-বামনী-স্বাহা-স্থূলতাশ্চাশ্বিনী স্বধা।"

অর্থভেদে—(অব্যয়) দেব হবির্দান মন্ত্র (অমর); পিতৃগণের পত্নী দক্ষকন্যা, (মতান্তরে) ব্রহ্মার মানসী কন্যা (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)।

স্বর্ :—বর্দ্ধমান জেলায় স্বর্ নামক গ্রাম আছে। তথায় ঠাকুর মুরারীর বংশধরগণ স্বরের গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুরারি শ্রীগৌর-পার্ষদ শার্ঙ্গদেব ঠাকুরের শিষ্য। নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপে শার্ঙ্গের প্রতিষ্ঠিত দেবসেবা আজও বর্ত্তমান আছে। স্বরের গোস্বামি-গণ মধ্যে মধ্যে সেই সেবা দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ স্বর্কে শর্ বা শর বলেন। 'বংশী-শিক্ষা' চতুর্থোল্লাসে ৩৪ সংখ্যার পরে এই গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়।

"শ্রীপাট স্বরের শ্রীঠাকুর মুরারিরে।
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী বংশীদাস কেহ ঈরে॥"

স্বাহা :—ব্রজবাসীর পূজ্যা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ৬৬ শ্লোক—

"কুঞ্জিকা-বামনী-স্বাহা-স্থূলতাশ্চাশ্বিনী স্বধা।"

অর্থভেদে—দক্ষকন্যা, অগ্নিভার্য্যা, অগ্নায়ী, হুতভুক্‌প্রিয়া (অমর); দ্বিঠ, অনলপ্রিয়া (বীজবর্ণাভিধান); বহ্নিবধূ (শব্দরত্নাবলী); বৌদ্ধ-শক্তি বিশেষ, তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া,

অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, অদ্রবাসিনী, ভদ্রা, বৈষ্ণবী, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দদা, ত্রিলোচনা, লোচনা (ত্রিকাণ্ড-শেষ)।

হিরণ্যাঙ্গী—'বব' নামক যূথের অন্তর্গত গোপী। ইঁহার হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণসদৃশ কান্তি। সকল সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপা। পরম রূপ-লাবণ্যবিশিষ্টা। হরিণীর গর্ভসম্ভূতা। ইঁহার জন্মসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। মহাবসু নামক গোপ ধর্ম্মাত্মা এবং যজনশীল ছিলেন। তিনি পুরোহিত ভাগুরীর সাহায্যে অভিলেব বারম্বার এবং পরমা সুন্দরী কন্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর সুধার্য নামক একব্যক্তি মহানন্দে স্বীয় সহধর্ম্মিণী সুচন্দ্রাকে চরু প্রদান করিয়াছিলেন। চরু ভোজন করিয়া উভয়ে অন্ধকার বজনাস্তে মিলিত হইয়াছিলেন, এমন সময় বাঙ্গণার জননী সুরঙ্গা নাম্নী ব্রজবিহারিণী হরিণী সহসা আসিয়া কিঞ্চিৎ ভাক্ত হইল। তদনন্তর সেই সব পশুপালী হরিণীগণকে সেই গর্ভ প্রদান করিল। সুচন্দ্রা গোকরঞ্চ-নামে বিখ্যাত একটী পুত্র প্রসব করিল। সেই হিরণ্যাঙ্গী কুরঙ্গা গোষ্ঠমধ্যে প্রসব করিল শ্রীমতী রাধিকা ও হরি, উভয়েই পরস্পরের নিত্য প্রিয়সখী। ইনি প্রস্ফুটিতা অপরাজিতা পুষ্পসারাম্বারা বিরাজিত বিচিত্রবসনে বিভূষিতা, কিন্তু পিতা এই সুন্দরী কন্যাকে এক বৃদ্ধ গোপের সহিত বিবাহ প্রদান করেন। ঐ গোপ বার্দ্ধক্যহেতু রাজ্যে অযোগ্য এবং বার্দ্ধক্যের গৌরব লাভ করিয়া পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।